# বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রথম ভাগ

---

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত

---

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দ ১৭৭৩

# বিজ্ঞাপন

দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক্ রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জগদীশ্বর যেমন অন্ধকার নিরাকরণার্থ জ্যোতিঃপদার্থ সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ, মনুষ্যের ভ্রম বিমোচনার্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব, বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ না করিয়া বহু দোষাকর দেশাচারের দাস হইয়া চলা বুদ্ধি-মান্ জীবের কর্ত্তব্য নহে। নানা দেশে নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎ সমুদায় সুব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের আর কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না। এক দেশে এই প্রকার প্রথা আছে, যে ব্যক্তি নরহত্যা করিয়া যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার তত সম্ভ্রম হয়। অন্য এক দেশে এইরূপ রীতি আছে, যে বিদেশীয় লোকের অর্থ হরণ ও প্রাণ নাশ করিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কত কত সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রকার ব্যবহার আছে, যে যদি কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে, উভয়ে পরস্পর গুলি করিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অপমানকারী ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে মান-ভ্রষ্ট

ও লজ্জাস্পদ হয়। কত দেশের লোকে নর-মাংস ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করে। কোন দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে, যে পিতা, মাতা বা পরিবারস্থ অন্য কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত বা জরাগ্রস্ত হইলে, তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার মাংসে কুটুম্বাদি ভোজন করায়। তত্তদ্ দেশীয় লোকেরা ঐ সমুদায় দেশাচারকে সদাচার জ্ঞান করে বলিয়া বাস্তবিক সদাচার বলা যায় না। এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেও আচার ব্যবহারের বিস্তর বিভিন্নতা দেখা যায়। হিন্দুস্থানিরা পাক-করা তণ্ডুলাদিকে অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, এবং তাহা গাত্রে ও বস্ত্রে স্পৃষ্ট হইলে গাত্র ও বস্ত্র ধৌতও করে না। উড়িস্যা অঞ্চলে একপ্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রীয় লোকে স্ত্রী পুরুষে পঁক্তি ভোজনে বসিয়া একত্র আহার করে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলা দেশীয় লোক ও হিন্দুস্থানি প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় লোক উভয়েরই পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার কোন ক্রমেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে না। অতএব,

মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষমূলক ও যুক্তি-নিষ্পন্ন। বিশেষতঃ, তাহা যথার্থ কি না, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিশ্ব-নিয়ন্তার একটি নিয়মও বিফল হইবার নহে, তাহা প্রতিপালন করিলেই তৎক্ষণাৎ সুখ রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শুনিলেই তাহাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিরুদ্ধ বাক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ-হইলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমারদিগের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে। তাহা পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই আমারদের মঙ্গল নাই। পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্বস্ব বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক জ্যোতিষাদি কয়েকটা বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ, যবনাদি অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্বস্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আপনারদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-বলে

ঐ সকল বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত জ্যোতিষাদিকে অতি সামান্য বোধ হয়। এইরূপ, এক্ষণে যে সকল অভিনব তত্ত্ব নিরূপিত ও যে সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তৎ সমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত নাই বলিয়া কদাপি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব, সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা যে বিষয় যত দূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর কুসংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। এক্ষণে, এতদ্দেশীয় জন-সাধারণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, এই বিষম কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ ও শুভদায়ক কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অবশেষ, সকৃতজ্ঞ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বী-

কার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালি বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

কলিকাতা।

শকাব্দ ১৭৭৩। ৮ পৌষ।

# সূচীপত্র

# বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

প্রথম ভাগ

---

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত

---

কলিকাতা

তত্ত্ববোধিনী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দ ১৭৭৩

# বিজ্ঞাপন

দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যক্ রূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পূর্ব্বাবধি নানা দেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রযোজক পণ্ডিতেরা এবিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভূমণ্ডল রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

জগদীশ্বর যেমন অন্ধকার নিরাকরণার্থ জ্যোতিঃপদার্থ সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ, মনুষ্যের ভ্রম বিমোচনার্থ বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব, বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ না করিয়া বহু দোষাকর দেশাচারের দাস হইয়া চলা বুদ্ধিমান্ জীবের কর্ত্তব্য নহে। নানা দেশে নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎ সমুদায় সুব্যবহার বলিয়া স্বীকার করিলে ধর্ম্মাধর্ম্মের আর কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না। এক দেশে এই প্রকার প্রথা আছে, যে ব্যক্তি নরহত্যা করিয়া যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার তত সম্ভ্রম হয়। অন্য এক দেশে এইরূপ রীতি আছে, যে বিদেশীয় লোকের অর্থ হরণ ও প্রাণ নাশ করিলে গৌরব বৃদ্ধি হয়। কত কত সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রকার ব্যবহার আছে, যে যদি কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে, উভয়ে পরস্পর গুলি করিয়া পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অপমানকারী ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে মান-ভ্রষ্ট

ও লজ্জাস্পদ হয়। কত দেশের লোকে নর-মাংস ভক্ষণ করিয়া উদর পূর্ণ করে। কোন দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে, যে পিতা, মাতা বা পরিবারস্থ অন্য কোন ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত বা জরাগ্রস্ত হইলে, তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার মাংসে কুটুম্বাদি ভোজন করায়। তত্তদ্ দেশীয় লোকেরা ঐ সমুদায় দেশাচারকে সদাচার জ্ঞান করে বলিয়া বাস্তবিক সদাচার বলা যায় না। এক ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেও আচার ব্যবহারের বিস্তর বিভিন্নতা দেখা যায়। হিন্দুস্থানিরা পাক-করা তণ্ডুলাদিকে অশুদ্ধ ও অস্পৃশ্য জ্ঞান করে না, এবং তাহা গাত্রে ও বস্ত্রে স্পৃষ্ট হইলে গাত্র ও বস্ত্র ধৌতও করে না। উড়িস্যা অঞ্চলে একপ্রকার বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রীয় লোকে স্ত্রী পুরুষে পঁক্তি ভোজনে বসিয়া একত্র আহার করে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বাঙ্গলা দেশীয় লোক ও হিন্দুস্থানি প্রভৃতি অন্যান্য দেশীয় লোক উভয়েরই পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যবহার কোন ক্রমেই হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে না। অতএব,

মানব প্রকৃতি বিষয়ক পুস্তকে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ-মূলক ও যুক্তি-নিষ্পন্ন। বিশেষতঃ, তাহা যথার্থ কি না, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। বিশ্ব-নিয়ন্তার একটি নিয়মও বিফল হইবার নহে, তাহা প্রতিপালন করিলেই তৎক্ষণাৎ সুখ রূপ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এতদ্দেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শুনিলেই তাহাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিরুদ্ধ বাক্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। আমারদিগের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে। তাহা পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই আমারদের মঙ্গল নাই। পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা স্বস্ব বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক জ্যোতিষাদি কয়েকটা বিদ্যার সৃষ্টি করিয়া সংস্কৃত ভাষায় লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ, যবনাদি অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্বস্ব ভাষায় বিবিধ বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আপনারদিগের অসাধারণ বুদ্ধি-বলে

ঐ সকল বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, সংস্কৃত জ্যোতিষাদিকে অতি সামান্য বোধ হয়। এইরূপ, এক্ষণে যে সকল অভিনব তত্ত্ব নিরূপিত ও যে সমুদায় অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তৎ সমুদায় সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত নাই বলিয়া কদাপি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। অতএব, সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা যে বিষয় যত দূর নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার অধিক আর জানা যায় না, এই মহানর্থকর কুসংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক এবং অত্যন্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। এক্ষণে, এতদ্দেশীয় জনসাধারণের প্রতি সবিনয় নিবেদন, এই বিষম কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ ও শুভদায়ক কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অবশেষ, সকৃতজ্ঞ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বী-

কার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহারা এবং তাদৃশ অন্যান্য সদ্বিদ্যাশালি বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়াই, আমি ইহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

কলিকাতা।

শকাব্দ ১৭৭৩। ৮ পৌষ।

## সূচীপত্র

# উপক্রমণিকা

---

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, পরম কারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি বিশ্বকর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্ব্ব অংশে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। জগদীশ্বর বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া তাহারদের

যে পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ জগৎ প্রতিপালনার্থে যাবৎ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তৎ সমুদায়ই সংসারের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। সেই সমস্ত সুকৌশল-সম্পন্ন সুচারু নিয়ম অবগত হইলে পরাৎপর সর্ব্ব-নিয়ন্তার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির উদয় হয়, এবং তদনুযায়ি কার্য্য করিতে যত সমর্থ হওয়া যায়, ততই সুখ স্বচ্ছন্দতার আতিশয্য হয়।

আমারদিগের দুঃখ-নিবৃত্তি ও সুখোৎপত্তির উপায় বিবেচনা করিতে হইলে আমারদিগের কিরূপ প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিতই বা তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য এই ভূলোকে সর্ব্ব-জীব-শ্রেষ্ঠ। যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন, তাহা ভূমণ্ডলে আর কোন জন্তুরই নাই, এবং অন্য কোন জন্তুতে তাদৃশ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণও দৃষ্টি করা যায় না। এক বিষয়ে তাঁহাকে পিশাচ তুল্য বোধ হয়, আর বিষয়ে তাঁহাকে দেব তুল্য বলিলেও বলা যায়। যখন তাঁহার রণ-স্থল-বর্ত্তি সংহার-মূর্ত্তি ও নানা প্রকার পাপাচরণ

মনে করা যায়, তখন তাঁহাকে অসুরাবতার বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বিদ্যা, দয়াদ্র চিত্ততা, স্বদেশের হিতোৎসাহ, ব্রহ্ম-স্বরূপ চিন্তন এই সমস্ত গুণ আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি কোন পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর হিতার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আর কোন জন্তুতেই এরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণ সমূহের একত্র সমাবেশ উপলব্ধ হয় না।

ছাগ ও মেষের যাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং নিরুপদ্রব স্নিগ্ধ স্বভাব, ঈশ্বর বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহারদিগের তদুপযোগি সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা মনুষ্যের আশ্রয়ে থাকিয়া ফল পত্রাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এবং মনুষ্যের যত্নে প্রতিপালিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করে। ব্যাঘ্র অতি দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু, তদনুসারে বহু-পশু-সমাকীর্ণ মহারণ্য তাহার আবাস-স্থান, এবং তথায় তাহার হিংস্র স্বভাব প্রকাশের স্থল ও সীমা সুচারু রূপে নিরূপিত আছে। নিরুপদ্রব ছাগ মেষ প্রভৃতি তৃণ পত্র আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি-সুখাস্বাদন করে, জীব-দ্রোহী

ব্যাঘ্র আপনার নৃশংস শক্তি প্রচার করিয়া সেই রূপই তৃপ্তি-সুখ প্রাপ্ত হয়। অপরাপর জন্তুর প্রকৃতিও এই প্রকার, অর্থাৎ তাহারদিগের শারীরিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ্য বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধ সমুদায় পরস্পর উপযোগি হইয়া তাহারদিগের প্রকৃতি এক এক সুশৃঙ্খল ও সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে। এবম্প্রকার, তাহারদিগের সমুদায় গুণের পরস্পর ঐক্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার সম্যক্ উপযোগিতাই সুখোৎপত্তির কারণ। যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম, কোন ব্যাঘ্র সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ করিয়া বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম, সেই ব্যাঘ্র পূর্ব্ব দিবসের ঐ সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার আলোচনা করিয়া পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে, বা কারুণ্য-রসাভিষিক্ত হইয়া সেই পূর্ব্ববিদারিত পশুদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্রে ঔষধ প্রলেপন করিতেছে; অথবা কেবল নগরে বা প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে তাহার একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, তবে তাহার প্রকৃতি কেমন বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বোধ হইত! এবং অনা-

য়াসেই এপ্রকার অনুভব হইত, যে তাহার মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ পরস্পর অনৈক্য, বিপর্য্যয় ও বাহ্য বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাহাতে সে কখনই সুখভাগী হইতে পারে না। অতএব ইহা সপ্রমাণ হইল, যে সমস্ত মানসিক বৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ্য বিষয়ে তাহার উপযোগিতা এই উভয়ই জীবের জীবন যাত্রার ও সুখোৎপত্তির মূলীভূত কারণ।

কিন্তু মনুষ্যের স্বভাব আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণ পরস্পর বিপরীত গুণেরই আশ্রয় বোধ হয়। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইলে তিনি মোহাতিশয় বশতঃ কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদির বশীভূত হইয়া অতি কুৎসিত ইতর জন্তুর স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। আর বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সম্যক্ স্ফুরিত হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিদ্যার নির্ম্মল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া এবং সত্য, সারল্য,দয়া ও প্রীতি দ্বারা শান্তি-রসাভিষিক্ত হইয়া পরম রমণীয় হয়। তখন তাঁহার মুখশ্রীতে কি মহত্ত্ব—কি দেবত্ব প্রকাশ পায়! মনুষ্যের এবম্প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তি

সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎ সম্বন্ধীয় বাহ্য বস্তু সকলই বা কীদৃশ হইলে তাহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির উপযোগি হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা এক মাত্র সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই সম্ভব পায়। কিছুই তাঁহার অসাধ্য নাই। তাঁহার যে সঙ্কল্প সেই কার্য্য! তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকের অধিপতি করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উত্তরোত্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে, যে এক্ষণে মানব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ যাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও ইহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পরমেশ্বর তাঁহাকে ইহ কালেও বিপুল সুখ-ভোগি করিবার নিমিত্ত জগতে তদুপযোগি নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সমুদায় সুচারু নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে ঐহিক দুঃখের সম্যক্ নিরাকরণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক, দুঃখ মাত্র না হউক, ইহা সকলেরই বাসনা, কিন্তু তদ্বিষয়ক কার্য্য-কারণ-ভাবের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলে, অর্থাৎ

আমারদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্য অন্য বস্তুর সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ অনুযায়ি কার্য্যানুষ্ঠানের কি প্রকার উপায় কর্ত্তব্য এ সমস্ত জ্ঞাত না হইলে সে মনোবাঞ্ছা কদাপি পূর্ণ হইতে পারে না। কোন দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহ পূর্ব্বাদৃষ্ট, কেহ বা কাল-ধর্ম্ম তাহার কারণ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গ ক্রমে তাহারদিগের আলস্য-স্বভাবাদি লৌকিক কারণও উল্লেখ করিতে পারেন। বৈদ্যকে রোগ-ক্ষয়ের উপায় জিজ্ঞাসিলে, তিনি এই যথার্থ উপদেশ দিবেন, যে সমুচিত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসিলে, তিনি গ্রহ শান্তির পরামর্শ দিবেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে কহিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন বিশেষের বিধি দিবেন। আর কোন কোন সর্ব্বমীমাংসক বিজ্ঞ অধ্যাপক পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোন উপায় দ্বারা রোগির রোগ শান্তি হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই অভিলাষ

হইতে পারে। এইরূপ আর আর সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যথার্থ পথ কি তাহা জানিতেও সকলের কৌতূহল হইতে পারে। অতএব এ বিষয় সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ লিখিতে হইতেছে, যে মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের জ্ঞানই এপ্রয়োজন সাধনের এক মাত্র উপায়; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞানোপার্জ্জন করা অত্যাবশ্যক।

বোধ হইতেছে, অবনী মণ্ডল যে একেবারেই সম্পূর্ণ সুখোৎপাদক হইবেক, পরমেশ্বর তাহার এরূপ স্বভাব করিয়া দেন নাই। যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাহার সমুদায় নিয়মেই তদনুরূপ কৌশল দৃষ্ট হইতেছে। ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকৃষ্টতর হইয়া পরিশেষে মানববর্গের বাসোপযোগী হইয়াছে। ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে আদৌ অবনী মণ্ডল অত্যুষ্ণ-দ্রবীভূত-পদার্থময় ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে স্নিগ্ধ ও কঠিন হইয়া দ্বীপোপদ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, যে পৃথিবীতে মনুষ্যের পূর্ব্বে অপরাপর বিবিধ প্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং সুস্পষ্ট বহুতর প্রামাণিক নিদর্শন দ্বারা ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যে এক্ষণকার ন্যায় তখনও তাহারদিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল;—তখনও এই ভূলোক মর্ত্ত্যলোক ছিল। সৃজনকর্ত্তা মরণ-ধর্ম্ম-শীল মনুষ্যের সৃজন কালে অবনীর নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না। বরং ইহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে, তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে আততায়ির দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন এবং বিপৎপাত নিবারণার্থ সাবধানতা বৃত্তি প্রদান করিলেন। অতএব মনুষ্য এ পৃথিবীর পূর্ব্বনিবাসী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে আসিয়া তাহারদিগের অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠান করিলেন। তাঁহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূলোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে, এবং কামনা, প্রবৃত্তি, শক্তি এবং শারীরিক গঠন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার সাম্য আছে। তিনি তাহারদিগের ন্যায় অন্ন

পানে পরিতুষ্ট হয়েন, নিদ্রাতে সুখানুভব করেন, ও অঙ্গ সঞ্চালনে স্ফূর্ত্তি বোধ করেন; কিন্তু এসমুদায় তাঁহার উৎকৃষ্ট স্বভাব নহে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিশীল ধর্ম্মশীল করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট করিয়া সকলের শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাঁহার পরম ধন, এবং প্রগাঢ় সুখ ও নির্ম্মল আনন্দের কারণ। এ সমুদয় মহৎ বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ হইয়া প্রীতিযুক্ত মনে সংসারের শুভানুষ্ঠানে মহা আহ্লাদিত থাকেন, এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকার্য্যের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচ-নীয় কৌশল আলোচনা করিয়া প্রেমাভিষিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহন করেন। এই সমুদায় বৃত্তি থাকাতেই মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই সমুদায় বৃত্তির সঞ্চালনেই তাঁহার জন্ম সার্থক হয়।

দয়ার সাগর পরমেশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তু আমারদিগের ঐ সকল শুভ বৃত্তি সঞ্চালনের উপযোগি করিয়াছেন। বিশ্ব মধ্যে কত মহা মহা প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যের

দুর্ব্বল হস্ত কখনই তাহার দারুণ শক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু করুণাকর বিশ্বকর্ত্তা তৎ সমুদায় তাঁহার যথোপযুক্ত আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমারদিগের পদতলস্থ ভূমিতে সহস্র প্রকার উৎপাদিকা শক্তি সমর্পণ করিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা দ্বারা তাহার গুণ জানিয়া কর্ষণ করিলেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্ব্বত-গুহা হইতে নদী সমুদায় নিঃসারণ করিয়াছেন, তরণি সহকারে তাহা রাজপথ স্বরূপ করিয়া পদব্রজের শ্রান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও প্রয়োজনানুসারে তাহার প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করা যায়। যে দুর্গম মহাসিন্ধু-গর্ভে অবনীর অর্দ্ধভাগ নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতেও সমুদ্রপোত সঞ্চারিত করিয়া সুগম পথ প্রস্তুত করা যাইতেছে। আর জগদীশ্বর আমারদিগেরই হিতের নিমিত্তে আমারদিগকে যে পদার্থের শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিবার উপায়-জ্ঞান দিয়াছেন। যদিও মনুষ্যের গ্রীষ্মতাপ ও প্রবল ঝটিকাদি নিবারণ

করিয়া মনঃ-কল্পিত চির বসন্ত-সুখ সম্ভোগ নিমিত্ত সূর্য্যের গতি রোধ করিবার শক্তি নাই, তথাপি তিনি সলিল-সেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্থিতি করিয়া ও ঝটিকাদির পূর্ব্ব লক্ষণ সকল উপলব্ধি পূর্ব্বক সাবধান হইয়া নিরাপদ ও নিরুৎকণ্ঠ হইতে পারেন। যৎ কালে বাহিরেতে বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা অবনীর উপপ্লব সম্ভাবনা বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলয়ে প্রিয়তম মিত্র-মণ্ডলী মধ্যে মধুর আলাপে পরম সুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হয়েন!

আমরা যে সকল বিবিধ গুণান্বিত মনুষ্য ও ইতর জন্তুর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাহারদিগেরও উপর আমারদিগের সুখ দুঃখ সম্যক্ নির্ভর করিয়া আছে। পরমেশ্বর তাহারদিগের সহিত আমারদিগের যাদৃশ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছেন, তদনুযায়ি কার্য্য করিলেই সুখ লাভ হয়, আর তদ্বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অতএব তাহারদিগের কি প্রকার প্রকৃতি ও আমারদিগের সহিত তাহারদিগের কি প্রকার সম্বন্ধ,

তাহা জ্ঞাত হওয়া ও তদনুযায়ি কার্য্যানুষ্ঠান অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক।

যে পর্য্যন্ত মনুষ্য অসভ্য ও অজ্ঞানাবৃত থাকেন, সেপর্য্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, ও ধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। তৎকালে যদিও তাঁহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয়, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাকে। তিনি এই সংসারকে কেবল কতক গুলি অসম্বদ্ধ বস্তু রাশি বলিয়া মনে করেন; বিশ্বের ঘটনা সকল তাঁহার শৃঙ্খলাবদ্ধ বোধ হয় না, এবং তাঁহার অন্তঃকরণে কার্য্য-কারণ-ভাবের তত্ত্বজ্ঞান কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তি পায় না। তিনি জগতের অন্তর্ভূত অনেকানেক পদার্থের অনিবার্য্য ভয়প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত হয়েন, এবং সে শক্তি অতিক্রম করা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ করেন। যদিও বিশ্ব-কার্য্যের কোন কোন অংশের শোভা ও সুশৃঙ্খলা কদাচিৎ মনোগত, হইয়া সুখের আশা সঞ্চার হয়, কিন্তু তৎ পরক্ষণেই সে সমুদায় ঘন-তিমিরাবৃতবৎ অস্পষ্ট ও

অলক্ষিত হইয়া যায়, ও তৎসমভিব্যাহারেই তাঁহার সকল আশা ভগ্ন হয়। জগদীশ্বর যে এই জগতের তাবৎ পদার্থ মনুষ্যের সুখোপযোগি করিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতীত হয় না, সুতরাং পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও নির্ম্মল মঙ্গল স্বরূপে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না।

কিন্তু মনুষ্য সভ্য ও জ্ঞানবান্ হইলে নিশ্চয় জানিতে পারেন, যে তাঁহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত বস্তু ও সমস্ত ঘটনা পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত পরম শুভদায়ক যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাঁহার সমুদায় মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থেই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি আপনাকে বিশ্বাধিপের প্রজা জ্ঞান করিয়া মহা আহ্লাদে তাঁহার কার্য্যালোচনায় অনুরাগী হয়েন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার নিয়ম নিরূপণ করিয়া তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তিনি পরমেশ্বরানুমত ইন্দ্রিয়-সুখ এক কালে পরিত্যাগ না করিয়া তদপেক্ষা স্থায়ি, বিশুদ্ধ, ও উৎকৃষ্ট জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক সুখেরও আস্বাদনে তৎপর হয়েন, এবং যথা নিয়মে চালনা দ্বারাই মনুষ্যদিগের

সমুদায় শক্তির স্ফূর্ত্তি ও তত্তৎ বিষয়ে সুখোৎপত্তি হয় জানিয়া তাহাতে যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন।

অতএব, যৎ পরিমাণে মনুষ্যের স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎ পরিমাণে তাঁহার সুখ বৃদ্ধির উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুষ্যেরই অতি অসভ্যাবস্থা থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। তিনি প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুবৎ জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদ্রেক হইলে কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তদনন্তর বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাখর্য্য হইলে শিল্প কর্ম্ম ও বিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়েন। এক্ষণকার সভ্য জাতিদিগের এই শেষোক্ত অবস্থা হইয়াছে; এ অবস্থায় লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল। মনের ও শরীরের প্রকৃতি চিরকালই সমান, কিন্তু ঐ ভিন্ন ভিন্ন কালত্রয়বর্ত্তি লোকদিগের বাহ্য বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম অবস্থায় কাম ক্রোধাদির প্রাবল্য হইয়া অতি অপকৃষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে

তাঁহারদের প্রবৃত্তি হয়; দ্বিতীয় অবস্থায় বুদ্ধি-বৃত্তির কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হয় বটে, কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্যান্য নিকৃষ্ট বৃত্তির উপর বুদ্ধির আয়ত্তি না হওয়াতে এক প্রকার অসভ্যাবস্থাই থাকে, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধি বলে অনেকানেক বাহ্য বস্তু তাঁহারদের আয়ত্ত হইয়া ধনাকাঙ্ক্ষা ও মানাকাঙ্ক্ষারই আতিশয্য হয়। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সমস্ত বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য স্থাপন হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই তাঁহার ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগে অধিকার হয় নাই।

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্তিলাভ না হইল, তবে তাঁহার প্রকৃতিই বা কিপ্রকার ও বাহ্য বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগি, ইহার অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বুদ্ধিমান্ গুণবান্ মনুষ্যদিগেরই বা ঐহিক সুখ সম্ভোগের কত উন্নতি হইয়াছে? এক্ষণে তাঁহারা শিল্প-কার্য্য ও বাণিজ্য-কার্য্য

বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহারদিগের সুখের একশেষ হইয়াছে? তাঁহারা কি বংশানুক্রমে এই সমস্ত ব্যাপারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল ইহাতেই লিপ্ত থাকিবেন? সকলেই জানেন, এ অবস্থা মনুষ্যের পূর্ণাবস্থা নহে। তবে কি উপায় করিলে তাঁহার সুখোন্নতি হইবে? কে আমারদিগের ভবিষ্যৎ সুখ-রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিবে? এ সমস্ত প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের এ প্রকার স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার সকল বিষয়েরই ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাকে পৃথিবীর অপরাপর প্রাণি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখের অধিকারি করিয়া এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তিনি স্বীয় যত্নে আপনার প্রকৃতি ও বাহ্য বিষয়ের স্বভাব জ্ঞাত হইবেন, এবং যাহাতে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের পরস্পার সামঞ্জস্য থাকে, ও বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য হয়, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিবেন।

মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ তাঁহার তদনুযায়ি সাংসারিক

নিয়ম সংস্থাপন করা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তিনি যাবৎ আপনার মনোবৃত্তি এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত না হইয়াছিলেন, তাবৎ তাঁহার অন্তঃকরণ বিবেচনানুসারে নিয়োজিত হয় নাই। মনুষ্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থাত্রয়ে সদসৎ বিচার না করিয়া, অর্থাৎ তাহাতে আপনার সমস্ত প্রকৃতির উপযোগিতা বিবেচনা না করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একারণ তাহাতে সুখী হইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে চিরকালই আপনার স্বভাব অজ্ঞাত থাকিবেন, ও তদনুযায়ি সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে অশক্ত রহিবেন, এরূপ বিবেচনা করা কদাপি যুক্তিসিদ্ধ নহে। যখন পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিবেচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তদ্দ্বারা তাঁহার সুখের উপায় স্থির করিবার ভার তাঁহারই উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই অদ্যাপি সে অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে

অসমর্থ রহিয়াছেন, সুতরাং যে অভিপ্রায়ে তাঁহার গুণ ও শক্তি সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তদনুসারে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত হইয়া চলিতেছেন, তখন এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যথার্থ রূপে অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। তখন তিনি কার্য্য কারণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক নিরূপিত নিয়মানুসারে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে আমারদিগের দেশে যত দর্শন শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। বরঞ্চ, অপরাপর অনেক দেশের ন্যায় আমারদিগের দেশেও এই প্র-

সিদ্ধ মত প্রচলিত আছে, যে আদৌ ভূলোক নির্ম্মল জ্ঞান ও পরম সুখের আস্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অজ্ঞান ও দুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে, ও পরে ক্রমশই তাহার আধিক্য হইতে থাকিবেক। এ নিয়মানুসারে চলিলে সুখ-চেষ্টার আর সম্ভাবনা থাকে না, এবং ইউরোপীয় লোকের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহার সহিত এ মতের সঙ্গতি হয় না। অনেকানেক খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরও মতে পৃথিবী প্রথমে পূর্ণ সুখের স্থান ছিল, পরে তাহার নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইয়াছে, এক্ষণে তাহার আর পরিশোধন হইবার উপায় নাই। ইহা হইলে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যত উন্নতি হউক, ও তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম যত অবগত হওয়া যাউক, কিছুতেই মনুষ্যের উন্নতি হইবার আর সম্ভাবনা থাকেনা। কিন্তু ইউরোপীয় তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই মত ক্রমশ অশ্রদ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় জানিতেছেন, যে যৎ পরিমাণে জগতের নিয়ম প্রকাশিত হইবে ও লোকে তদনুযায়ি কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে,

তৎ পরিমাণে তাহারদিগের সুখের বৃদ্ধি, এবং অবস্থা ও স্বরূপের উন্নতি হইবেক। তাঁহারা অবিজ্ঞ লোকদিগের ন্যায় পরমেশ্বরকে লৌকিক ফলাফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না, অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ঐশী শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক কোন সাংসারিক ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিয়োজন করেন, ইহা অঙ্গীকার করেন না। প্রত্যুত, তাঁহারা এ প্রকার বিশ্বাস করেন, যে জগদীশ্বর নিরূপিত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন—ফলাফল বিধান করিতেছেন—সুখ দুঃখ বিতরণ করিতেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না। তিনি জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমারদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যাহাতে আমরা সেই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়া আপনারদিগের জ্ঞান ও সুখের উন্নতি করিতে পারি, তাহারদিগের তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া-

ছেন। অতএব, যখন পরমেশ্বর চেতনাচেতন তাবৎ বস্তুর উপর সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়া সংসার-রাজ্য শাসন করিতেছেন,ও তদ্দ্বারা আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন তাঁহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়। যে কার্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না হয়, তাহা কখনই উচিত কার্য্য নহে। যখন তাঁহার নিয়ম অবগত হইলাম, তখন তাহাতে শ্রদ্ধা করা, অন্যকে তাহা উপদেশ দেওয়া, ও সংসারে যাহাতে তদনুযায়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরের নিয়মের উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা মধ্যে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ নিয়োজিত করা সম্যক্ রূপে বিধেয়।

এদেশে কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই তাদৃশ প্রচার নাই, অতএব এক্ষণে চতুষ্পাঠীতে এরূপ ধর্ম্মোপদেশ হওয়া সম্ভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সমুজ্জ্বলিত ইউরোপ খণ্ড-

র খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরাই বা কোন্ আপনার-দিগের বিদ্যালয়ে এ বিষয়ের উপদেশ করিয়া থাকেন? বরঞ্চ, কেহ অনুরোধ করিলে তাহার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া কটূক্তি করেন, ও নাস্তিকতা অপবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যৎকালে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন মনের নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্ট রূপে আলোচিত হয় নাই; ইহ লোকে কি নিয়মে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, ভোগাভোগের বিধান হইতেছে, সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তন হইতেছে, এসমস্ত বিষয় তৎকালের লোকের গোচর হয় নাই, সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে সংসার পালন করিতেছেন, শাস্ত্রকারেরা তাহার সহিত স্বপ্রকাশিত শাস্ত্রের ঐক্য রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিত সংসারের সুখ-দুঃখ-বিষয়ক সুনিয়ম নিরূপণে অপারগ হইয়া এককালে এমত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, যে এ সংসারের কোন সুশৃঙ্খলাই নাই, কেহ বা তাহা মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও কোন কোন খ্রীষ্টান সম্প্রদায় জগতের নি-

শৃঙ্খলা স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহার উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান করেন না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আদরও করেন না। তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র ও লৌকিক জ্ঞান কেবল কৌতূহল-জনক ও ধনাগমের উপায় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে সাংসারিক ব্যবহার কালে আপন স্বভাব ও প্রাকৃতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবগত আছে তদনুযায়ি কার্য্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন পুণ্য-বল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। বৃষ্টি না হইলে কৃষিকার্য্যের নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে জল সেচন করে, অন্ন সংস্থান না থাকিলে সাংসারিক নিয়মানুসারে কায়িক পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করে, এবং রোগ হইলে শারীরিক নিয়মানুযায়ি চিকিৎসার্থে চিকিৎসক বিশেষকে আহ্বান করে। অতএব যখন এতাদৃশ নিয়ম পালনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদিষ্ট না হইয়াও লোক তদবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত বাহ্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে

সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করা ও তদনুযায়ি ব্যবহার করা কি পর্যন্ত শুভজনক তাহা বলিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে, যে এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমারদিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, বীর্য্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার— বলিতে কি সম্যক্ রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

জগদীশ্বর বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সুচারু সুখাবহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার অব্যবহিত কাল পরেই দুঃখের সঞ্চার হয়। একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্ব্বার তদ্রূপ নিষিদ্ধ কার্য্য না করি এই অভিপ্রায়েই তিনি তাহাতে দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিয়ম সংস্থাপনার সময়েই তাহার ফলাফল এক কালে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা করা কাহারও সাধ্য নহে। দেখ, ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি, অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা না

হইতে হইতেই স্ত্রী-সহযোগ, জগতের ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক সুনিপুণ রূপে শিল্পাদি শাস্ত্র শিক্ষা না করা, স্ত্রীদিগের মূর্খতা ও পুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম বিষয়ে উত্তমরূপ উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়া, এই সমস্ত কারণে আমারদিগের দেশীয় লোকের যে প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিতে হইলে অনর্গল অশ্রুপাত হয়। পরমেশ্বর আমারদিগের হিতার্থেই দুঃখ যোজনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা আপনার দোষে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য না করিয়া দুঃখই ভোগ করিতেছি। এখনও আমারদিগের বোধোদয় হইলে, তাঁহার করুণা গুণে এই দুঃখ রূপ কণ্টকি বৃক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। যাঁহারদিগের ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা আছে, ও ঈশ্বরেতে প্রীতি আছে; তাঁহারা যাহাকে সেই সর্ব্ব-সেবনীয় পরমেশ্বরের নিয়ম বলিয়া জানিলেন, তাহা প্রতিপালন করিতে যত্ন না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈধাবৈধ কর্ম্মের উপদেশের আবশ্যকতা বোধ করেন, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার

নিয়ম অভ্যাসে ও তদনুযায়ি ব্যবহারে একান্ত যত্ন না করা কি তাঁহারদিগের উচিত? যদি বল, এ সমস্ত বিবরণ ঐহিক ভোগাভোগের বিষয়েই লিখিত হইল। যাঁহারা ঐহিক ভোগ কামনা না করেন,তাঁহারদের এত নিয়মানিয়ম বিচারে আবশ্যক কি? কিন্তু ইহা বিবেচনা করা উচিত,যে তাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। আর ইহাও জ্ঞাত থাকা আবশ্যক, যে যাঁহার মানসিক প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট,তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে তত সমর্থ। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তি ব্রহ্ম-স্বরূপের জ্ঞান লাভে যে প্রকার সমর্থ হয়, মূর্খ ব্যক্তি সে প্রকার কখনই হয় না। যাহার প্রবল ভক্তিভাব আছে, সে ব্যক্তি যেরূপ ভক্তি বিষয়ক উপদেশ আশু গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের প্রগাঢ় প্রেমে মগ্ন হয়, অন্য ব্যক্তি তদ্রূপ কখনই হয় না। যাহার অত্যন্ত দয়া-স্বভাব, দয়া বিষয়ক উপদেশ তাহার যেরূপ হৃদয়ঙ্গম হয়, ও তদনুষ্ঠানে তাহার যাদৃশ অনুরাগ জন্মে, অন্য ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হয় না। পরন্তু আমারদিগের এই সমস্ত ধর্ম্ম বিষয়ক স্বভাবের উন্নতি নি-

মিত্ত কতক গুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তদ্ব্যতিরেকে ধর্ম্মোপদেশের পূর্ণ ফল উৎপন্ন হওয়া কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে। যদি কেহ স্বভাবতঃ উপদেশ গ্রহণে সমর্থ না হয়, তথাপি কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের উৎকর্ষ হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক নহে। যদি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, অস্বাস্থ্যদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, কুস্থানে বাস, দীর্ঘকাল-ব্যাপী ক্লান্তিকর পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে অন্তঃকরণের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিস্তেজ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধাদি উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-কণ্টক ছেদনার্থ তদ্বিষয়ক কার্য্য কারণ নিরূপণ করা উপেক্ষার বিষয় নহে।

কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা কোন কালে এসকল অভিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তদনুযায়ি অনুষ্ঠানও করেন নাই, অতএব তাঁহারা প্রাণপণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করাতে স্ব বাঞ্ছা-

নুসারে লোকের ধর্ম্মোন্নতি ও সুখোন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান-শাস্ত্র দ্বারা এই সমুদায় মত নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব বিশ্বের নিয়ম আলোচনা ও তৎ প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচনা কর, বিচার কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে এ বাক্যে অবশ্যই বিশ্বাস হইবে। তখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জানিয়া তাহার নিয়ম প্রতিপালনে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিবে।

# প্রথমাধ্যায়

## প্রাকৃতিক নিয়ম

জগতের নিয়ম বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নিয়মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সংসারের তাবৎ বস্তুর তাবৎ কার্য্যই বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট রীত্যনুসারে সংঘটিত হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধ্ব গামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জন্মিয়া পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করে। এস্থলে জল ও তেজ এই উভয় পদার্থের কার্য্য বাষ্প অথবা মেঘ। এই কার্য্য জগতের নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ জল ও তেজের যাদৃশ প্রকৃতি, এবং উভয়ের যাদৃশ পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, তাহাতে ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার ঘটনা ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে

পারে না। জল ও তেজের যে অবস্থায় ঐ কার্য্য একবার ঘটিয়াছে, পুনর্ব্বার তাহারদের সে অবস্থা ঘটিলে অবশ্যই সে কার্য্য ঘটিবে, এই যে নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে ইহাকেই নিয়ম বলা যায়। জগতের সমস্ত নিয়ম তদন্তর্গত বস্তু সমুদায়ের প্রকৃতি-মূলক, এ প্রযুক্ত ঐ নিয়মকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। নিয়ম থাকিলে অবশ্যই তাহার আশ্রয় স্বরূপ বস্তু বিশেষ থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে জল ও তেজ এই পদার্থ দ্বয় মেঘোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের আশ্রয়। এইরূপে কোন না কোন বস্তু জগতের এক এক নিয়মের আশ্রয়।

জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, মনুষ্যদিগকে তাহার তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ি কার্য্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি-শক্তিতে জগতের নিয়ম অবগত হইতে পারেন, এবং অবগত হইলে পরে ঐ নিয়ম তাঁহারদিগের কর্ম্মের নিয়ম হয়। আমারদিগের শারীরিক প্রকৃতির সহিত অগ্নি ও পূতিগন্ধিক পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট

আছে, তদনুসারে, অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে বল-হানি হয়, এবং দুর্গন্ধ-ময় স্থানে বাস করিলে পীড়া জন্মে। মনুষ্যের এনিয়ম রহিত অথবা পরিবর্ত্তিত করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু যখন তিনি এ নিয়ম জানিতে পারেন, এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে কি অনিষ্ট হয় তাহাও জ্ঞাত হন, তখন তাঁহার দুঃখোৎপত্তি বা দেহ-ভঙ্গের আশঙ্কায় স্বভাবতই এই নিয়ম রক্ষায় যত্ন হয়, এবং তাহা হইলে পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে কার্য্য বিশেষে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হয়।

কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য, এই বিষয়ে উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর কার্য্য বিশেষে সুখ বা দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ নিশ্চয় জানা উচিত, ঐ দুঃখ-জনক কার্য্য মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিয়মানুগত কার্য্য নহে। অতএব জগদীশ্বরের এই রূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া, আর মহাভীষণ নাদে আজ্ঞা প্রকাশ করা, উভয়ই তুল্য। যদি তিনি মনুষ্যের ন্যায় শরীরী হইতেন, আর আমার-

দিগকে সমক্ষে দণ্ডায়মান করিয়া ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গ প্রদর্শন পূর্ব্বক ঘনঘোর গভীর নাদে অনুচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের নিষেধ করিতেন,এবং কহিতেন, এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে যাতনার আর সীমা থাকিবেক না, তবে তাঁহার অনিবার্য্য অনুমতি শ্রবণ করিয়া যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত হইত, তাঁহার নিয়ম জানিয়া একান্ত চিত্তে তদনুযায়ি আচরণ করাও সেই রূপ আবশ্যক। তাহা না করিলেই দুঃখ। বরং নিয়ম ভঙ্গের ফল অবিলম্বে অনুভূত হইলে বাচনিক উপদেশ অপেক্ষাও তাহা দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্তে ক্লেশের উৎপত্তি করিয়াছেন—অধিক দুঃখ ঘটনার নিরাকরণ নিমিত্ত অল্প দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন—অকাল মৃত্যু নিবারণার্থে শারীরিক ক্লেশের সৃজন করিয়াছেন। একবার কোন কর্ম্ম-দোষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ জানিয়া বারান্তর তদ্রূপ কর্ম্ম না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি নিয়ম-ভঙ্গকে দুঃখ-জনক করিয়াছেন। যদি সে দুঃখানুভব আমারদিগের উপকারের কারণ না হইত, তবে নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও আমারদিগকে দুঃখ

প্রদান করিতেন না। তিনি যেমন রাজা স্বরূপ হইয়া শুভকর নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদ্রূপ পরম কারুণিক আচার্য্য স্বরূপ হইয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সংসারে যত দুঃখ আছে, সমস্তই পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। অতএব কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনে কোন্ দুঃখের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার বিবেচনা ও প্রতীকার করা, অর্থাৎ বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-প্রণালীর তত্ত্ব জানিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

জগতের তাবৎ বস্তুর এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, তদনুসারে তাহার কার্য্য প্রকাশ পায়। প্রাণিগণ ও অপরাপর সমুদায় বস্তু পরস্পর স্বতন্ত্র ও অসম্বন্ধ বিবেচনা করিলেও তাহারদের যত প্রকার কার্য্য-শক্তি আছে, বিশ্বেরও তত প্রকার নিয়ম আছে বলিতে হইবে; যেহেতু কার্য্যেরই এক এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট রীতির নাম নিয়ম। কিন্তু প্রাণিগণ ও অন্যান্য বস্তু সকলের পরস্পর বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তৎ সম্বন্ধানুসারে তাহাদের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়; যথা শুষ্ক

তৃণ অগ্নি দ্বারা যেরূপ দগ্ধ হয়, জল-সিক্ত তৃণ তদ্রূপ কখনই হয় না; কারণ এস্থলে জলের দ্বারা অগ্নির কার্য্যের বৈলক্ষণ্য হয়। অতএব ভিন্ন ভিন্ন প্রাণি ও বস্তু সমুদায়ের পরস্পর যত সম্বন্ধ আছে, জগতেরও তত নিয়ম আছে। যৎ পরিমাণে এই সমস্ত নিয়মের তত্ত্ব জানা যাইবে, তৎ পরিমাণে তন্নিষ্পন্ন ব্যবহারিক নিয়ম সকলও সুনির্দ্দিষ্ট ও সুখ-জনক হইবে।

কিন্তু কোন কালে যে এই সমুদায় নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তৎ সম্পাদন নিমিত্ত বুদ্ধি চালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহা এক্ষণে মনেও কল্পনা করা যায় না। যদ্যপি কখনও কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ স্বীয় বাহুবলে সসাগরা পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিয়া কহিতে পারেন, যে আমার জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিবার আর অন্য স্থান নাই, তথাপি বিদ্যার্থী ব্যক্তি কখনও কহিতে পারিবেন না, যে আমার শিক্ষা করিবার আর অন্য বিষয় নাই। সমুদায় নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া অনন্ত কালের কার্য্য! অতএব তন্মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যক নিয়মের বিবরণ করা যাইতেছে।

জগতের তিন প্রকার নিয়ম; যথা ভৌতিক, শারীরিক, ও মানসিক।

প্রথমতঃ—জল, বায়ু, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, মৃত্তিকাদি অচেতন পদার্থের নাম ভৌতিক পদার্থ। যে নিয়মে তৎ সমুদায়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম ভৌতিক নিয়ম। অগ্নিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে নৌকা মগ্ন হয়, চূর্ণেতে হরিদ্রা দিলে রক্ত বর্ণ হয়, হস্ত হইতে প্রস্তর-খণ্ড স্খলিত হইলে ভূমিতলে পতিত হয়, ইত্যাদি জড়-পদার্থ ঘটিত কার্য্য বিবিধ প্রকার ভৌতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ—যে নিয়মে শরীর সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম শারীরিক নিয়ম। শরীরি বস্তুর এই প্রকার স্বভাব, যে শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে; এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস, ও ভঙ্গ হয়। প্রস্তর কদাপি প্রস্তরান্তর হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রমানুসারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া নষ্টও হয় না। কিন্তু মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি উদ্ভিজ্জেতে ইহার সমস্ত

লক্ষণই দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ, যে নিয়মানুসারে জন্তু ও উদ্ভিজ্জের এই সমস্ত অবস্থার সংঘটনা হয়, তাহারই নাম শারীরিক নিয়ম। তন্মধ্যে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করাই এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ—যে সকল জীব বুদ্ধি-জীবি, যাহারদিগের কেবল আপন সত্তা মাত্রেরও বোধ আছে, তৎ সমুদায়ই মানসিক নিয়মের অধীন। তাহারদিগের দুই প্রধান শ্রেণী; মনুষ্য এবং ইতর জন্তু। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এই তিন প্রকার বৃত্তি আছে, আর ইতর জন্তুদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু দয়াদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধিজীবি জীবদিগের মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার নিরূপিত সম্বন্ধ আছে। রসনেন্দ্রিয় সুস্থ থাকিলে ইক্ষু রসের স্বাদ কদাপি তিক্ত বোধ হয় না, ও নিম্ব পত্রের স্বাদও কখন মিষ্ট জ্ঞান হয় না। চক্ষু ও কর্ণ প্রকৃতিস্থ থাকিলে চম্পক পুষ্প কদাপি শ্বেতবর্ণ দেখায় না, ও বংশী-ধ্বনিও কর্কশ শুনায় না। তদ্রূপ; আমারদিগের ন্যায়প-

রতা ও উপচিকীর্ষা বৃত্তির বৈলক্ষণ্য না হইলে প্রতারণা ও মনুষ্য-বধে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় না। এই রূপ, আমারদিগের সমস্ত মানসিক শক্তি স্বস্ব প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধানুসারে স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে নিয়মে তত্তৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার কতক গুলি অতি উপাদেয় গুণ প্রতীত হয়। যথা

প্রথমতঃ—সমুদায় নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা নিরাকৃত হয় না, এবং এক নিয়ম ভঙ্গের দুঃখ কদাপি অন্য নিয়ম পালন দ্বারা খণ্ডিত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বর রোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি শোক ও মনস্তাপ দূর হয় না। যদি কোন ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক হন, আর আপনার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সাংঘাতিক বিষ পান করেন, তবে তিনি শারীরিক নিয়ম ভঞ্জন করাতে অবশ্যই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইবেন। তখন

তাঁহার সঞ্চিত পুণ্যবলে দেহ ভঙ্গের নিবারণ হইবে না, কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতন্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের অধীন নহে। যদি কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, মিত্রদ্রোহী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতী হয়, তথাপি সে যথা নিয়মে পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়ামাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবেক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ঐ সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন —যথা নিয়মে বিহিত কালে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন, অনতিশয় শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, সুনির্ম্মল বায়ু সেবন, দুর্গন্ধ-দ্রব্য-শূন্য স্থানে বাস, কামরিপু সংযম ইত্যাদি নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, সুশীল, শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান্ হইলেও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া শয্যায় লুণ্ঠমান থাকেন। যদি কেহ কৃষি-কর্ম্মে ও বাণিজ্য-ব্যাপারে বিশিষ্ট রূপে পারদর্শী হইয়া যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক তাহা নির্ব্বাহ করে, ও পরিমিত-ব্যয়ী হয়, তবে সে ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হইলেও বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে

পারে। যদি কোন ব্যক্তি বিষয় কর্ম্মে অনৈপুণ্য প্রযুক্ত ধনোপার্জনে অক্ষম হন, এবং তন্নিমিত্ত কায়-ক্লেশে যথা কালে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন, তথাপি তিনি যদি ধর্ম্ম-পথাবলম্বী থাকেন—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদুপদেশক ও ঈশ্বর-পরায়ণ হয়েন, তবে ঐ সকল যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন করাতে প্রফুল্ল ও প্রসন্ন চিত্তে কাল যাপন করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম পালনের পৃথক্ পৃথক্ সুখ, ও পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম লঙ্ঘনের পৃথক্ পৃথক্ দুঃখ; ইহা পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ সমুদায় দ্বারাই এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। নাবিকেরা বায়ু জলাদির স্বভাব জানিয়া ভৌতিক নিয়মানুসারে সুন্দর রূপে নৌকা চালনা করিলে নিরুদ্বেগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তাহার অন্যথা হইলে জলমগ্ন হইয়া অব্যাজে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে। এইরূপে, যিনি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করেন, তিনি শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করেন, এবং যিনি তাহা লঙ্ঘন করেন, তিনি রোগাক্রান্ত

হইয়া বল-হীন ও বীর্য্য-হীন হয়েন। যিনি ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া সদাচারে ও সদ্ব্যবহারে রত থাকেন, চন্দ্রালোক-তুল্য সুনির্ম্মল আনন্দ-জ্যোতি তাঁহার চিত্তোপরি বিকীর্ণ থাকে, এবং লোকে তাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসে ও সমাদর করে। আর তাহার বিপর্য্যয় করিলে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া আন্তরিক গ্লানিযুক্ত, লোকের অপ্রিয়, ও রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদ্বিষয়ক সুখ প্রদান করেন, এবং যে যদ্বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহার প্রতি তদ্বিষয়ক দুঃখ বিধান করেন। সঙ্ক্ষেপে কহিতে হইলে এই কথা বলিতে হয়, যে যাহা চায়, পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন।

তৃতীয়তঃ—প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অ-পরিবর্ত্তনীয় ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্ব সময়েই সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। বাঙ্গলা দেশেই হউক, বা সিংহল দ্বীপেই হউক, সর্ব্ব স্থানেই অপরিমিত ভোজন করিলে শরীরের অসুখ বোধ হয়, ও রোগ জন্মে। যথা নিয়মে ব্যায়াম করিলে হিন্দু-

স্থানের লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আর অন্য দেশীয় লোকে হয় না, এমত কখন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দোষ দ্বারা কেবল বাঙ্গালিরই বল-হানি ও বীর্য্য-হানি হয়, আর শিখ ও ইংরাজদিগের সে শাস্তি হয় না, এমত কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি দোষ-শূন্য শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন রোগের জ্বালায় জ্বালাতন ও মৃত-কল্প হইয়া কাল হরণ করে, ইহা কোন স্থানে কোন কালেই ঘটে না। প্রত্যুত, যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অহিতকারি দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্গন্ধ স্থানের বায়ু সেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্য প্রভৃতি নানা প্রকার অহিতাচরণ করিয়া ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে, সে ব্যক্তি যে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ হইয়া সদা সুস্থ থাকে, ইহারও দৃষ্টান্ত কি পঞ্জাব, কি কাবুল, কি চীন, কি আমেরিকা কুত্রাপি কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে

ব্যক্তি রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অনবরতই পাপ পঙ্কে মগ্ন আছে, সে যে শান্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য নির্ম্মল আনন্দ নীরে অবগাহন করে, ও শুদ্ধ-চিত্ত-ব্যক্তিদিগের আদরণীয় ও প্রিয় পাত্র হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কি কাশী, কি মক্কা, কোথাও দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ—যদিও সকল প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর স্বতন্ত্র; কিন্তু তাহারা পরস্পর সহকারি বটে। তাহারদের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, যে এক প্রকার নিয়ম পালন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের সুবিধা হয়, এবং এক প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটে। প্রথমতঃ—ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্বিষয়ক অনিষ্ট ঘটনা হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত জন্মে। এই প্রকার ভৌতিক নিয়ম আছে, যে জড় বস্তু উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে ভগ্ন বা আহত হয়। তৎ প্রতিপালনে সাবধান না হওয়াতে অকস্মাৎ অট্টালিকার ছাদ হইতে পতিত হইয়া যদি কোন ব্যক্তির হস্ত পদাদি ভগ্ন হয়,

তবে তদ্দ্বারা তাহার শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম-প্রণালীর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। তাহাতে তাহার শরীর অপটু হইয়া রোগাস্পদ হইতে পারে, এবং মস্তকস্থ মস্তিষ্ক রাশি আহত হইয়া মানসিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—সম্যক্ রূপে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হইলে শরীর সবল ও মন স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট হয়, এবং তদ্দ্বারা ভৌতিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালনে সমধিক সমর্থ হওয়া যায়। সুস্থ-কায় ব্যক্তি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আঘাত প্রাপ্ত হইলে তাহার আশু প্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু অসুস্থ-কায় ব্যক্তি তদ্রূপ আহত হইলে অনায়াসে আরোগ্য লাভ হওয়া অতি কঠিন। শরীর সুস্থ না থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তি সতেজ থাকে না, এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিও স্ফূর্ত্তি পায় না; সুতরাং বিদ্যানুশীলন বা ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থ প্রগাঢ় পরিশ্রম পূর্ব্বক তত্তদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ রূপে সমর্থ হওয়া যায় না। তৃতীয়তঃ—মানসিক নিয়ম বিষয়েও এই প্রকার প্রণালী। সমু-

কাশ করিয়াছেন। সমুদায় নিয়ম পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়াও পরস্পর মিলিত হইয়া আমারদিগের শুভ সাধন করিতেছে।

পঞ্চমতঃ—মানব প্রকৃতির সহিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের ঐক্য আছে। আমারদিগের বুদ্ধি-সাধ্যানুসারে উত্তম রূপে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উত্তম রূপে চালনা করিলে যদি তাহা না ভাসিয়া জলমগ্ন হইত, তবে আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত তাহার ঐক্য থাকিত না। কিন্তু যখন মগ্ন না হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে, তখন এ নিয়মের সহিত আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিতে হইবেক। যদি মদিরা-মত্ত ও ব্যভিচারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্ব স্ব দোষের আতিশয্য দ্বারা শারীরিক সুস্থতা ও সুখ বৃদ্ধি হইত, তবে তাহার সহিত আমারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়মের ঐক্য থাকিত না। কিন্তু জগদীশ্বর তাহা না করিয়া উভয় প্রকার নিয়মের পরস্পর ঐক্য রাখিয়াছেন। আমারদিগের দয়াদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি থাকাতে ভূমণ্ডলের দুঃখ হ্রাস ও সুখবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয়। জগতের ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের সহিতও তাহার ঐক্য দেখিতেছি,

কারণ ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলেই দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ প্রাপ্তি হয়। যাবতীয় দুঃখ সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু তাহাও পরমেশ্বর এই অভিপ্রায়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে আমরা একবার নিয়ম লঙ্ঘনের দুঃখময় ফল অবগত হইয়া যাহাতে তদ্রূপ বিরুদ্ধ কর্ম্ম পুনর্ব্বার না হয়, তাহার চেষ্টা করি। যদি প্রবল ঝটিকার সময় কোন বেগবতী নদীর ভয়ানক তরঙ্গোপরি নৌকা বাহন করা যায়, আর তাহা জল মগ্ন হয়, তবে তাহা দেখিয়া লোকের নৌকা-বাহন-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। পরিমিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম না করিলে যে রোগ জন্মে, তাহাও পরমেশ্বর এই আশয়ে নিয়োজন করিয়াছেন, যে তদ্দৃষ্টে আমরা সাবধান হইয়া শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইব, এবং তদ্দ্বারা শারীরিক পীড়া ও অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিব। ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম ভঞ্জন করিলে যে মনে মনে ঘৃণা, গ্লানি, অসন্তোষ, ও বিরক্তি বোধ হয়, তদ্দ্বারা পরমেশ্বর এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন,

যে আমরা ঐ নিয়ম ভঙ্গের দুঃখময় ফল জ্ঞাত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আত্ম প্রসাদ ও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করি।

যখন কোন প্রাকৃতিক নিয়মের এ প্রকার লঙ্ঘন হয়, যে তাহার প্রতীকারের আর সম্ভাবনা থাকে না, তখন মৃত্যু আসিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করে। যদি কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে কোন নৌকা সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের তীর প্রাপ্তির উপায় না থাকে, তবে তাহারদিগের তদবস্থায় চিরকাল জীবিত থাকা যে কি প্রকার যাতনার বিষয়, তাহা চিন্তা করিলেও হৃৎকম্প হয়। কিন্তু পরমেশ্বর-প্রসাদে তৎকালে মৃত্যু অমৃত স্বরূপ হইয়া তাহারদিগের যন্ত্রণানল এককালে নির্ব্বাণ করে। যদি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা কোন যুবা পুরুষের পাকস্থলী ও হৃদয়াদি মর্ম্ম স্থান নষ্ট হয়, তবে তৎকালে মৃত্যুই শ্রেয়; কারণ হৃদয়াদি ব্যতিরেকে চিরকাল জীবিত থাকিতে হইলে যে প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণার সম্ভাবনা, তাহা মনে করাও যন্ত্রণা। অতএব পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বর এস্থলে তাঁহাকে ইহ লোক হইতে

অবসর করিয়া তাঁহার যন্ত্রণার শেষ করেন। এস্থলে মৃত্যুও পরম হিতকারী বন্ধু। সমুদায় সংসার জগদীশ্বরের এক অচিন্তনীয় অনির্ব্বচনীয় কৌশল-সম্পন্ন মহান্ যন্ত্র; বিশ্বাধিপতি বিশ্ব-যন্ত্রারূঢ় জীবদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন নিমিত্ত নানা প্রকার শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং সমুদায় নিয়মের সমুদায় কৌশলই সংসারের মঙ্গলাভিপ্রায়ে কল্পনা করিয়াছেন। আপাততঃ যাহা অশুভ জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাই পরম শুভকর বলিয়া নিশ্চয় হয়। যদি কোথাও দেখি, দুই বলিষ্ঠ পুরুষ এক দুর্ব্বল বালকের হস্ত পদ ধৃত করিয়া রহিয়াছে, আর এক জন এক খান তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া তাহার ঊরুদেশে প্রবেশ করাইতেছে, এবং তাহাতে অনর্গল রক্ত নিঃসৃত হইতেছে, ও সেই বালক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে,— যদি অকস্মাৎ এ প্রকার দৃষ্টি করি, আর ঐ কর্ম্মের অভিসন্ধি ও ফলাফল বিবেচনা না করি, তবে ঐ তিন ব্যক্তিকেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্ব্বৃত্ত নরাধম বলিয়া অবশ্যই নিন্দা করি তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু পরে যদি শুনি, ঐ

তাহাই দুর্গন্ধ ও পীড়াদায়ক। কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারে, যে সুখ ও দুঃখ কিছুই তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তিনি কার্য্য গতিকে যে বস্তুর যেমন স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, সেই রূপই রাখিয়াছেন। ইহা হইলে জগতের সকল নিয়ম এক প্রকার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না, কোন নিয়ম বা সংসারের শুভদায়ক হইত, কোন নিয়ম বা অশুভদায়ক হইত। কিন্তু জগতের যত নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটিও অশুভদায়ক নহে। নিয়ম লঙ্ঘনেতেই সকল দুঃখ ঘটে, কিন্তু তজ্জন্য বিশ্বনিয়ন্তাকে মঙ্গল স্বরূপ ব্যতিরেকে কদাপি অমঙ্গল স্বরূপ বলা যায় না। কলম কর্ত্তন করিতে অঙ্গুলি ছেদন হইলে কেহ এমত কথা বলে না, যে কর্ম্মকার অঙ্গুলি-ছেদনের নিমিত্ত ছুরিকা প্রস্তুত করিয়াছে। সেই রূপ লোকের দন্তশূল ও শিরঃপীড়া হয় বলিয়া কেহ এরূপ নিশ্চয় করে না, যে পরমেশ্বর মনুষ্য গণকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত দন্ত ও মস্তকের সৃষ্টি করিয়াছেন। দন্ত ও মস্তকের যে হিতজনক প্রয়োজন তাহা প্রসিদ্ধই আছে, কেবল শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ হইলেই তাহার বৈলক্ষণ্য হয়।

মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় নিয়মই আমারদের সুখদায়ক করিয়াছেন, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যাবৎ দুঃখ ঘটে, তাহাও আমারদিগকে নিয়মানুগামি করিবার নিমিত্তেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সে দুঃখও মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলই মঙ্গল কৌশল, এবং অন্তে আমারদিগের মঙ্গল হয় ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিয়মানুযায়ি কার্য্য করাই আমারদিগের পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখের নিদান।

# দ্বিতীয়াধ্যায়

## মনুষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ।

জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

### মনুষ্যের ভৌতিক প্রকৃতি।

অস্থি, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মস্তিষ্ক প্রভৃতি যে যে বস্তু দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎ সমুদায়ই ভৌতিক পদার্থ দ্বারা রচিত ও ভৌতিক নিয়মের অধীন। অপরাপর জড় পদার্থের ন্যায় শরীরও উচ্চ ভূমি হইতে পতিত হইলে আহত হয়, এবং অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। অতএব মনুষ্যের সুখ দুঃখ জগতের ভৌতিক নিয়মের উপর কত নির্ভর

করে, তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ ভৌতিক পদার্থ সমুদায়ের কার্য্য দেখিয়া ভৌতিক নিয়ম নিরূপণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ শরীরের কি প্রকার গঠন, ও কি প্রকার নিয়মে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে হয়; তৃতীয়তঃ তাহার সহিত ভৌতিক নিয়মের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহারও নির্দ্দেশ করিতে হয়। এ সমুদায় সম্পন্ন হইলে, আমরা ভৌতিক নিয়মানুযায়ি কার্য্য করিয়া তদ্দ্বারা কত উপকৃত হইতে পারি তাহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়; এবং ভৌতিক পদার্থের অনিবার্য্য শক্তি দ্বারাই বা আমারদিগের কত দুঃখ হয়, আর অজ্ঞান প্রযুক্তই বা কত ক্লেশের উৎপত্তি হয়, তাহাও নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ করা যাইবেক, সম্প্রতি ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে যথা নিয়মে ভৌতিক পদার্থের নিয়োগ করিতে না পারিলেই দুঃখোৎপত্তি হয়। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে। তদ্দ্বারা লোকের অন্ন পাক, অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ, বাষ্প-যন্ত্রের কার্য্য সম্পাদন, ইত্যাকার সহস্র সহস্র প্রকার উপকার দর্শিতে-

ছে। তবে যে অগ্নি দ্বারা কাহারও গৃহ দাহ হইয়া সর্ব্বনাশ, বা শরীর দগ্ধ হইয়া প্রাণ সংহার, অথবা অন্য প্রকার অশুভ ঘটনা হয়, তাহা অসাবধানতা প্রযুক্তই হইয়া থাকে। বল ও বুদ্ধি চালনা দ্বারা ঐ সমস্ত বিপদের নিবারণ হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই প্রকার যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা ধ্রুব জ্ঞান হইবে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখাভি-প্রায়েই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা যে দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহা প্রায়ই আমারদিগের নিয়ম প্রতিপালনে ত্রুটি প্রযুক্তই হইয়া থাকে। যদি আমরা বিশ্ব-সম্রাটের সমুদায় ভৌতিক ও অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হই, তবে ভূলোক পরম সুখাস্পদ স্বর্গলোক হইয়া উঠে।

### মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি।

মনুষ্য শরীরী জীব, সুতরাং শারীরিক নিয়মের অধীন। পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, যে শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়।

আপন স্বভাবানুযায়ী উৎকৃষ্ট-গুণান্বিত পরিমিত রূপ জল, বায়ু, জ্যোতি, ও খাদ্য সামগ্রী, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আজন্ম মরণান্ত নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে দেহের শক্তি ও মনের বৃত্তি সমুদায় সতেজ হয়, শরীরের সুস্থতা বোধে চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে। রোগ, যন্ত্রণা ও অকাল-মৃত্যু এ সমুদায় ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। বক্ষ্যমাণ উদাহরণ দ্বারা এ বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পূর্ব্বে আয়র্লণ্ড দ্বীপের এক সাধারণ সূতিকাগারে উত্তম বায়ু সঞ্চারের উপায় ছিল না, এপ্রযুক্ত তথায় যত সন্তান জন্মিত, ভূমিষ্ঠ হইবার পর নয় দিনের মধ্যে তাহার ষষ্ঠ অংশের মৃত্যু হইত। পরে অধ্যক্ষেরা তথায় উপাদেয় বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিয়া দিলে,উক্ত কালের মধ্যে কেবল বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র কাল প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ। শরীরের সমুদায় অঙ্গ যথা নিয়মে চালনা করা আবশ্যক। এ নিয়ম প্রতি পালন করিলে শরীর স্বচ্ছন্দে থাকে,অঙ্গ চালনার সম-

য়েই দেহের স্ফূর্ত্তি হয়, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকার উপকার উদ্ভাবিত হয়; আর তাহা লঙ্ঘন করিলে শরীরের সুস্থতা ভঙ্গ, গ্লানি বোধ, এবং সর্ব্বদা অসুখ ও ক্লেশ ঘটনা হয়, সুতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় নিস্তেজ হইতে থাকে।

বাঙ্গলা দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদাহরণ-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এ দেশের লোক কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইল? কি নিমিত্ত ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীন হইয়া এ প্রকার হেয় হইল? কি নিমিত্ত এমত দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই, যে তাহারা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এই সকল নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া এ প্রকার দুরবস্থান্বিত হইয়াছে।

জগদীশ্বর মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জন্তুকে বিবেক-শক্তি প্রদান করেন নাই, কিন্তু তৎ পরিবর্ত্তে বাহ্য বস্তুর সহিত তাহারদের প্রকৃতির এ প্রকার সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, যে তাহারদের তৃণাদি ভোজ্য বস্তু সমুদায় বিনা যত্নে উৎপন্ন হয়—বসুমতী আপনা হইতে

অনবরতই তাহারদের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন। সেই রূপ, পরমেশ্বর তাহারদের গাত্রাচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিবার কৌশল-জ্ঞান প্রদান করেন নাই, কিন্তু তদ্বিনিময়ে পক্ষ লোমাদি দ্বারা তাহারদের শরীর আবৃত ও সুশোভিত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর যখন পশু, পক্ষি, পতঙ্গাদির বিষয়ে এইরূপ অচিন্ত্য জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের বিষয়েও এরূপ করিতে পারিতেন, যে তাঁহার শস্য ফলাদি সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য বিনা আয়াসে আপনা হইতেই উৎপন্ন হইত, এবং তাঁহার গাত্রাচ্ছাদনও স্বভাবতই তাঁহার শরীরে জন্মিতে পারিত। কিন্তু জগদীশ্বর আমারদিগের হিতাভিপ্রায়েই তাহা করেন নাই। তাঁহার এই অখণ্ডনীয় অনুমতি আছে, যে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য ছেদন ও বস্ত্র বয়নাদি ব্যতিরেকে কখনই লোক যাত্রা নির্ব্বাহ হইবেক না। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন আমারদিগকে অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র প্রদান করেন নাই, তেমন তৎ সমুদায় সম্পাদনার্থে আমারদিগকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়

প্রদান করিয়াছেন, আর তিনি যেমন মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগি উর্ব্বরা ভূমি সমুদায়ও চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, ও বহু-গুণোৎপাদক বীজ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে রচনা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও বিবিধ প্রকার বস্ত্র-বয়নোপযোগি দ্রব্যের সৃজন করিয়াছেন, আমরা বুদ্ধি-বলে তদ্দ্বারা উত্তমোত্তম বিচিত্র বসন প্রস্তুত করিয়া শীত নিবারণ ও শোভা বর্দ্ধন করিতে পারি। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদিগকে অযত্ন-সম্ভূত অন্ন বস্ত্র না দিয়াও সকলি দিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ পশুদিগকে মনুষ্যের অপেক্ষা সুখি ও ভাগ্যধর বোধ হয়, কিন্তু সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক মনুষ্যের স্বভাব ও বাহ্য বস্তুতে তাহার উপযোগিতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হইবে, যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। অন্ন বস্ত্র আহরণের নিমিত্ত তাঁহাকে যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতেই তাঁহার এমত মহত্ত্ব হইয়াছে। জগদীশ্বর লোকের অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজনের সহিত ভূমির উৎপা-

দকতা গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই সকল লোকের আহার, ব্যবহার ও সুখ-সম্ভোগোপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এক জন ইউরোপায় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে যদি প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিদিন দশ দণ্ড মাত্র কর্ম্ম বিশেষে নিযুক্ত থাকে, তবে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগি সমুদয় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহা হইলে দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত হয়; অবশিষ্ট ৫০ দণ্ড কেবল অবকাশ ও আমোদ প্রমোদের কাল থাকে।

উষ্ণ দেশীয় লোক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, এ নিমিত্ত পরমেশ্বর তথাকার ভূমিও উর্ব্বরা করিয়াছেন, অতএব তাহারদিগের অল্প পরিশ্রমে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং সে দেশের লোকের যেমন বল, সেইরূপ অল্প শ্রমেরই প্রয়োজন। প্রখর সূর্য্য কিরণে দগ্ধ হওয়াতে এ দেশের লোক অত্যন্ত ক্ষীণ ও নিবীর্য্য, সুতরাং অধিক পরিশ্রমে সমর্থ নহে, কিন্তু

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি এদেশের ভূমি এরূপ উর্ব্বরা করিয়া দিয়াছেন, যে অল্প পরিশ্রমেই অধিক ফলোৎপত্তি হয়। আর উষ্ণ দেশীয় লোকের বস্ত্র বয়ন ও গৃহ নির্ম্মাণেও অধিক শ্রমের প্রয়োজন নাই। কিন্তু শীতল দেশে ভূমি অনুর্ব্বরা, তাহাতে আবার তথায় শীত ও নীহার নিবারণার্থ ঘনতর গাত্রাচ্ছাদন আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর তত্তদ্দেশের লোকদিগকে সবল শরীর দিয়া যথা প্রয়োজন শ্রমক্ষম করিয়াছেন।

প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় লোকের সুস্থতা-সম্পাদক, ধাতু-পোষক ও প্রয়োজনোপযোগি-বলোৎপাদক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্যন্তিক শীতল দেশে যে সকল খাদ্য সামগ্রী জন্মে, তাহা ভক্ষণ করিলে উষ্ণ দেশীয় লোকের শরীর কখনই সুস্থ থাকে না, সেই রূপ অত্যন্ত উষ্ণ দেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা শীতল দেশীয় লোকের কখনই বলাধান হয় না। উত্তর-মহাসাগর-তীরবর্ত্তি অত্যন্ত শীতল দেশ সমুদায়ে বা ঐ মহাসাগরের দ্বীপ বিশেষে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় না; তথাকার লোকেরা কেবল মাংস ও মেদ

ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করে। জগদীশ্বরের যে কি আশ্চর্য্য কৌশল তাহা বচনাতীত। তথায় যেমন ফল মূলাদি জন্মে না, সেই রূপ শীতের প্রভাবে লোকের তাহাতে রুচিও হয় না। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশীয় অনেকানেক ব্যক্তি তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগকে নিত্য-ভক্ষ্য ফল, মূল ও শস্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মেদ মাংস আহার করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহারা কহিয়াছেন, সেখানে ফল মূলাদি অতি বিস্বাদ বোধ হয়; তাহা আহার করিলে পীড়া জন্মে, এবং কেবল মেদ মাংস ভক্ষণেই শরীরের স্ফূর্ত্তি ও বলাধান হয়। অতএব পরমেশ্বরের পরমাশ্চর্য্য কৌশল ও অনির্ব্বচনীয় করুণা বিষয়ে এই কথাই বলা উচিত, যে তথায় শস্যাদি দ্বারা দেহ রক্ষা হয় না বলিয়াই তিনি সে দেশের লোককে তাহা প্রদান করেন নাই। ঐ সকল হিম-প্রধান জনপদে গ্রীষ্ম কালে অপর্য্যাপ্ত পশু, পক্ষি, ও মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই লোকের সংবৎসরের আহারের সংস্থান হয়। তাহারা ঐ সমস্ত জন্তুর মেদ ও মাংস শুষ্ক করিয়া রাখে এবং শীতকালে তাহা

অত্যুপাদেয় জ্ঞান করিয়া ভোজন করে। ভারতবর্ষের উষ্ণ ভূমিতে যব, গোধূম ও তণ্ডুলাদি শস্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার ফল মূল অপর্য্যাপ্ত রূপে উৎপন্ন হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ, মাংস অপেক্ষা শস্য ও ফল মূল অধিক ভক্ষণ করিলেই ভারতবর্ষীয় লোকের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এবং নিরবচ্ছিন্ন মাংস আহার করিলে অসুস্থ হয়। অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলে আমারদের দেশীয় লোকের যেমন তুষ্টি জন্মে, এমন আর কিছুতেই নহে। তবে উষ্ণ দেশের লোক শীতল দেশীয় লোক অপেক্ষা দুর্ব্বল বটে, তেমন অল্প পরিশ্রমেই তাহারদের যথেষ্ট ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী লব্ধ হইতে পারে। ইংরাজদিগের দেশ এখানকার অপেক্ষা শীতল, তথায় শস্য অপেক্ষা করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট গো মেষাদি পশুই অধিক জন্মে, তদনুসারে মাংস তাঁহারদের প্রধান খাদ্য, এবং মাংস আহারেই তথাকার লোক সুস্থ শরীরে থাকে। ফরাশিশদের দেশ তদপেক্ষা উষ্ণতর, তথায় যেমন শস্য জন্মে, তেমন পশুপালন হয় না; তদনুসারে তথাকার লোকে ইংরাজ ও স্কাচ্ লোকের অপেক্ষা

অল্প মাংস আহার করিলেই সতেজ ও সুস্থ-কায় থাকে। এক জন কৃষি-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে ইংরাজেরা যত মাংস আহার করে, ফরাশিশেরা তাহার ষষ্ঠ অংশের অধিক ভক্ষণ করে না* ।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে, যে জগদীশ্বর মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি ও তৎ-সম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে পরস্পর উপযোগি করিয়াছেন—অতি সুচারু রূপে পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য ও মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,এবং যাহাতে যথোচিত অঙ্গ চালনা ও পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া শারীরিক শক্তি সমুদায় উন্নত হয়, তদুপযোগি ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পরমেশ্বর যাহারদিগকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা যথা নিয়মে নিয়োজন পূর্ব্বক পরিশ্রম করিবেন, ইহাই তাঁহার অভি-

---

* কুম্ব সাহেবের এই প্রকার মত। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৎস্য মাংসাহারে বিস্তর দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় যুক্তি বিরুদ্ধ বোধ হয় না।

প্রায়। মনুষ্যের মধ্যে কে কোন্ কর্ম্ম করিবে তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন রাখিয়াছেন। কেহ ভূমি খনন করিতেছে, কেহ বা তরণি বাহন করিতেছে, কেহ বা মৃগয়ানুরাগী হইয়া মৃগ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। এ নিয়ম অবহেলা করিয়া আলস্যের বশীভূত হইলে ক্ষুধা মান্দ্য, নিদ্রা হানি, দৌর্ব্বল্য, শরীর ও মনের অবসাদ, চিররোগ ও পরিশেষে অকাল মৃত্যু, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তি ঘটিয়া থাকে। আর পরিশ্রমের আতিশয্য হইলে ধাতু ক্ষয়, শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য হ্রাস, জড়তা, রোগ ও আয়ুঃক্ষয় হয়। কি আক্ষেপের বিষয়! লোকে এই পরম প্রয়োজনীয় নিয়ম গ্রাহ্য না করিয়া দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে! ভোগাসক্ত ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তিরা পরিশ্রমকে দুঃখ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য-পরতন্ত্র হইয়া প্রথমোক্ত শাস্তি সমুদায় প্রাপ্ত হয়, আর দুঃখিরা নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম ফলে শেষোক্ত বহুতর ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তি পথ অবলম্বন করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। যথা নিয়মে সমুদায় অঙ্গ চালনা কর —অর্থাৎ পরিমিত পরিশ্রম কর, তাহা হই-

লেই তাঁহার নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া যথেষ্ট সুখ-স্বচ্ছন্দতা উৎপন্ন হইতে থাকিবে।

### মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতি

মনুষ্যের মানসিক বৃত্তি সমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা কাম, জিঘাংসা, বুভুক্ষা, সাবধানতা প্রভৃতি যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি মনুষ্যের এবং অন্যান্য প্রাণিরও আছে, তাহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত; ভক্তি, ন্যায়পরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যের আছে, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; আর দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং উপমিতি, অনুমিতি, পরিমিতি, সংখ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পদার্থ বোধ হয়, তাহা তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্ত।

জগতের কোন না কোন বস্তুর সহিত প্রত্যেক মানসিক বৃত্তির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। যখন কোন বৃত্তি প্রবল থাকে, তখন তাহার উপভোগ্য বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষ হয়, আর তাহা প্রবল না থাকিলেও তদুপভোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাহার উদ্রেক হইতে থাকে। এইরূপ আমারদিগের মনের সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের অত্যাশ্চর্য্য শুভকর

গোপন করে, এবং আরোপিত করিয়া তাহার গুণ ব্যাখ্যা করে, ও অন্যান্য বণিকের পণ্য দ্রব্যের নিন্দা করে, তবে একর্ম্মকে গর্হিত কর্ম্ম বলিতে হয়, কারণ এস্থলে সে ব্যক্তি ধন-লুব্ধ হইয়া বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন করিলেক। এরূপ ব্যবহারের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, যে যদিও আপাততঃ ঐ দুরাশয় বণিকের ইষ্ট লাভ হইতে পারে, কিন্তু চরমে তাহার বিস্তর অনিষ্ট ঘটনা হয়; কারণ সে ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় ও অবিশ্বস্ত হয়, এবং আপনি ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। এইরূপ এক-ধর্ম্মাসক্ত হইয়া অন্য ধর্ম্মের অতিক্রম করাও দোষ। রাজা যদি বিচারস্থলে দয়াসক্ত হইয়া দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন, ও ধনাঢ্য ব্যক্তি অপাত্রে দান করিয়া আলস্য বা কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করেন, অথবা অপরিমিত ব্যয় করিয়া সর্ব্বস্ব নষ্ট করেন, এবং যদি কেহ সাতিশয় ভক্তি-রস-পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মননেই সমস্ত কাল হরণ পূর্ব্বক আর আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তবে তাঁহারদের এ সমস্ত

ব্যবহারকে কখনই সুব্যবহার বলা যায় না। এক বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে গিয়া অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পরমেশ্বর যখন আমারদিগকে অর্জনস্পৃহা দিয়াছেন,তখন উপার্জন করা উচিত; যখন কাম রিপু দিয়াছেন, তখন জীব-প্রবাহ রক্ষা করা উচিত ; যখন জিজীবিষা দিয়াছেন,তখন জীবন রক্ষায় যত্ন করা উচিত; যখন বুভুক্ষা দিয়াছেন,তখন অন্ন পান দ্বারা দেহ রক্ষা করা উচিত ;যখন উপচিকীর্ষা দিয়াছেন, তখন উপকার করা উচিত ; যখন ভক্তি দিয়াছেন, তখন ভক্তি করা উচিত ; কিন্তু এক বৃত্তির প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তিকে অতিক্রম করা কখনই উচিত নহে। অতএব এইরূপ অবধারণ করা যায়, যে যে কার্য্য কোন বৃত্তির অসম্মত নহে, সেই কার্য্য কর্ত্তব্য। যে স্থলে কোন কার্য্যে এক বৃত্তির প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বৃত্তি তাহার প্রতিকূল হয়, সে স্থলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কর্ম্ম করিবেক, কারণ আমারদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রযোজক বৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু সকলের মন সমান নহে ; কাহারও অধিক বুদ্ধি কাহারও অল্প বুদ্ধি;

কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অল্প দয়া; কাহারও এক রিপু প্রবল, কাহারও অন্য রিপু প্রবল। অতএব যদি মনোবৃত্তি সমুদায় স্বভাবতঃ তেজস্বি হয়, ও তাহারদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকে, এবং তাহারা বিবিধ প্রকার ভৌতিক ও মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা সম্যক্ রূপে মার্জ্জিত হয়, তবে তৎ-সম্মত কার্য্যই সৎকার্য্য। যে স্থলে আমারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তির বিরোধ জন্মে, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি ব্যবহার করিবেক। যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সাধু।

আমারদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ ও কার্য্যাকার্য্যের বিচার করা আবশ্যক। অগ্রে কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এবং তৎপরে ভক্তি উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় আলোচনা করা যাইবেক। আমারদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এ উভয়ের পরস্পর বিশেষ বিভিন্নতা এই, যে কেবল আত্ম রক্ষা ও পরিবারাদি

দিয়াছেন, এবং মিত্র মণ্ডলীর মিত্রতা সম্পাদনার্থে আসঙ্গলিপ্সা প্রদান করিয়াছেন। কামের বিষয় স্ত্রী বা স্বামী, স্নেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্সার বিষয় মিত্র। এই সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইলেই তাহারা চরিতার্থ হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রী বা স্বামি প্রভৃতির শুভাভিলাষ করা কামাদির ধর্ম্ম নহে। যে ব্যক্তি কেবল কাম রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রী বা স্বামির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও অনুরাগ-শূন্য; প্রীতি-ভাজনের হিতানুষ্ঠান বিষয়ে তাহার কখনই যত্ন হয় না। কিন্তু যে প্রেমানুরাগী ব্যক্তি বুদ্ধিবৃত্তি, উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা ইত্যাদি প্রধান বৃত্তি সমুদায়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলে, সে ব্যক্তি নিঃস্বার্থ হইয়া আপন প্রেমাস্পদের মঙ্গল চেষ্টা করে, এবং তৎফল স্বরূপ অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করে। যদি দেশ বিশেষের কোন ইন্দ্রিয়-সুখাসক্ত ব্যক্তি কোন অধর্ম্মশীলা পূর্ণ-যৌবনা রমণীর অসামান্য রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাহার পাণি গ্রহণ করে, তবে পরে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপে তাপিত হইতে হয়, কারণ যদিও

তাহার রূপ লাবণ্য মনোহর বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করা আমারদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে। অপত্যস্নেহ বশতঃ সন্তানে অনুরাগ জন্মে, কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া অপত্যস্নেহের কার্য্য নহে, সে কেবল উপচিকীর্ষার কর্ত্তব্য। পিতা মাতার স্নেহ যদি বুদ্ধিবৃত্তি ও উপচিকীর্ষার আয়ত্ত না থাকে, তবে ভূরি ভূরি স্থলে তাঁহারা আপনারাই স্বীয় সন্তানের অনিষ্টকারি হয়েন। কত কত বালকের পিতা মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগ বশতঃ বিদ্যাভ্যাস শ্রম-সাধ্য বলিয়া আপন পুত্রকে তাহা হইতে পরাঙ্মুখ রাখেন। অনেকে পুত্রকে পাপাসক্ত দেখিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করেন না, ও পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হওয়া দুঃসহ যাতনার বিষয় ভাবিয়া তাহাকে দৃষ্টি-বহির্ভূত করিতে চাহেন না, এবং অত্যাবশ্যক কার্য্যেও দূরদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করেন না। প্রগাঢ় অপত্যস্নেহ তাঁহারদিগের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপ আসঙ্গলিপ্সা গুণ দ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়। কিন্তু মিত্রের ইষ্ট

চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্সার কার্য্য নহে। যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপ্সা ও উপচিকীর্ষা উভয় বৃত্তি উত্তম আছে, সেই ব্যক্তিই মিত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়—মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়, নতুবা কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে যেমন এক মেষ অন্য মেষের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে, সেইরূপ এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সংসর্গ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয়। যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আসঙ্গলিপ্সা, আত্মাদর এবং লোকানুরাগপ্রিয়তা এই তিন বৃত্তি প্রবল থাকে, আর তাদৃশ উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা না থাকে, তবে যাবৎ তাঁহারদের উভয়ের অবস্থার ন্যূনাধিক্য না হয়, তাবৎ তাঁহারদিগের মিত্রতা থাকিতে পারে, কারণ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ্দ থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান রক্ষা পায়, ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তিও চরিতার্থ হয়; কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ সম্ভ্রম-চ্যুত ও দারিদ্র্য-দশা প্রাপ্ত হয়,তবে তাহার সহিত মিত্রতা রাখিলে মানহানি হইবে এবং হীনের সহিত মিত্রতা রাখিলে লোকে হীন বোধ করিবে

এই বিবেচনায় অপর ব্যক্তির আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয় না। সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্বেই সুহৃদ্ভেদ হইয়া উঠে, এবং ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব মিত্র পরিত্যাগ পুরঃসর অপর কোন আত্ম সদৃশ ব্যক্তিকে মিত্র রূপে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সংসারে সর্ব্বদাই এপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, এবং সর্ব্ব দেশে এই প্রাচীন নীতি প্রচলিত আছে, যে বিপদ্-কালেই সুহৃদ্ভেদ হয়। যেমন বসন্ত কালের নব-পল্লব-শোভিত কুসুমিত তরু-শাখা সকল গ্রীষ্ম ঋতুর প্রবল বায়ু বেগে ছিন্ন হয়, সেইরূপ সৌভাগ্য কালের মিত্রতা দৌর্ভাগ্য কালে লয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ এরূপ মিত্রতার মূলেই দোষ থাকে, কারণ স্বার্থ-পরতাই যে মিত্রতার মূলীভূত, স্বার্থ-হানি হইলেই স্বভাবতঃ তাহার ভেদ হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি আসঙ্গলিপ্সা রূপ বীজ, ধর্ম্ম রূপ বারি সেচন দ্বারা অঙ্কুরিত হইয়া মিত্রতা রূপ মনোহর তরু উৎপন্ন করে, তবেই তাহা সুখ স্বরূপ কুসুম-সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতে থাকে। এই রূপ মিত্রতাই যথার্থ মিত্রতা।

**প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা।**—সংসারে বিস্তর উৎপাত আছে, ও সকল বিষয়েরই নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থে পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রতিবিধিৎসা, অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। আততায়ি নিবারণে অপরাঙ্মুখ হওয়া, বিপদুদ্ধারার্থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ন করা, এবং আর আর অভীষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোচনার্থে দৃঢ় সাহস প্রকাশ করা, এসমুদায়ই প্রতিবিধিৎসার কার্য্য। আমারদিগের এপ্রকার কোন মনোবৃত্তি না থাকিলে এ দুঃখময় সংসারে বাস করা কাহার সাধ্য হইত? জিঘাংসা বৃত্তিও এ পৃথিবীতে সম্যক্ আবশ্যক। জিঘাংসাতেই ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং ক্রোধ দ্বারা পশুর আক্রমণ ও মনুষ্যের অত্যাচার নিবারিত হয়। অতএব যে পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপদ আছে, যে পৃথিবীতে লোকে পরানিষ্ট চেষ্টা করে, যে পৃথিবীতে এক জীবের আহারার্থে অন্য জীবের প্রাণ নষ্ট হয়, ও যে পৃথিবীর বহুতর শোভা ও সুখ কেবল জন্ম মৃত্যুর উপর নির্ভর করে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা এ দুই মনোবৃত্তি

সে পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত। যদিও পরের দুঃখ মোচন ও বিপদ উদ্ধারার্থে এই উভয় বৃত্তিকে চালনা করা যাইতে পারে,কিন্তু পরের হিতাভিলাষ করা তাহারদের কার্য্য নহে ; সে কেবল উপচিকীর্ষারই কার্য্য।

নির্ম্মিমিৎসা।—আমারদিগের দেহ রক্ষণ ও লোকযাত্রা নির্ব্বাহার্থে গৃহ, বস্ত্র, অস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন আছে,কিন্তু সংসারে ইহার কিছুই অযত্ন-সম্ভূত বৃক্ষ, গিরি গুহা, বা গাত্র-লোমের ন্যায় আপনা হইতে উৎপন্ন হয় না। অতএব যাহাতে ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে,জগদীশ্বর তদুপযুক্ত অশেষ প্রকার বস্তু সৃজন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন,এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগকে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত নির্ম্মিমিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। যখন বাহিরে মৃৎ প্রস্তরাদি অসংখ্য দ্রব্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে,আর অন্তঃকরণে ইচ্ছা ও বুদ্ধি আছে, তখন মনোহর অট্টালিকা,মহোচ্চ জয়স্তম্ভ,এবং সুকৌশল-সম্পন্ন প্রবল-বেগবান্ বাষ্পীয় পোত কেন না প্রস্তুত হইবে? এস্থলে বাহ্য বস্তুর সহিত মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে!

জুগোপিষা।—অন্তঃকরণে মুহুর্ম্মুহুঃ কত কত ভাবের উদয় হইতেছে, ও মনে মনে কত শত বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে হইতেছে, তাহা বচনাতীত। তাহা কার্য্য কালেই প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অসময়ে ব্যক্ত করিলে আপনার ও পরের কার্য্য হানি ও অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। অতএব জগদীশ্বর আমারদিগকে জুগোপিষা বৃত্তি অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন।

বিবৎসা।—পুনঃ পুনঃ বাস পরিবর্ত্তন করিলে গার্হস্থ্য কর্ম্মের সুরীতি, রাজশাসনের সুশৃঙ্খলা, আচার ব্যবহারের সুনিয়ম, বিদ্যা বৃদ্ধি, ও সভ্যতার উন্নতি এসমুদায় কিছুই হয় না। অতএব পরমেশ্বর আমারদিগকে বিবৎসা বৃত্তি অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিবার ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। জন্ম-ভূমি যে পরম রমণীয় বোধ হয়, তাহার এই কারণ। এই সমুদায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বৃত্তিতেও পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি পরমাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে!

আত্মাদর।—পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বকীয় জীবন রক্ষায় যত্নবান্ করিবার নি-

মিত্ত যেরূপ জিজীবিষা বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আমারদিগের আত্ম বিষয়ে যত্ন, আত্ম গৌরব, ও স্বাধীনতার অনুরাগ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পাদনার্থে আত্মাদর নামক বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্ম্মিমিৎসা, জুগোপিষা, বিবৎসা ও আত্মাদর এচারি বৃত্তি যে পরের হিত চেষ্টায় চেষ্টিত নহে, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে।

অর্জনস্পৃহা।—এই বৃত্তির স্বভাব বশতঃ ধনাধিকারে অভিলাষ, সঞ্চয়ে সুখ বোধ, ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে দুঃখোৎপত্তি হয়। জগদীশ্বর সংসারে বিবিধ প্রকার ভোগ্য সামগ্রী সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমারদিগকে তৎসমুদায় সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। আমারদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় অর্জনস্পৃহাও বহূপকারিণী; উপার্জ্জনশীল না হইলে দানশীলও হওয়া যায় না। কিন্তু স্বতঃপরোপকার করা এপ্রবৃত্তির ধর্ম্ম নহে। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ি লোক উপার্জ্জন-বাসনা-পরবশ হইয়া মিত্রতা করে, তাহারদের একের কুটিল ব্যব-

হারে অন্যের উপার্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদের সঞ্চার হয়, এবং প্রণয়ামৃত-সঞ্চারের পরিবর্ত্তে অবিলম্বে শাত্রবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহারদিগের মিত্রতা-মালা অর্জনস্পৃহা রূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত থাকে, যখন সেই সূত্র চ্ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাহারদিগের সৌহার্দ্দ রক্ষা পাইতে পারে? তাহারা অর্থলিপ্সু হইয়া মিত্রতা করে, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলেই প্রণয় ভঙ্গ হয়। সংসারে এপ্রকার ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। তাহারা যদি পক্ষপাত পরিত্যাগ পুরঃসর আপনারদিগের মনোগত ভাব আলোচনা করিয়া দেখে, তবে অবশ্য জানিতে পারিবে, যে ধনাকাঙ্ক্ষাই তাহারদিগের মিলন হইবার মূলীভূত কারণ, সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে যে বিচ্ছেদ হয়, ইহা স্বাভাবিক বটে। যাহারা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রয়োজন সাধন দ্বারা সুখ লাভের বাসনা করে,তাহারদিগের কর্ম্ম বৃক্ষে এই প্রকার ফল সর্ব্বদাই ফলে।

লোকানুরাগপ্রিয়তা।— আমারদিগের

লোকানুরাগপ্রিয়তা অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভিলাষ আছে, এবং লোকেও প্রশংসা দ্বারা সে অভিলাষ পূর্ণ করে। জগদীশ্বর আমারদের অন্তঃকরণের সহিত লোকের এই শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া আমারদিগের যশস্কর কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধির সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। এই যশোবাসনা বশে ভূপতি গণ সযত্ন হইয়া প্রজাপালন করেন, গ্রন্থকর্ত্তারা কত কত সদুপদেশ-জনক পরম-হিত-কর গ্রন্থ রচনা করেন, ও অন্যান্য কত প্রকার ব্যক্তি লোকের হিতার্থে প্রাণ পণ করিয়া চেষ্টা করেন। যদিও যশস্কর কার্য্য দ্বারা লোকের মঙ্গলোন্নতি হওয়া সম্যক্ রূপে সম্ভাবিত বটে, কিন্তু মঙ্গল কামনা করা এ প্রবৃত্তির কার্য্য নহে। লোকের নিকট সুখ্যাতি ও সমাদর লাভই এ বৃত্তির এক মাত্র বিষয়। যখন আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হইয়া কাহারও হিতানুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের নিকট সুখ্যাতি-বাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আত্ম সন্তোষ লাভই আমারদিগের মনোগত থাকে। বরঞ্চ যদি কাহারও হিত করিতে গেলে তাহার অনুরাগের ত্রুটি সম্ভা-

বনা হয়, তবে যশোলোভী ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হন। যদি আমারদিগের কোন আত্মীয় ব্যক্তি কোন দূষ্য কর্ম্ম করে, তবে তাহার দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাহার দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি আমারদিগের লোকানুরাগপ্রিয়তা অতি প্রবল হয়, এবং উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকে, তবে কি জানি সে ব্যক্তি আমারদিগকে প্রশংসা না করে, ও আমারদিগের উপর কোপান্বিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা তাহার দোষ নিরাকরণে নিরস্ত হই, বরঞ্চ তাহার সন্তোষার্থে গুরু দোষকে লঘু করিয়া বর্ণনা করি। যশোলোভির কার্য্য যে সাত্ত্বিক নহে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি যদি কোন পুণ্যজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে পারে যে কেবল যশোলোভে সে কর্ম্ম করিতেছেন, তবে তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে না। তাহারা কহে, অমুক সাত্ত্বিক ভাবে এ কর্ম্ম করে নাই, এবং তজ্জন্য তাহার সম্যক্ ফলভোগও হইবে না। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মনুষ্য খ্যাতি-লাভ রূপ স্বার্থ সাধনে তৎ

পর হইয়া কার্য্য করে, অথচ তদ্দ্বারা পৃথিবীর মহোপকার হয়। এমত পরম সুন্দর কৌশল আর কাহা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে!

সাবধানতা।—আমারদিগের সাবধানতা বৃত্তি এই রোগ-শোক-দুঃখময়ী পৃথিবীর সম্যক্ উপযুক্ত। মানব দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে পারে, প্রহারে ভগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও প্রচণ্ড রৌদ্রে পীড়িত হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে আহত ও নষ্ট হইতে পারে; অতএব জগদীশ্বর আমারদিগকে সাবধানতা গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে 'সদা সাবধান থাক'। এই বৃত্তি থাকাতে আমরা ভাবি বিপৎপাত নিবারণ করিতে যত্নবান্ হই, এবং তৎ সাধনার্থ অন্যান্য অনেক বৃত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে সচেষ্টিত করিয়া উপস্থিত ব্যাপারের ফলাফল বিবেচনা করি। যখন কার্য্য কালে আমারদের কোন বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে, তখন সাবধানতা উপস্থিত হইয়া তাহার শমতা করে। যে ব্যক্তির সম্যক্ সাবধানতা না থাকে, তাহার পদে পদে ভ্রম ও পুনঃ পুনঃ বিপদ্ ঘটনা হয়।

সাবধানতা মনুষ্যের স্বাভাবিক গুণ; সুতরাং আদ্য-কালীন মনুষ্যদিগেরও এগুণ ছিল তাহার সংশয় নাই। অতএব এইক্ষণকার ন্যায় তৎকালের লোকেরও নানা প্রকার বিপদ্ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল; নতুবা তাঁহারদের সাবধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈয়র্থ্য হয়, ও মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর পরস্পর উপযোগিতাও থাকে না। অতএব বসুমতী এইক্ষণকার ন্যায় তখনও দুঃখশালিনী ছিলেন। সর্ব্ব জাতীয় লোকেরা কহিয়া থাকেন, আদৌ ভূমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাম ছিল, পৃথিবীতে দুঃখের লেশও ছিল না, এবং রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর সঞ্চারও হয় নাই। এসকল ভাব মনে করিলে পরম সুখোদয় হয় বটে, কিন্তু বিচারে তাহা রক্ষা পায় না। যখন জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, সাবধানতা এসমুদায় মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ আদ্য কালীন মনুষ্যদিগেরও যখন এ সমস্ত গুণ ছিল, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে তৎকালেও পশ্বাদি হনন ও আততায়ি নিবারণ করিবার, এবং বিপৎপাত ভয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন ছিল। সাবধানতা বৃত্তিও যে মনু-

ষ্যের আত্ম সম্বন্ধী তাহা স্পষ্টই বোধ হই-তেছে।

যে সমস্ত বৃত্তি মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তু উভয়েরই আছে,তাহার অধিকাংশের বিবরণ করা গেল। যাবৎ এই সমুদায় বৃত্তি ধর্ম্মপ্র-বৃত্তির আয়ত্ত না হয়, তাবৎ আত্ম রক্ষা ও আত্ম সন্তোষই মনুষ্যের সমুদায় কার্য্যের প্র-য়োজন বলিয়া বোধ থাকে; তাবৎ তিনি পরের শুভাভিপ্রায়ে কোন কর্ম্ম করেন না। আমরা এই সমস্ত বৃত্তি দ্বারা আত্ম রক্ষা ও আত্ম হিত সাধন করিব, জগদীশ্বর এই অভি-প্রায়ে তাহারদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে যদি অন্য অন্য বৃত্তির বিরুদ্ধকারী না হইয়া স্বস্ব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে তদ্দ্বারা অমঙ্গল ঘটনা না হইয়া পরম মঙ্গল স্বরূপের মঙ্গলাভিপ্রায়ই সিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি তাহার কোন বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে, এবং আমারদিগের তাবৎ কর্ম্মের প্রব-র্ত্তক স্বরূপ হয়, তবে তদ্দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এদেশীয় লোকের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয়ের ভূরি

ভূরি উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোক-যাত্রা নির্ব্বাহার্থে অর্থ উপার্জ্জন করা আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর আমারদিগকে উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু লোকে বুদ্ধির মন্ত্রণা ও ধর্ম্মের শাসন পরিত্যাগ পুরঃসর ধন-লুব্ধ হইয়া চৌর্য্য বৃত্তি ও উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম রিপুর সৃজন করিয়াছেন; লোকে তাঁহার এই তাৎপর্য্য অবহেলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে যথেষ্টাচারি হইয়া পাপ পঙ্কে মগ্ন হয়। আমারদিগের আত্ম মর্য্যাদা বোধ, আত্ম বিষয়ে যত্ন, ও স্বাধীনতাতে অনুরাগ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয় সাধনার্থ পরমেশ্বর আমারদিগকে আত্মাদর-বিশিষ্ট করিয়াছেন; এক্ষণকার বিদ্যাভিমানী যুবক-সম্প্রদায় এই প্রবৃত্তিকে বুদ্ধি ও ধর্ম্মের আয়ত্ত না করিয়া বিদ্যামদে গর্ব্বিত হইয়া প্রাচীন লোকদিগকে অনাদর ও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। শরীর পোষণার্থে ভোজন-শক্তি ও পান-শক্তি প্রদান করিয়াছেন; অনেকে অপরিমিত ভোজন ও কেহ কেহ মদিরা পান দ্বারা শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ভগ্ন-কায়, নি-

বীর্য্য, ও হত-জ্ঞান হয়, এবং পাপাসক্ত হইয়া নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে, ও অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া কাল-গ্রাসে পতিত হয়। অতএব আপন প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া, তদনুযায়ি ব্যবহার না করিলে কখনই সুখলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এক্ষণে আমারদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

উপচিকীর্ষা।—আমারদিগের যেমন উপচিকীর্ষা অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা আছে, সেইরূপ উপকারের সমূহ পাত্রও সর্ব্ব স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম পবিত্র প্রবৃত্তি কোন অংশে স্বার্থ-প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পরের শুভানুধ্যানেই রত থাকে। অন্যকে সুখ বিতরণ করা—তাপিত হৃদয়ে করুণামৃত বর্ষণ করা ও সুখার্দ্র চিত্তেরও আনন্দ প্রবাহ প্রবল করা এই প্রবৃত্তির কার্য্য। এই মনোবৃত্তি যাহার শুভ সাধনার্থ সঞ্চরণ করে, তাহার মুখারবিন্দ যৎপরিমাণে প্রস্ফুটিত হয়, হিতৈষি ব্যক্তির

অন্তঃকরণও তত প্রফুল্ল হইতে থাকে। লোক-সমাজে সুখ বিস্তার করিতে পারিলেই তাঁহার পরম আহ্লাদ হয়; এবং তৎকার্য্য সম্পাদনার্থে তাঁহার পদদ্বয় দ্রুত গমন করে, ও হস্তদ্বয় সতত প্রসারিত থাকে। তাঁহার নিরালস্য চিত্ত পরের হিত-চিন্তাতেই সুখী হয়, এবং তাঁহার রসনা পরের মঙ্গল কীর্ত্তনেই পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যখন তাঁহার কোন কুশলাভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, তাঁহার তৎকালের অবস্থার কথা কি কহিব?—তিনি সুখার্ণবে মগ্ন হন! যিনি আমাদের এমত উৎকৃষ্ট স্বভাব করিয়াছেন, যে পরের মঙ্গল করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মঙ্গল হইতে থাকে, তাঁহার অপার মহিমা ও অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল স্বরূপ আলোচনা করিলে অন্তঃকরণ প্রেমামৃত রসে একেবারে আর্দ্র হইয়া যায়।

ভক্তি।—পরমেশ্বর অনেকানেক গুরু-লোক ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ব্যক্তির সহিত আমারদিগের গুরুতর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সহিত আমার-দিগের তদুচিত ব্যবহার সম্পাদনার্থে আমা-

রদিগকে ভক্তি রূপ পরম পবিত্র প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় হয়। যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, যাঁহার কথা কখনও শুনি নাই, যিনি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তাঁহারও অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রসংশনীয় গুণ শ্রবণ করিলে অনিবার্য্য ভক্তি-রস প্রকটিত হইতে থাকে। ভক্তি প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরমারাধ্য মূর্ত্তি সমক্ষে বিদ্যমান দেখিতেছি! কিন্তু পরমেশ্বর যেমন ভক্তির বিষয়, এমন আর দ্বিতীয় নাই। এমন পরমোৎকৃষ্ট অনির্ব্বচনীয় গুণ—এমত মহত্ত্ব ভাব—এমত বিশুদ্ধ স্বরূপ আর কাহার আছে? যিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃজনকর্ত্তা, এই অপরিসীম বিশ্বকার্য্যে যাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়সী শক্তি ও পরম মঙ্গল স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, সংসারের প্রত্যেক নিয়মে যাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় শান্ত স্বভাব সম্যক্ রূপে প্রতীত হইতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রেমের আস্পদ ও ভক্তির ভাজন আর কোথায় পাইব? ইহা

আমারদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যে সর্ব্ব-স্থানে ও সর্ব্বকালেই তাঁহার অপার মহিমার সমূহ নিদর্শন দৃষ্টি করা যায়। পরমেশ্বর-পরায়ণ ভক্তিমান্ ব্যক্তি সকল স্থানেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে মগ্ন হয়েন। ঘন বিজন কানন বা তরু-শূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজ-ধানী, প্রখর-রশ্মি-প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, সুশীতল-সমীরবহ প্রভাত সময় বা বিহঙ্গ-কোলাহল-কলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল, এবং সুললিত তরুণ যৌবন বা পরিপক্ক প্রবীণ কাল, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্ব-রকে সাক্ষি স্বরূপ দেখিয়া তাঁহার চিত্ত ভক্তি-ভাবে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

আশা।—আশা বৃত্তি কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণে সতত তৎপর। যে পৃথিবীতে কাল বিলম্বে মনোরথ পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জন করিয়া উদরান্ন আহরণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখলাভের প্রতী-ক্ষায় বর্ত্তমান দুঃখানুভবের হ্রাস করিতে হয়, এই আশাবৃত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্ উপ-

যুক্ত। যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তি রূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল প্রবল আশা বায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে। যখন আশার সহিত কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন অন্তঃকরণ স্বার্থ-পরায়ণ হইয়া আত্মসুখ সাধনেই ব্যগ্র থাকে। আর যখন কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহযোগ হয়, তখন ইচ্ছা হয়, বিশ্ব সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক। ইহলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গল স্বরূপ, ও অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে যথোপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠান করিলেই ইষ্টলাভ হয়, এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া আশাবৃত্তি চালিত ও চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল ইহকাল ও এই ভূমণ্ডল মাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষা বৃত্তির সহিত তাহার সংযোগ হইলে শত বর্ষ আয়ুর্ভোগ করিয়াও তৃপ্তি হয় না; তখন এই শত বৎসরকে অতি অল্প কাল বোধ হয়, এবং এ জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান হয়; তখন মনে হয়, অনন্ত কালই আমার পরমায়ু, এবং অখিল সংসারই আমার নিত্য-

ধাম; আমি এই জঘন্য দেহ-পিঞ্জর হইতে উড্ডীয়মান হইব, লোক লোকান্তর গমন করিব, সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, জ্ঞান তৃষ্ণা শান্তি করিব, এবং পূর্ণকাম হইয়া অপর্য্যাপ্ত সুখ সম্ভোগ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর কাল উপস্থিত হইয়া ভূমণ্ডল বিনাশ পায়, চন্দ্র সূর্য্য অপ্রকাশ হয়, এবং ঐ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থান হইতে চ্যুত হইয়া দিগ্বিদিক্ ঘূর্ণায়মান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়, এই জাজ্বল্যমান জগৎ যদি অসৎ হইয়া যায়, তথাপি আমি বর্ত্তমান থাকিব! আশা বৃত্তি মর্ত্ত্য লোকের বিষয়োপভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়া অলৌকিক সুখাশয়ে এইরূপ সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারে এমত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে নাই।

শোভানুভাবকতা।—পরমেশ্বর আমারদিগকে শোভা-প্রিয় করিয়া তদুপযোগি অশেষ প্রকার রমণীয় পদার্থ দ্বারা সমস্ত সংসার বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার দর্শন, শ্রবণ, ও মননে অন্তঃকরণ পরম পুলকিত হয়। সুন্দর চিত্র, সুশোভন পাষাণময় মূর্ত্তি, মনোহর অট্টালিকা, ও সুদৃশ্য ভূমিখণ্ড

সন্দর্শন করিলে যে আনন্দানুভব হয়, এবং কাহারও অন্তঃকরণকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিত দেখিলে যে প্রীতি সঞ্চার হয়, তাহার এই কারণ। নিজেরই হউক বা অন্যেরই হউক, সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেই সুখোদয় হয়। অতএব সমস্ত বিশ্বই এই শুভকরী বৃত্তির উপভোগ্য, এবং যিনি আমারদের হৃদয় রাজ্যে এমন সুখের আকর সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয়।

আশ্চর্য্য।—এই বৃত্তির গুণে, অদ্ভুত, অসাধারণ ও অভিনব বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে হর্ষোদয় হয়। যে পৃথিবীর সমুদায়ই অনিত্য, যে পৃথিবীর সকল বস্তুই পুরাতন বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়ত নবীন রূপ ধারণ করিতেছে, নাশ ও উৎপত্তি যে পৃথিবীর প্রকৃত ধর্ম্ম, এই বৃত্তি তাহার সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে। যখন আমারদিগের পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার শক্তি আছে, ও তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার যথার্থ তত্ত্ব জানিবার ক্ষমতা আছে, তখন এই পরম সুখদায়ক বৃত্তির উপভোগ্য বস্তুর আর অভাব কি? যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই

অভিনব ব্যাপার ও অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ পায়। পরমেশ্বর-প্রসাদে এই বৃত্তি সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা চরিতার্থ হইতেছে, ও তদ্দ্বারা অপরাপর অনেক মনোবৃত্তিও স্বস্ব বিষয়ে সঞ্চারিত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছে। স্বার্থ প্রাপ্তি এ প্রবৃত্তির মুখ্য প্রয়োজন না হইলেও তদ্দ্বারা প্রচুর সুখের উদ্ভব হয়।

অধ্যবসায়।—সপ্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম না করিলে সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করা সুকঠিন, এনিমিত্ত পরমেশ্বর আমারদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। যে স্থানে অনেক বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, যে স্থানে অভীষ্ট সাধনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ঘটে, এবং যেখানে কাল বিলম্ব ব্যতীত প্রায় কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় না, এই অধ্যবসায় বৃত্তি সে স্থানের সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছে।

অনুচিকীর্ষা।—যাহারদিগের সহিত আমারদিগকে সহবাস করিতে হয়, আমরা তাহারদিগের আচরণ দৃষ্টে আচার ব্যবহার শিক্ষা করিব এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমারদিগকে অনুচিকীর্ষা বৃত্তি অর্থাৎ অনুকরণের ইচ্ছা

প্রদান করিয়াছেন ; সকল বিষয়ের অনুকরণ করা এ বৃত্তির কার্য্য। বাল্যাবস্থায় এই বৃত্তিই আমারদিগের প্রধান গুরু। তৎকালে আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি ব্যক্তিদিগের যে প্রকার ব্যবহার দেখি, সেই প্রকার অভ্যাস করিতে থাকি। এই বৃত্তি থাকাতে, এক প্রদেশস্থ সমস্ত লোক অনায়াসে একরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। পরমেশ্বর নানা প্রকার বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আমারদের জ্ঞান-শিক্ষা ও কার্য্য-সাধন সুগম ও সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত এই পরম শুভকরী বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন্যায়পরতা।—যখন মনুষ্যের কামাদি কতক গুলি প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর, এবং উপচিকীর্ষাদি অন্য কতক গুলি প্রবৃত্তি কেবল পরানুরাগি, তখন এই উভয় জাতীয় প্রবৃত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থে, ও তাহারদিগকে যথা নিয়মে চালনা করিবার নিমিত্তে কোন স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক ; পরমেশ্বর এই ন্যায়পরতা বৃত্তিকে সেই শক্তি দিয়াছেন। এই শুভকরী বৃত্তি মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যাহাতে পরের অনিষ্ট ও অকারণে

আত্ম সুখের হানি না হয়, এইরূপে সমুদায় প্রবৃত্তিকে স্বস্ব বিষয়ে নিয়োজন করে। সকল ব্যক্তিকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, এই প্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্মও এই মহতী বৃত্তির উপদেশ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। পরম ন্যায়বান্ পরমেশ্বর আমারদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদানার্থে এই আত্ম-প্রতিনিধি স্বরূপ বৃত্তিকে আমারদের হৃদয় মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সকল কর্ম্মেই সুখোদয়, আর তাহার উপদেশ অবহেলন করিয়া অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার দুঃখ রূপ দণ্ড উপস্থিত হয়। যিনি আমারদিগের পরস্পর অন্যায় ব্যবহার নিবারণার্থে এমত শুভকরী বৃত্তি সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার সমান ন্যায়বান্ আর কে আছে?

যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিষয় বিবরণ করা গেল, * তাহারা স্বস্ব বিষয় ভোগের নির্দ্দিষ্ট সীমা উল্লঙ্ঘন করিলে, অর্থাৎ মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে যথা নিয়মে নিযোজিত না হইলে

---

* উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিন প্রধান ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি। আশা, শোভানুভাবকতা ও অধ্যবসায় এই তিন বৃত্তিকে তাহার অনুকূল বৃত্তি বলা যায়।

বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। যদি বুদ্ধি পরিপাক না হইয়া ভক্তি উপচিকীর্ষাদির আতিশয্য হয়, তবে কাল্পনিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা ও অতিব্যয়শীলতাদি নানা দোষ উপস্থিত হয়। অতএব বুদ্ধি বৃত্তিকে মার্জ্জিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ×

বুদ্ধিবৃত্তি* ।—বুদ্ধি অতি প্রখর অস্ত্র স্বরূপ। তাহাকে যে বিষয়ে চালনা করা যায়,

---

* বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। তন্মধ্যে চক্ষুঃশ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রথম শ্রেণী-নিবিষ্ট; ব্যক্তিগ্রাহিতা, আকারানুভাবকতা, গুরুত্বানুভাবকতা, বর্ণানুভাবকতা প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তুর সত্তা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তৎসমুদায় দ্বিতীয় শ্রেণী-নিবিষ্ট। কালানুভাবকতা, স্বরানুভাবকতা, ঘটনানুভাবকতা, সংখ্যা ও ভাষা শক্তি প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তি দ্বারা বাহ্য বস্তু সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানা যায়, তৎ সমুদায় তৃতীয় শ্রেণী-নিবিষ্ট। আর উপমিতি, ও অনুমিতি অর্থাৎ কার্য্য কারণ জ্ঞান, চতুর্থ শ্রেণী-নিবিষ্ট।

এই সমুদায় বৃত্তির সংজ্ঞা দ্বারাই ইহারদিগের স্ব স্ব বিষয় ও কার্য্য অবগত হওয়া যাইতেছে; যথা যে বৃত্তির দ্বারা এক একটি বস্তুর সত্তা উপলব্ধ হয়, তাহার নাম ব্যক্তিগ্রাহিতা; যে বৃত্তি দ্বারা আকারের অনুভব হয়, তাহার নাম আকারানুভাবকতা ইত্যাদি। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যত বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, জগতে তদুপযোগি অশেষ প্রকার বিষয় সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সুখের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

অপকারক ও দুঃখ-দায়ক হয়। তদ্রূপ, যে ধর্ম্মশীল সুবোধ ব্যক্তির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়া পরস্পর ঐক্য ভাবে সঞ্চরণ করে, যদিও পরের শুভ সাধনই তাঁহার মুখ্য প্রযোজন হয়, কিন্তু গৌণ কল্পে তদ্দ্বারা আপনারও পরম সুখ সম্ভোগ হয়। ইহাতে ইহলোকে পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার অবাধে হইয়া আ-সিতেছে।

আমারদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্র-বৃত্তির পরস্পর যেরূপ বিভিন্নতা দৃষ্টি করা গেল, তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই পশ্চাল্লিখিত তিন বিষয় প্রতি-পন্ন হয়।

প্রথমতঃ।—আমারদিগের যে প্রকার মানসিক প্রকৃতি, ও বাহ্য বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহাতে অন্তঃকরণের কোন বৃত্তি অতি প্রবল হইলে তাহার আর একেবারে নিবৃত্তি হয় না। যদিও বিষয়োপভোগ দ্বারা ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়—অন্ন পান দ্বারা বুভুক্ষা বৃত্তির শান্তি হয়, কোন বিষয় ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইলে অর্জ্জনস্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত নি-

এবং যে সকল যশস্কর বিষয় সাধনের ক্ষমতা নাই, অতিশয় যশোলোভ বশতঃ তাহাতেও প্রবৃত্ত হইয়া হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। সবিশেষ জ্ঞানাভাব বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্ষীণতা বশতঃ রিপু-পরতন্ত্র হইয়া অল্প বয়সে, অথবা শরীর ও মনের অস্বাস্থ্য সময়ে, সন্তান উৎপন্ন করিলে, সে সন্তান দুর্ব্বল ও ব্যাধি-যুক্ত বা রিপু-প্রধান হইয়া পিতা মাতার অশেষ যাতনার কারণ হয়। এইরূপ, আমা-রদিগের অর্জ্জনস্পৃহা থাকাতে অর্থ আহরণে ও ধন সঞ্চয়ে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপতির অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমে বসুন্ধরা সম্বৎসর কালে পরিমিত ধন দান করেন, আর মনুষ্যেরও বুদ্ধি-শক্তি ও কায়িক পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, সুতরাং সকলেই ধনাঢ্য হইতে চা-হিলে অনেককে স্বভাবতঃ নিরাশ হইতে হয়। যাঁহারা নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কেবল বিষয় পথে সঞ্চরণ করেন, তাঁহারা এই অক-ল্পিত কথা মনে রাখিবেন। অতএব নিকৃ-ষ্টপ্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা নিয়মিত না হইলে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘট-নার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ ।—আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, এপ্রযুক্ত যখন আমারদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির কার্য্য তৎসম্মত না হয়, তখন অন্তঃকরণ অপ্রসন্ন ও গ্লানিযুক্ত থাকে। বোধ হয়,যেন আমারদের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায় ইতর বৃত্তির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসম্মত হইয়া তিরস্কার করিতেছে। যে তরুণ যুবার সুকোমল সরল চিত্ত এখনও পাপ রসে দূষিত হয় নাই, যাহার সাধু চিন্তা এখনও সংসারের কুটিল পথে সঞ্চরণ করে নাই, অধর্ম্মের কঠোর হস্ত যাহার সুকুমার নির্ম্মল মতি এখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে যদি দুর্ব্বিপাক বশতঃ দুষ্প্রবৃত্তি রূপ পিশাচের বশীভূত হইয়া মোহ হ্রদে মগ্ন হয়, তবে সেই জানিতে পারে, যে ধর্ম্মের শাসন অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিলে কি প্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়। তখন আর তাহার অনুতাপ-তাপিত হৃদয় শান্তিরসে আর্দ্র হয় না, এবং মনের গ্লানির আর পরিসীমা থাকে না। তাহার আপনার অন্তঃকরণই গরলময় নরক সমান হয়, ও প্রাণ-

ঘাতিনী দুশ্চিন্তা তাহার চিত্তকে অহর্নিশ পেষণ করিতে থাকে। যদি কোন বিষয়ার্থী ব্যক্তি তরুণ বয়স অবধিই ধন সঞ্চয় ও মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনে একাগ্র-চিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন, এবং প্রাতঃকালাবধি সায়ং কাল পর্য্যন্ত কেবল ক্রয়, বিক্রয়, ও আয় ব্যয় নিরূপণাদি বৈষয়িক ব্যাপারে অনবরত ব্যাপৃত থাকিয়া মনের বীর্য্য ক্ষয় করেন, আর সুতরাং ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি সঞ্চালন না করেন, বরং তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আইসেন, এবং যদি বার্দ্ধক্য-দশা উপস্থিত হইলে আপনার গত জীবনের তাবৎ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তবে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর এ কথা অবশ্য বলিবেন, যে “ কেবল কলহ, উত্ত্যক্তি ও মিথ্যাভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ুঃ গত হইয়াছে। আমার শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করি নাই, এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখ ভোগে অধিকারী হইতে পারি নাই। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অনুশাসন ক্রমে আর আর সমস্ত মনোবৃত্তিকে যথা নিয়মে চালনা করিলে

যে প্রচুর সুখোৎপত্তি হয়, আমি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। কেবল কর্ম্ম ভোগ করিয়া সমুদায় জীবন ক্ষেপণ করিলাম।” শেষ দশায় এপ্রকার অনুতাপিত হওয়া দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয়।

তৃতীয়তঃ।—আমারদিগের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায় যদি পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিযোজিত হইয়া সঞ্চরণ করে, তবে তাহারা স্বস্ব বিষয়োপভোগের অশেষ স্থল প্রাপ্ত হয়। এই সকল বৃত্তির যৎকিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হইলেও আনন্দ লাভ হয়, আর তাহারদিগকে অতিশয় প্রবল রাখিয়া সম্যক্‌রূপে চরিতার্থ করিতে পারিলে অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হয়। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে পশ্চাত্তাপে তাপিত হইতে হয় না, এবং সুখোপভোগের পুনঃপুনঃ বিচ্ছেদও ঘটে না। তদ্দ্বারা আমরা যাবজ্জীবন শান্তি-রসার্দ্র ও স্থির-সুখ-সম্পন্ন হইয়া কাল যাপন করিতে পারি। বিশেষতঃ ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কার্য্য করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলও স্বসাধ্য সমুদায় সুখ উৎপন্ন করিতে

পারে। আর যেমন আমারদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত না হইলে বহুপ্রকার অমঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা, সেইরূপ বুদ্ধিও আমারদিগের প্রবৃত্তি সকলের স্বভাব বিচার ও প্রয়োজন রক্ষা করিয়া না চলিলে ভ্রম-রহিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও সমস্ত মনোবৃত্তির প্রযোজন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, এইরূপ অপ্রাকৃত ব্যক্তিকেই যথার্থ সাধু বলা যায়, এবং এইরূপ ব্যক্তিই চিরকাল সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এবিষয়ের উদাহরণ প্রদান করা যাইতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া সংসার পথে পদার্পণ করেন, তবে তাঁহার উপচিকীর্ষা বৃত্তি বশতঃ এই রূপ বোধ হইবে, যে আর আর মনুষ্যেরাও আমার ন্যায় পরমেশ্বরের প্রিয়-পাত্র, ও আমার ন্যায় তাহারাও সুখ সম্ভোগের অধিকারি; আমার ইষ্টসাধক কার্য্য যদি তাহারদের অনিষ্ট-জনক হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠান করা কখনই উচিত নহে, বরং আমার সাধ্যানুসারে তাহারদের উপকার

করাই কর্ত্তব্য। ভক্তি স্বভাব বশতঃ পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইবে, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান, বিচিত্র শক্তি, ও অপার মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া এপ্রকার বিশ্বাস করিতে হইবে, যে এরূপ ব্যবহার দ্বারা সমুদায় মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া পরিণামে অত্যন্ত সুখ সম্পাদন করিবে, এবং মনুষ্য বর্গকে সম্যক্ আদরণীয় বোধ হইয়া যথা শক্তি তাহারদিগের উপকার করিতে অনুরাগ জন্মিবে। আর ন্যায়পরতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকলের সহিত ন্যায়বৎ ব্যবহার করণে ও অন্যায় ব্যবহার পরিত্যাগে প্রবৃত্ত থাকিবেন। তিনি এই প্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুসারে যে কার্য্য করিবেন,তাহাতেই লোককে পরম সুখি করিবেন, ও আপনিও পরম সুখী হইবেন। পরম রমণীয় আনন্দ-জ্যোতিঃ তাঁহার অন্তরে সতত প্রকাশ পাইতে থাকিবে!

এরূপ সুশীল ব্যক্তি কাহারও সহিত মিত্রতা করিলে উপচিকীর্ষা গুণে সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল মিত্রের শুভানুধ্যায়ী হয়েন। ভক্তি স্বভাবে এরূপ মিত্রতা ঈশ্বরা-

পকার ও কার্য্যে অবহেলা, এ সমুদায়ের কিছুই করা সম্ভব নহে। ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম যাহার মূলীভূত, এমত প্রণয় হইলে অন্তঃকরণ সতত প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর-কিরণ-সম পরম রমণীয় প্রেমামৃত তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতে থাকে, এবং বুদ্ধি বৃত্তি, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও আর আর সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর ঐক্য-ভাবাপন্ন থাকিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ প্রদান করে।

আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে, এবং তাহার ফলই বা কি, তাহা এই উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যে সকল স্বার্থপর ব্যক্তি বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া না চলে, ইতঃ পূর্ব্বে তাহারদিগের মিত্রতার বিষয় লিখিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্মোপেত মিত্রতার বিষয় এ স্থলে বিবরণ করা গেল। এই উভয়ের ফল-তারতম্য ও তাদৃশ অন্যান্য নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি-জনিত সুখের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহা অবধারিত হয়, যে আমারদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্যই সুখের কারণ ; যে স্থলে

কোন বৃত্তির সহিত অন্য কোন বৃত্তির বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ি আচরণ করা কর্ত্তব্য। যে সাধু ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে কার্য্য করেন, আসন্ন মৃত্যুও তাঁহার বিশেষ ক্লেশকর হয় না। যিনি মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়া এরূপ বলিতে পারেন, যে আমি যাবজ্জীবন যথা সাধ্য পরোপকার করিয়াছি, লোকের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়াছি, মনের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি, এইক্ষণেও সেই সকল-মঙ্গলালয় আনন্দ স্বরূপে চিত্ত সমর্পণ করিলাম, তিনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন! তাঁহার মৃত্যু-কালও সুখের কাল,ও মৃত্যু-শয্যাও সুখ-শয্যা।

# তৃতীয়াধ্যায়

## মনুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয়

মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সুখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ—ইহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে, যে শরীর ও মন চালনা না করিলে সুখানুভব হয় না। ইহা জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বোধ হইতেছে,যে"শরীর ও মনোবৃত্তি সকল চালনা কর, সুখ লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই।" তাহারা সুষুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমারদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত; মনুষ্যের জীবনে ও বৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ থাকিত না। ফলতঃ সর্ব্বতোভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা আমারদিগের স্বভা-

সম্বন্ধই নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখ, আহার ব্যতিরেকে শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। পশুদিগের যেমন গাত্র-লোম আছে, আমারদিগের শীত নিবারণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই, সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্টা দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত করিতে হয়। আর আমারদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি স্ব স্ব বিষয় লাভার্থে নিয়ত ব্যগ্র, কিন্তু চেষ্টা বিনা তাহারদিগকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই। অতএব, আমারদিগের শরীর ও মনকে সম্যক্ সচেষ্ট রাখা যে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, তাহা সুন্দররূপ প্রতীত হইতেছে। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যত চালনা করিবে, ততই শরীরের অঙ্গ সকল সবল হইবে, মনের বৃত্তি সকল সতেজ হইবে, এবং অন্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হইতে থাকিবে।

আমারদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল। জ্ঞান লাভই সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল জ্ঞানামৃত পান দ্বারাই তাহারা চরিতার্থ হয়। কোন অভি-

নব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, তাহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা ও উৎসাহ হয়, এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই সুখোদয় হইতে থাকে। সে বস্তুর দ্বারা আমারদিগের কোন সাংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার আলোচনা মাত্রেই এরূপ নির্ম্মল আনন্দ অনুভূত হয়, যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। অতএব, ইচ্ছা করিলেও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভাবিত নহে। পরমেশ্বর আমারদিগের সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং উভয়কে পরস্পর যে প্রকার উপযোগি করিয়া দিয়াছেন, ও মনোবৃত্তি সমুদায়কে সচেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যেরূপ কৌশল করিয়াছেন, এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় তাহার উদাহরণ প্রদান করা গিয়াছে। অতএব, মনোবৃত্তির চালনাতেই যে সুখানুভব হয়, ও ইহা যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

অতএব, যদি ঐ বৃত্তি একেবারে অপর্য্যাপ্ত বিষয় লাভ করিয়া চিরকাল সুষুপ্তবৎ ব্যাপারশূন্য থাকিত, তবে মানববর্গ তদুৎপন্ন সুখভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এইরূপ, আর আর মনোবৃত্তিও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এক্ষণে তাহারদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া যে প্রচুর সুখ সম্ভোগ করা যাইতেছে, তাহা আর আমারদিগের ভাগ্যে ঘটিত না। এরূপ হইলে, এককালে আমারদের মনশ্চেষ্টার অন্ত হইত, আমারদিগের প্রথম চেষ্টাই শেষ চেষ্টা হইত, অত্যল্প কালেই সর্ব্ব বস্তু পুরাতন বোধ হইত। কিছুতে আর কৌতূহল থাকিত না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে আশাবৃত্তি সঞ্চরণ করিত না। এমন যে পরম রমণীয় বিচিত্র সংসার তাহাও নিতান্ত নীরস বোধ হইত। অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহার উপর আর কথা নাই। যেরূপ মনোবৃত্তি সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহারদিগকে তদুপযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়া যথোচিত ব্যবহার ক-

রিলে ইষ্ট লাভ ও আনন্দ সঞ্চার হয়, আর তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলে অনিষ্ট ঘটনা ও দুঃখোৎপত্তি হয়। পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর তাহারদের গুণাগুণ অনুসন্ধান করিবার ভার আমারদের উপর সমর্পণ করিয়া আমারদের মনোবৃত্তি সকলকে সদা সব্যাপার রাখিবার কি সুন্দর কৌশল করিয়াছেন!

পৃথিবীতে ধান্য গোধূমাদি শস্য জন্মে, এবং তদ্দ্বারা মানব দেহের পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, কিন্তু তাহা নিস্তুষ ও সুসম্পাদিত না হইলে সুস্বাদ, সুজীর্ণ ও বলাধায়ক হয় না। পরন্তু তৎসম্পাদন জন্য শরীর ও মনের পরিচালনার অপেক্ষা রাখে। অতএব জগদীশ্বর যৎকালে শস্য সৃজন করিয়া তাহাতে তদুচিত গুণ সকল প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মানব শরীরকে তন্নিষ্ঠ ধর্ম্ম ও বৃত্তি সমুদায় দ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তৎকালেই গোধূমাদির সহিত মানব দেহের পরস্পর সম্বন্ধ ও উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং আমরা যে কায়িক ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ ও সুখ সম্ভোগ করিব, তাহারও সূত্রপাত তৎকালেই করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে বহুতর বিষ-বৃক্ষ আছে, তাহার ফল, মূল, পত্রাদি অল্প পরিমাণে সেবন করিলে অনেকানেক রোগ প্রতীকার হয়, কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে প্রাণ বিয়োগ হয়। ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়েরও সম্যক্ উপযোগিতা আছে, কারণ তাহারা সাবধানতা সহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্যের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করে। যিনি মনুষ্যের দেহকে রোগাস্পদ করিয়াছেন, তিনিই তদুচিত ঔষধ সকল সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরূপণার্থে তাঁহাকে তদুপযুক্ত মনোবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাহারদিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পরমেশ্বরের সম্যক্ অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই।

জল উষ্ণ করিলে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের আশ্চর্য্য শক্তি প্রভাবে বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া অত্যদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইতেছে। বাষ্পীয় তরণী সমুদায় যে প্রকার প্রবল বেগে ধাবমান হইয়া ছয় মাসের পথ এক মাসে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহা

সকলেরই বিদিত আছে। পরমেশ্বর সৃষ্টি কালেই এই সমস্ত ভাবি ব্যাপার অবধারিত করিয়াছেন, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সকল তদুপযোগি করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহারদের পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার ভার তাঁহারই উপর সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন বুদ্ধি চালনার সঙ্গে সঙ্গে সুখোদয় হয়, এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে সাংসারিক উপকার দর্শে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের হিতাভিপ্রায়েই এরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি পঙ্কিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইত্যাকার সমস্ত দোষ জ্ঞাত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তৎ প্রতীকারের উপায় চেষ্টা করা—পঙ্কিল ভূমি শুষ্ক করিবার, কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবার, অনুর্ব্বরা ভূমি উর্ব্বরা করিবার উপায় অবধারণ করা আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। যে সকল নরজাতি বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি, এবং জল ও শস্যাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ

নিরূপণ করে, ও নিরালস্য হইয়া ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থে মানসিক শক্তি সকল চালনা করে, তাহারদের তজ্জন্য প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশের ভূমি সকল দোষ-বর্জ্জিত হইয়া শরীরের সুস্থতাকর হয়, এবং মনোবৃত্তি চালনা করাতে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা হৃষ্ট থাকে। আর যাহারা আলস্য-পরবশ হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান না করে, তাহারা তৎপ্রতিফল স্বরূপ জ্বর, কম্প, বাত ও অপরাপর বহু ক্লেশকর রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়,অনবরত অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পায়,এবং মধ্যে মধ্যে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হয়। এই ক্লেশ তাহারদের উপদেশ স্বরূপ মনে করা উচিত। তাহারা যে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়া সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই জ্ঞাত করিতে জগদীশ্বর এমত স্থলে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। যখন তাহারা পরমেশ্বরের নিয়মানুবর্ত্তি হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শরীর ও মন চালনা করিবে, তখনই দারুণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখি হইবে।

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভী-

ক্ষণ যন্ত্র ঊর্দ্ধ-স্থিত নক্ষত্র মণ্ডলের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোকে আনয়ন করিতেছে, তৎ সমুদায়ই পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই এরূপ বিচিত্র পদার্থ, তাহারদের পরস্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অ-ব্যক্ত রহিয়াছে, তৎ প্রকাশার্থে কেবল অসা-ধারণ-ধী-শক্তি-সম্পন্ন মনুষ্যদিগের উদয় হই-বার অপেক্ষা। জগদীশ্বর সৃজন কালেই এ সমস্ত সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং আমারদিগের মানসিক প্রকৃতি ও তৎ-সম্বন্ধ বাহ্য বস্তু সমু-দায়কে তদুপযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলদায়ক। তিনি যখন আমারদের সুখ-সঞ্চার শরীর ও মনের চেষ্টাধীন করিয়াছেন, তখন তদনুযায়ী ব্যবহা-রই নিশ্চিত শুভদায়ক, এবং অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত থাকা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।—সমুদায় মনোবৃত্তিকে পর-স্পর সম্পূর্ণরূপ সমঞ্জসীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য, নতুবা এ সংসারে যে প্রমাণে যদ্দূ-র-স্থায়ি সুখ সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে, তাহা সম্পন্ন হয় না। কেবল ধন কিম্বা যশোলাভই

জীবনের সার কার্য্য জানিয়া তন্মাত্র উপার্জনে আয়ুঃক্ষয় করিলে ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানানুসন্ধান পূর্ব্বক আপনার প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সমস্ত মনুষ্য বর্গের প্রতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিলে, সমস্ত মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারীরিক স্বচ্ছন্দতাদি বিবিধ ফল প্রদান করে, এবং অন্তঃকরণ সর্ব্বথা স্থির সুখ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হয়।

তৃতীয়তঃ।—মনুষ্যের সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বদ্ধ-মূল করিতে হইলে, তাঁহার সমস্ত মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহার সহিত বাহ্য বস্তু বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের ঐক্য রাখা আবশ্যক, এবং বুদ্ধি যাহাতে উভয়েরই স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ পূর্ব্বক ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইয়া সৎপথ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে, এমত কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ পরমেশ্বর এইরূপই করিয়াছেন। তিনি মানব প্রকৃতির সহিত

জগতের সমুদায় নিয়মের ঐক্য রাখিয়াছেন। যদিও আমারদিগের জ্ঞানোন্নতির যে নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার অধিকার নাই, এবং যদিও তৎপ্রযুক্ত ইহ লোকে বস্তুর স্বরূপ ও আদ্যন্ত কখনই আমারদিগের বুদ্ধিগম্য হইবে না, কারণ আমারদিগের তদুপযোগি কোন বৃত্তি নাই; তথাপি যিনি এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বাহ্য সংসার রচনা করিয়াছেন, তিনিই যখন আমারদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইতেছে, যে আমরা যাবৎ ইহ লোকে থাকিব, তাবৎ পরম পুরুষার্থ সাধন পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিব, এবং যখন ইহা অবধারিত হইয়াছে, যে জগতের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তদনুযায়ি কার্য্য করাই সুখলাভের একমাত্র উপায়, তখন ইহাও নিশ্চিত, যে পরমেশ্বর আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও অন্যান্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে ইহলোকের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা যখন তাহারদের পূর্ণাবস্থা সম্পাদনে সমর্থ হইয়া যথাবৎ নিয়োগ করিতে পারিব, তখনই চরিতার্থ হইব।

আমরা যত জ্ঞান লাভ করিব, এবং যথা-নিয়মে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যত চালনা করিব, ততই আমারদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে, এবং ততই বিশ্ব-স্রষ্টার জ্ঞান ও করুণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ হইতে থাকিবে।

# চতুর্থাধ্যায়

## প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-প্রণালী

মনুষ্যের প্রকৃতি ও তাঁহার সুখোৎপত্তির বিষয় যে প্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে শরীর ও মনের নিয়োগ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত অথবা তাদৃশ কোন ব্যবহার-প্রণালী কল্পনা করা যাইতে পারে।

**প্রথমতঃ।—সুস্থ ব্যক্তিদিগের শরীর** সঞ্চালনার্থ প্রতিদিবস কতিপয় দণ্ড তদুপযোগি পরিশ্রম করা উচিত। এই পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, বল ও বীর্য্য হয় এবং দেহের লঘুতা বোধ হইয়া অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাহ্য বস্তুর গুণ, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং প্রাণিদিগের স্বভাব ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ

নিরূপণ বিষয়ে প্রতিদিন কতিপয় দণ্ড সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য। যাহাতে মনোবৃত্তি সঞ্চালন সহকারে প্রবল সুখ-প্রবাহ প্রবাহিত হয়,এবং যাহাতে প্রত্যেক নিরূপিত তত্ত্ব লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির প্রতি কারণ হয়, এই দৃষ্টি রাখিয়া জ্ঞানালোচনা করিবেক। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, যে প্রত্যেক বাহ্য বস্তুর সহিত আমারদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করা, এবং পরমেশ্বর আমারদের সুখ সাধনার্থে সেই সমস্ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন ইহা হৃদয়ঙ্গম রাখা,আমারদের জ্ঞানাভ্যাসের এক প্রধান প্রয়োজন। এইরূপে জ্ঞানাভ্যাস করিলে বহুতর মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবেক, এবং এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা অভ্যাস কালেই সুখানুভব হইবেক, ও জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভোগ বিষয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। ইহাই আমারদের যথেষ্ট পুরস্কার।

আর নানা প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রে এবং শিল্প ও বিষয় কার্য্যে বুদ্ধি বৃত্তি চালনা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ।—কতিপয় দণ্ড আমারদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবৃত্তি সকল সঞ্চালন পূর্ব্বক চরিতার্থ করা,—তাহারদিগকে মার্জিত বুদ্ধি সহকারে চালনা করা, তদ্দ্বারা পরমাশ্চর্য্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা, তাঁহার অপার মহিমার প্রশংসা বিষয়ে চিত্ত সমর্পণ করা, এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই শেষোক্ত বিষয় অতি গুরুতর ও পরম কল্যাণদায়ক। আমারদিগের বুদ্ধিবৃত্তি যত বর্দ্ধিত হউক, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রযোজিত ও উৎসাহিত না হইলে মিষ্ট ফল প্রদান করে না। বিদ্যা রত্ন মহাধন বটে, কিন্তু ধর্ম্ম স্বরূপ চন্দ্রালোক ব্যতিরেকে তাহার পরম রমণীয় শোভা প্রকাশ পায় না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না; ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় সঞ্চালন পূর্ব্বক বুদ্ধি-নিষ্পন্ন তত্ত্ব সকলের অনুষ্ঠান করা,ও তন্নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন করা অতি কর্ত্তব্য। যখন এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এক যন্ত্র স্বরূপ এবং এক অ-

দ্বিতীয় পরমেশ্বরই ইহার স্রষ্টা ও পাতা, তখন ইহা অবশ্যই অনুভব-সিদ্ধ, যে এই জগ-তের সমুদায় অংশের পরস্পর অতি সু-ন্দর সামঞ্জস্য আছে, এবং ইহার সহিত ঈশ্ব-রের স্বরূপেরও ঐক্য আছে। মনুষ্যের মনও এই অসীম বিশ্বের এক বিন্দু বটে, সুতরাং সমুদায় জগতের সহিত তাহারও অবশ্য সামঞ্জস্য আছে। বিশ্ব-কার্য্যের আলোচনা করিয়া বিশ্বাধিপের অভিপ্রায় নির্ণয় করা আমারদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন।

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর অনৈক্য ভাবা উচিত নহে। বিদ্যালোক দ্বারা যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ হয়, তাহা সাক্ষাৎ পরমে-শ্বর-প্রণীত। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-রূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যাবতীয় তত্ত্ব নিরূপিত হয়,এবং যে সমস্ত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়,তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। পরমেশ্বরই আমা-রদের পরম আচার্য্য এবং এই অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্য্যই আমারদের পরম শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে ভ্রম নাই, প্রমাদ নাই,এবং কোন অবৈধ বি-ধান থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। বিশেষতঃ এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলে আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর প্রবল হইবে, এবং জগদীশ্বরের নিয়ম নিরূপণ ও প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য বৃদ্ধি হইবে।

এখনও আমারদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির বিষয়ে সবিশেষ কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু তাহারদের বৃত্তান্ত এক প্রকার পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ সকলের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। অঙ্গ চালনার প্রয়োজন স্থাপনায় জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিমিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তির বিষয় এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে; কারণ মনুষ্য এই সকল বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই অঙ্গ চালনা করেন। সাংসারিক বিঘ্ন নিরাকরণ করিতে হইলে জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। বল-সাধ্য শিল্প কর্ম্ম সম্পাদনার্থে এই দুই বৃত্তি এবং নির্ম্মিমিৎসা ও অর্জ্জনস্পৃহার চালনা করিতে হয়। জিগীষা দ্বারা, অর্থাৎ অধিকতর শুভ সাধনে কে সমর্থ হইতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা

আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ হয়। তদ্ভিন্ন,বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনাতেও পূর্ব্বোক্ত কতিপয় বৃত্তি এবং আর আর নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি চালনা করা হয়। কাম, অপত্যস্নেহ ও আসঙ্গলিপ্সা ইহাঁরা বুদ্ধিবৃত্তি এবং ভক্তি,উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত থাকিলে সংসারাশ্রমকে পরম রমণীয় করে। নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি সমুদয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান বৃত্তির বশবর্ত্তি করিয়া যথা নিয়মে চালনা করা কোন ক্রমেই অধর্ম্ম-মূলক নহে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা পাপ সঞ্চার হইতে পারে বলিয়া তাহারদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। "তাহারদিগকে বশীভূত রাখ, কিন্তু কদাপি তাহারদের বশীভূত হইও না" ইহাই তাঁহার শাসন। অধর্ম্ম বশে বা ধর্ম্ম ভ্রমে ইহার অন্যথাচরণ করিলেই দুঃখ আছে। অতএব,যাহারা ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ সাধনকে ইন্দ্রিয়-সংযম বলিয়া ইন্দ্রিয়-দ্বার রোধ করিবার চেষ্টা করে, ও সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনে বিমুখ হয়, তাহারা পরমেশ্বর সন্নিধানে অপরাধ থাকিয়া নানা সুখে বঞ্চিত হয়।

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম পালনেই ধর্ম্ম ও সুখ, এবং তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেই অধর্ম্ম ও দুঃখ।

চতুর্থতঃ—আহার, নিদ্রা, ও আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিবেক।

আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কৌতুকে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করা গর্হিত নহে, বরং অত্যন্ত উপকার-জনক। তাহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রসন্ন থাকে। অবিরত এক বৃত্তি চালনা করিলে ক্লান্ত হইতে হয়, অতএব জগদীশ্বর আমারদিগকে নানা বৃত্তি প্রদান করিয়া নানা প্রকার সুখ ভোগের অধিকারি করিয়াছেন। যখন আমরা সঙ্গীত রসাস্বাদনার্থ স্বরানুভাবকতা ও কালানুভাবকতা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং যখন চিত্রময় প্রতিরূপ ও পাষাণাদি-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনুচিকীর্ষা, নির্ম্মিমিৎসা, বর্ণানুভাবকতা, আকারানুভাবকতা প্রভৃতি নানা বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন তত্তৎ বিষয় সম্পাদনার্থ ঐ সকল বৃত্তি নিয়োজন করা কোন ক্রমেই যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। তবে তাহার সহিত দুষ্প্রবৃত্তির সহযোগ হওয়া অবশ্যই দূষণীয় তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যাপার দৃষ্টি

করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং যাহা দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়, উভয়ই চিত্রপটে চিত্রিত হইতে পারে। যাহা কর্ণগোচর হইলে রিপু সকল প্রবল হয়, এবং যাহা শ্রবণ করিলে ধর্ম্মে মতি ও পরমেশ্বরে প্রীতি হয়, উভয়ই তাল, মান, রাগ, রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহার নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল, সে তদুপযোগি বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিতে ভালবাসে, এবং যাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বলবতী, সে ঐ সকল বৃত্তি যাহাতে চরিতার্থ হয়, তাহাই বাঞ্ছা করে। যে দেশের লোক অশ্লীল অকথ্য বিষয় সকল দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ করিয়া লজ্জিত হয় না, তাহারদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী তাহার সন্দেহ নাই। আমারদের দেশে যে কয় প্রকার অতি জঘন্য নৃত্য গীত প্রচলিত আছে, এ দেশীয় জন-সাধারণের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, তাহা কখনই চলিত থাকিত না। কিন্তু কুপ্রবৃত্তিজনক নৃত্য গীত নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান-বর্দ্ধক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পবিত্র গান কোন ক্রমেই অশ্রাব্য নহে।

তাহারা স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করে, আর জাগ্রৎ কালের বাস্তবিক ব্যাপার সকল স্বপ্ন জ্ঞান করে। কত কত অসাধারণ-বুদ্ধি পরম সাধু মহাত্ম ব্যক্তিও স্বদেশস্থ দুর্দ্দান্ত মূর্খদিগের অত্যাচারে অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—মৃত্যুর গ্রাসেও পতিত হইয়াছেন। এস্থলে রাজা রামমোহন রায়কে কাহার না স্মরণ হইবে? ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলিয় পৃথিবীকে সচলা বলিয়া উল্লেখ করাতে, রোম নগরীয় খ্রীষ্টান সভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ ও নির্বাসিত করেন। অন্যান্য দেশে যে এ প্রকার ভূরি ভূরি ঘটনা হইয়াছে, তাহা এদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ি ব্যক্তিরা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনারাই এ বিষয়ের উদাহরণ-স্থল হইতেছেন। তাঁহারদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি সাংসারিক আচার ব্যবহারাদির যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া, ও সুখ সৌভাগ্যের বহুতর উপায় নিরূপণ করিয়াও লোক ভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। অতএব, ধর্ম্মতঃ এবং স্বার্থতঃ উভয় কল্পেই স্বদেশীয় লোককে বিদ্যা বিত-

তাহারা স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করে, আর জাগ্রৎ কালের বাস্তবিক ব্যাপার সকল স্বপ্ন জ্ঞান করে। কত কত অসাধারণ-বুদ্ধি পরম সাধু মহাত্ম ব্যক্তিও স্বদেশস্থ দুর্দ্দান্ত মূর্খদিগের অত্যাচারে অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন—মৃত্যুর গ্রাসেও পতিত হইয়াছেন। এস্থলে রাজা রামমোহন রায়কে কাহার না স্মরণ হইবে? ইটালি দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গালিলিয় পৃথিবীকে সচলা বলিয়া উল্লেখ করাতে, রোম নগরীয় খ্রীষ্টান সভার অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে কারা-রুদ্ধ ও নির্বাসিত করেন। অন্যান্য দেশে যে এ প্রকার ভুরি ভূরি ঘটনা হইয়াছে, তাহা এদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাধ্যায়ি ব্যক্তিরা সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তাঁহারা আপনারাই এ বিষয়ের উদাহরণ-স্থল হইতেছেন। তাঁহারদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি সাংসারিক আচার ব্যবহারাদির যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া, ও সুখ সৌভাগ্যের বহুতর উপায় নিরূপণ করিয়াও লোক ভয়ে তাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। অতএব, ধর্ম্মতঃ এবং স্বার্থতঃ উভয় কল্পেই স্বদেশীয় লোককে বিদ্যা বিত-

রণার্থে এবং তাহারদিগকে সুখলাভের যথার্থ পথ প্রদর্শনার্থে একান্ত যত্ন করা উচিত। আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপনান্তে যৎ কিঞ্চিৎকাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা জন-সমাজের সুখোন্নতির উপায় সম্পাদনে ক্ষেপণ করাই শ্রেয়ঃ। যখন মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যের উপর সুখ নির্ভর করে, তখন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ব্যক্তি তাদৃশ উৎকৃষ্ট সমাজস্থ না হইলে কদাপি সুখী হইতে পারেন না। যে স্থানের সাধারণ লোকে অন্যায় ধনোপার্জ্জন করিয়া বহু ব্যয় পূর্ব্বক নাম সম্ভ্রম উপার্জ্জন করে, তথায় দুই এক জন পরম ন্যায়বান্ ও ধর্ম্মশীল হইলে তাহারদের উদরান্ন হওয়াই দুষ্কর হয়। এই দুর্ভাগ্য দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই তাহার সমূহ উদাহরণ-স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই গ্রন্থে যে সমস্ত পরম মঙ্গলদায়ক তত্ত্ব প্রকাশ করা যাইতেছে, যদি আপামর সাধারণ সকল লোকে তাহা গ্রহণ করে, যদি রাজা তদনুযায়ি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া রাজ্য পালন করেন, এবং জ্ঞানবান্ পণ্ডিত মহা-

শয়েরা তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত নিয়ম বলিয়া উপদেশ দেন, তবে অবিলম্বে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখভোগের বিস্তর উন্নতি হয়, এবং সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল সুস্পষ্ট রূপে প্রতীত হইতে থাকে। ভূমণ্ডলে এই সমস্ত মতানুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত ও তদ্দ্বারা সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হওয়া কখনই অসঙ্গত নহে। সংসারে দুঃখের প্রাদুর্ভাব হইয়া আসিয়াছে বলিয়া কদাপি এ প্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে চিরকালই ভূলোকের এই প্রকার দুর্দ্দশা থাকিবেক। "মনুষ্যের সুখ ও সভ্যতার এই পর্য্যন্ত উন্নতি হইবেক, ইহার অধিক আর হইবেক না" এরূপ নির্দ্দেশ করা সম্ভাবিত নহে। তিনি যে কালে যৎপরিমাণে বাহ্য বস্তুর স্বভাব ও তাহার সহিত আপনার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছেন, ও তদনুযায়ি ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই তৎপরিমাণে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি প্রথমে জঙ্গলে জঙ্গলে পশু হিংসা করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন, পরে কৃষিকার্য্য রূপ উৎকৃষ্টতর

বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন, এবং তদনন্তর শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্যাদি দ্বারা সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন। কোন দেশের লোক অদ্যাপি শেষোক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। মনুষ্য যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে চরমাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন, অদ্যাপি তাহার প্রারম্ভে পদ বিক্ষেপ করিতেছেন। ইহা নিশ্চিত, যে আপনার প্রকৃতি ও তৎসম্বন্ধ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা করা তাঁহার চরম দশা প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু জ্ঞান প্রচারের প্রধান উপায় যে মুদ্রাযন্ত্র, ৪১৫ বৎসর মাত্র পূর্ব্বেও তাহার প্রকাশ ছিল না, এবং গ্রন্থ পাঠের রীতি অদ্যাপি সমুচিত প্রচলিত হয় নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার কাল হরণ অপেক্ষা গ্রন্থ পাঠ ও বিদ্যানুশীলন যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক, ইহা আমারদের দেশীয় লোকের অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। ন্যূনাধিক৬০০ বৎসর হইল,নাবিকদের মহোপকারী কম্পাস যন্ত্র সাধারণ রূপে বিদিত হইয়াছে, এবং ৩৫৯ বৎসর মাত্র হইল, অর্দ্ধ ভূমণ্ডল যে আমেরিকা খণ্ড তাহা প্রকাশ হইয়াছে, এবং

তাহার বিস্তর স্থান অদ্যাপি বিচক্ষণ তত্ত্বানুসন্ধায়ি পণ্ডিতদিগেরও অজ্ঞাত রহিয়াছে। কেবল ৭৬ বৎসর অবধি নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে রসায়ন বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, এবং এমত মহোপকারী যে বাস্পীয় যন্ত্র, যদ্দ্বারা সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহারও বয়ঃক্রম দুই শত বর্ষের অধিক নহে। ৪৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে বাস্পীয় নৌকার সৃষ্টি হয়। এই রূপ যে সমস্ত বিদ্যা ও তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা এক্ষণে ইউরোপ খণ্ড এমত সৌভাগ্যশালী হইয়াছে —এমত পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, দুই শত বা এক শত বা পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তাহার অনেকেরই প্রকাশ হইয়াছে। যদিও অতি পূর্ব্ব কালে তাহার কোন কোন বিষয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে সকল বিষয়ের বিশিষ্ট রূপ উন্নতি সাধন করিয়া সর্ব্ব দেশে সাধারণ রূপে প্রচার করিবার ও তদ্দ্বারা লোকের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ইদানীং আরব্ধ হইয়াছে। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এ দুই বিদ্যা অদ্যাপি অতি অপকৃষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে।

মনুষ্য আপনার প্রগাঢ় মূর্খতা দোষে চিরকালই হিংসা লোভাদি দুর্দ্দান্ত রিপু সমূহের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন; কোন অবস্থাতেই আপনার প্রকৃতি ও প্রয়োজনাদির যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তি পূর্ব্বক তদুপযোগি সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপনে সমর্থ হয়েন নাই। যে বস্তুর যে শক্তি, সে বস্তু তাহা মনুষ্যের উপর চিরকাল প্রচার করিতেছে, কিন্তু তিনি আপনার মূর্খতা দোষে জগতের যথার্থ নিয়ম নিরূপণ ও তদনুযায়ি ব্যবহার করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। অদ্যাপি সর্ব্ব জাতীয় সামান্য লোকেরা ঘোরতর অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সকল জাতিতেই তাহারদের অধিক সংখ্যা, সুতরাং তাহারদের মূর্খতা প্রভাবে অবশিষ্ট লোকেরও অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ এ দেশীয় লোকের মধ্যে যে কেবল পুরুষদিগের অধিকাংশ মূর্খ এমত নহে, সমস্ত স্ত্রীলোক বিদ্যা রসে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা স্বীয় সংস্কারই সুসংস্কার জ্ঞান করে, এবং যদি কোন বিষয়ে কোন অভিনব প্রণালী স্থাপনের সূত্র দেখে, এবং তাহা যদি পরম

হিত-জনকও হয়, তথাপি অধর্ম্ম-মূলক বোধ করে, এবং কলির উপদ্রব বিবেচনা করিয়া ভয়ে কম্পমান হইতে থাকে। এ প্রযুক্ত এক্ষণে যাঁহারা স্বদেশের কুরীতি সংশোধন বা সুরীতি সংস্থাপনার্থে যত্ন করেন, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরাভব প্রাপ্ত হয়েন। প্রভূত অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহারদের বিদ্যা-বল প্রকাশ পায় না। অসীম সমুদ্র সলিলে কতিপয় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পতিত হইলে সেই অগ্নিই নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব, সর্ব্ব-সাধারণের জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন ব্যতিরেকে এসমস্ত প্রতিবন্ধক নিবারণের আর উপায় নাই। বিদ্যা প্রচারই দুঃখ নাশ ও সুখবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। স্বদেশের শুভ সাধনে যাঁহারদের অনুরাগ আছে, তাঁহারদের বিদ্যা জ্যোতিঃ প্রকাশ দ্বারা লোকের চিত্তশুদ্ধি করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিদ্যাভ্যাসই সুখ-ভূমি আরোহণের প্রথম সোপান। এই প্রধান পথ পরিত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর চেষ্টা করিলে তাহার ফল অসময়ের ফল তুল্য অপূর্ণ ও বিস্বাদ হইবে। অন্য জাতীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য দৃষ্টে আপনারদের তাদৃশ শুভাবস্থা প্রাপ্তির অভিলাষ

হয় বটে,পরের উদ্যানে কোন সুরম্য পুষ্পতরু দর্শন করিলে নিজ উদ্যানে তাদৃশ বৃক্ষ রোপণ করিবার প্রয়াস হয় বটে, কিন্তু তাহার ভূমি তদ্রূপ উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক। যে কার্য্যের যে কারণ, তদ্ব্যতিরেকে সে কার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। ফলতঃ এক্ষণে বিদ্যাপ্রভা পৃথিবীতে যে প্রকার ব্যাপ্ত হইতেছে, শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হইতেছে, ও জ্ঞান প্রচারের উপায় সকল ধার্য্য হইতেছে, তাহাতে মনুষ্যের কায়িক শ্রমের ক্রমশঃ লাঘব হইবে, বিদ্যানুশীলনার্থে লোকের অবকাশ বৃদ্ধি হইবে, এবং তদ্দ্বারা জগতের নিয়ম নিরূপণ পূর্ব্বক তৎপ্রতিপালনে বিশিষ্টরূপ প্রযত্ন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, এক্ষণে অনায়াসেই এ কথা বলা যাইতে পারে, যে ভূমণ্ডলে মনুষ্যের দুঃখ হরণ ও সুখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সূত্রপাত হইতেছে।

# পঞ্চমাধ্যায়

## প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কি প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার

ভূয়োভূয় উল্লেখ করা গিয়াছে,যে সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর কেবল মঙ্গল-জনক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন,এবং সংসারের সমস্ত বস্তুকে আ-মারদের উত্তরোত্তর সুখ-বৃদ্ধি সাধনের উ-পযোগি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল মঙ্গলই তাঁহার সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন, এবং সুখই সমস্ত বস্তুর উৎপাদ্য। সংসারে এমত কোন নিয়ম নাই, যে তাহা দুঃখোৎ-পত্তির নিমিত্তে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এ প্রকার কোন পদার্থ নাই,যে তাহা জগতের অশুভ সম্পাদনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। যদিও এই সমস্ত কথা যথার্থ বটে, তথাপি ভূম-

গুল কেবল দুঃখের স্থান রূপে প্রতীয়মান হইতেছে ; রোগের যাতনা, দারুণ দৈন্য-দশা, পরের অত্যাচার, আকস্মিক দুর্ঘটনা, নৈসর্গিক উৎপাত এবং অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভূরি ভূরি লোকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অতএব,এই সমস্ত দুঃখ পরমেশ্বরের নিয়ম পালনাধীন ঘটিতেছে,কি তাঁহার সুখাবহ নিয়ম অবহেলন করাতেই মর্ত্ত্যলোকের এইরূপ দারুণ দুর্দ্দশা হইতেছে,তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিলে অবধারিত হইবে, যে যাবতীয় দুঃখ তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। সেই পূর্ণ-ন্যায়বান্ বিশ্ব-সম্রাট্ অশুভ কর্ম্মের দুঃখ রূপ ফল বিধান করিয়াছেন, এবং সংসারে যে কিছু দুঃখ আছে, তাহাও তিনি সর্ব্ব সাধারণের সুখের নিমিত্তেই সৃজন করিয়াছেন।

### ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে,প্রথমতঃ সেই সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন কি ও তদনুযায়ি

কার্য্য করিলে কি কি উপকার দর্শে, এবং দ্বিতীয়তঃ কি কার্য্য করিলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, ও তাহাতে কি কি অনিষ্ট ঘটে, এই সমুদায় অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সংপ্রতি আকর্ষণী শক্তির উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

কোন মৃৎপিণ্ড হস্ত হইতে স্খলিত হইলে বা কোন ফল বৃক্ষ-শাখা হইতে বিগলিত হইলে, ঊর্দ্ধ দিকে গমন না করিয়া পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়, এই প্রশ্ন বিচার করিয়া নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে পৃথিবীর এমত কোন শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা ঐ ফল ও মৃৎপিণ্ড অধোদিকে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হয়। যদি কোন নৌকা নদীতে ভাসিতে থাকে, আর কোন তীরস্থ ব্যক্তি রজ্জু দ্বারা তাহা আকর্ষণ করিতে থাকে, তবে সেই নৌকা যেমন তীরাভিমুখে গমন করে ও অবশেষে তীরে আসিয়াই লগ্ন হয়, সেইরূপ পৃথিবীর শক্তি বিশেষ দ্বারা তন্নিকটবর্ত্তি সমস্ত জড় পদার্থ পৃথিবীতে পতিত হয়। এই শক্তির নাম আকর্ষণী শক্তি।

প্রত্যেক পরমাণুতে এই আকর্ষণ-শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু, সে দ্রব্যের তত আকর্ষণ-শক্তি। পৃথিবী আপনার নিকটবর্ত্তি সমুদায় দ্রব্য অপেক্ষা বৃহৎ, অর্থাৎ অধিক পরমাণু-বিশিষ্ট, এ প্রযুক্ত সমস্ত বস্তুকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অতএব যে সকল বস্তু নিরবলম্ব থাকে, তাহা সুতরাং ভূমিতলে পতিত হইয়া তদুপরি স্থিতি করে। এই নিয়ম দ্বারা জীবলোকের বিস্তর উপকার দর্শিতেছে। ইহার দ্বারা পৃথিবীস্থ বা তন্নিকটস্থ সমস্ত বস্তু যথোপযোগি আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে তদুপরি স্থির হইয়া থাকে, প্রাচীর ও স্তম্ভ সকল যথোপযুক্ত স্থূল ও সরল করিয়া নির্ম্মাণ করিলে দৃঢ় ও উন্নত থাকে, নৌকা সকল জলোপরি প্লবমান হইয়া স্থিরভাবে চলে, বৃক্ষ লতাদি পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে বদ্ধ-মূল আছে, এবং জীবগণ অভ্যাস ও যৎকিঞ্চিৎ যত্ন সহকারে অনায়াসে স্বীয় শরীর স্থির রাখিতে ও অক্লেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। এই পরম শুভকরী শক্তির সহিত মানব প্রকৃতির সামঞ্জস্য স্থাপনার্থে পরমেশ্বর অতুল কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক মনুষ্যকে

এ প্রকার অস্থি, মাংস, শিরা, ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা তিনি অবলীলাক্রমে গতিবিধি করিতে পারেন। তিনি আপনার বুদ্ধি সহকারে ঐ নিয়মের সত্তা, তৎসাপেক্ষ কার্য্যের ক্রম, তাহার সহিত আপন প্রকৃতির সম্বন্ধ, তৎপ্রতিপালনের শুভ ফল ও তাহা লঙ্ঘনের অশুভ ফল এই সমস্ত জানিতে পারেন, ও তদনুযায়ি আচরণ করিয়া দুঃখ নিবারণ ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এই আকর্ষণ-শক্তি সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন দ্বারা যেমন অশেষ প্রকার ইষ্ট সাধন হয়, সেই রূপ তাহা লঙ্ঘন করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাও হয়। অশ্ব, রথ, ছাদ, সোপান, বৃক্ষ পর্ব্বতাদি হইতে পতিত হইলে হস্ত পদাদি ভঙ্গ ও প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্যক্ সম্ভাবনা আছে; অতএব পরমেশ্বর এই সমস্ত বিষম দুর্ঘটনা নিবারণার্থে কিপ্রকার উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করা অতি কর্ত্তব্য। অন্যান্য জন্তুও এই প্রবল শক্তির অধীন, পরমেশ্বর তাহারদিগের প্রকৃতিও তদুপযোগি করিয়াছেন। তিনি তাহারদিগকে অস্থি, মাংসপেশী, চক্ষু কর্ণাদি

ইন্দ্রিয়, সাবধানতা, ও অন্যান্য নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রদান করিয়া তাহারদের প্রকৃতি ও আকর্ষণী-শক্তি উভয়ের পরস্পর সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। সামান্যতঃ এই সমস্ত প্রবল উপায় থাকাতে তাহারদের সর্ব্বদা বিপদ্ ঘটিতে পায় না। আকর্ষণ-শক্তি দ্বারা যে জন্তুর অনিষ্ট ঘটনার অধিক সম্ভাবনা আছে, পরমেশ্বর তাহার সে দুর্ঘটনা নিবারণের সুন্দর কৌশল করিয়া দিয়াছেন। বানরের বৃক্ষ আরোহণ করা স্বভাব, অতএব জগদীশ্বর তাহারদের হস্ত, পদ, ও লাঙ্গূলে অপেক্ষাকৃত অধিক বল প্রদান করিয়াছেন ; তদ্দ্বারা তাহারা অবলীলা ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে শাখায় শাখায় গমন করে। যে সকল পক্ষি বৃক্ষ-শাখায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়, তাহারদের এ প্রকার এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল পর্য্যন্ত গিয়াছে, যে তাহা শরীরের ভার দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া তাহারদের পদদ্বয়কে বৃক্ষ-শাখায় সংযুক্ত করিয়া রাখে। ইহাতে যে পক্ষির শরীর যত ভারী হয়, ও তদনুসারে যাহার পতনের যত সম্ভাবনা থাকে, সে তত দৃঢ় রূপে বৃক্ষ-শাখায়

সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। বালুকাময় উষ্ণ ভূমিতে গমন করা উষ্ট্রের কর্ম্ম, এ নিমিত্ত তাহারা বিস্তৃত খুর প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা শ্লথ বালুকাতে তাহারদের পদ মগ্ন হইয়া অতিশয় ক্লেশকর হইত। মৎস্যদিগের উদরে এক বায়ুকোষ* আছে, তাহারা তাহার শৈথিল্য বা সঙ্কোচন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে জল মধ্যে ঊর্দ্ধ্ব বা অধঃ সঞ্চরণ করে।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভূমির আকর্ষণী শক্তির সহিত নীচ জন্তুদিগের প্রকৃতির অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন। কেবল মনুষ্যই কি পরম পিতার অপ্রিয় পাত্র? তিনিই কি কেবল ঐ দুর্দ্ধর্ষণীয় শক্তির অধীন থাকিয়া দুঃখ ভোগ করিতে জন্মিয়াছেন? পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ কথাকে নিমেষ মাত্রও মনেতে স্থান দেওয়া যায় না। তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও বিচিত্র কার্য্য। তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে প্রকারান্তর কৌশল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অব-

---

* মাছের পটকা।

গত হইয়া তদনুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে অবশ্য পশুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও এ বিষয়ে দুঃখ হ্রাস ও সুখ লাভ হয়। মনুষ্যেরও পশুদিগের ন্যায় অস্থি, মাংসপেশী, ধমনী*, দেহের সমসংস্থান জ্ঞান ও সাবধানতা বৃত্তি আছে, কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত বিষয় পশুদিগের সমান নহে, কারণ তাঁহার শরীরের আকার,স্থূলতা, ও ভারবত্ত্ব যেরূপ, তিনি তৎ পরিমাণে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত হয়েন নাই। কিন্তু জগদীশ্বর নির্ম্মিমিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তি প্রদান করিয়া তাঁহাকে এবিষয়ে পশুদের সমান, বরঞ্চ তাহারদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। পূর্ব্বে নিরূপণ করা গিয়াছে, যে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিই

---

* এই সকল নাড়ী শ্বেতবর্ণ। কপালস্থ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জার সহিত মুখ্যরূপে বা গৌণরূপে ইহারদের সংযোগ আছে; মন এই সকল নাড়ী দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমুদায় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ও ইচ্ছা মাত্র অঙ্গ সকল চালনা করিতে শক্ত হয়, এবং পাকস্থলী ও হৃদয়াদি যে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রের ব্যাপার ইচ্ছার আয়ত্ত নহে, বিশেষ বিশেষ ধমনীর শক্তি তাহারও উপর চালিত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি এবং সমুদায় বাহ্য বস্তুর স্বভাবও তাহার সম্যক্ উপযোগী। আকর্ষণ-শক্তির বিষয়ও তাহার এক উদাহরণ-স্থল। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা সপ্রমাণ হইবে, যে পৃথিবীর আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা যত ক্লেশ ঘটনা হয়, তৎ সমুদায় আমারদিগের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির প্রাধান্য ও বুদ্ধিবৃত্তি চালনার ত্রুটি প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে। শকট ভগ্ন বা গৃহ পতিত হইয়া লোকের অঙ্গভঙ্গ বা প্রাণবিয়োগ হইলে যদি অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে প্রায় দৃষ্ট হয়, যে সেই রথ বা গৃহ অতি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং শকট-নায়ক ও গৃহস্বামির অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা হওয়াতেই তাহার প্রতীকার হয় নাই। এইরূপ কত কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ভোগের আতিশয্য দ্বারা দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইয়া অট্টালিকার ছাদ, নৌকার গুণ-বৃক্ষ*, রথের শৃঙ্গ, মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষের শাখা হইতে পতিত হয়। অপরিমিত মাদক সেবন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের হ্রাস হওয়াতে এপ্রকার ভূরি ভূরি

* মাস্তুল।

দুর্ঘটনা সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। এমত স্থলে কেবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তির আতিশয্য মাত্র মনুষ্যের দোষ নহে, তিনি আপন শরীরের বল ও সমসংস্থান জ্ঞান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলেন, নির্ম্মিমিৎসা ও অনুমিতি বৃত্তির চালনা করেন না। দৈবাৎ পদ স্খলন হইলে যাহাতে একেবারে ভূতলে পতিত না হন এমত কোন উপায় করেন না। বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান ও বিবেচনা দ্বারা অবশ্য নানা কৌশল কল্পিত হইতে পারে। অট্টালিকার ছাদের প্রান্তভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্য করিতে হইলে, যদি এক ক্ষুদ্র শৃঙ্খলের এক প্রান্ত কটি দেশে লগ্ন করিয়া অপর প্রান্ত সেই ছাদের কোন স্থানে একটা কীলকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তবে নির্ভয়ে কর্ম্ম করা যায়, অথচ পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

ইহা যথার্থ বটে,যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ অদ্যাপি যেরূপ ভ্রান্তি-সঙ্কুল ও হীনদশান্বিত রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহারদের সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, সুতরাং এ বিবেচনায় মনুষ্যকে পশু অপেক্ষা দুর্ভাগ্য

বলিতে হয়। কিন্তু আমারদের অসম্যক্ বুদ্ধি চালনা ও অযথোচিত বিদ্যানুশীলনই ইহার এক মাত্র কারণ। মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায় যত দূর চালিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, এইক্ষণে কুত্রাপি তাহার অত্যল্পও সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না। মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতি, বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ,সেই সকল বস্তুর স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাতেই যথার্থ সুখোদয় হয় ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির চালনা করিলে অধিক আনন্দ অনুভূত হয়, এই সমস্ত বিষয় কোন্ দেশীয় লোকে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করিয়া থাকে? এপ্রকার অবস্থায় ভূমণ্ডলের বহু ভাগ যে কতক গুলি মুহ্যমান জড়বৎ বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণ, ও তজ্জনিত অশেষ প্রকার দুঃখ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন আমারদের মনোবৃত্তি সমুদায় পরস্পর সমঞ্জসীভূত থাকিয়া চেষ্টমান হইলেই সুখ সঞ্চার হয়, তখন তাহারদের অসামঞ্জস্য অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতা ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রবলতা দ্বারা যে দুঃখোৎপত্তি হয়, ইহা স্বভাব-সিদ্ধ বটে। এই সমস্ত দুঃখ

আমারদের মঙ্গলাভিপ্রায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। যখন আমরা বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ পাই, তখন তাহা সেই পরাৎপর পরম আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে "হে বিশ্বাধিপ! হে করুণাকর! আমি তোমার সুখাবহ নিয়ম আর লঙ্ঘন করিব না।" যৎ পরিমাণে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা তৎপরিমাণে সুখ দান করিবেন। কেবল মঙ্গলই সমুদায় বিশ্ব-কৌশলের প্রয়োজন, এবং যত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা সেই পরম প্রয়োজন সাধনার্থেই সঙ্কল্পিত। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেই নিয়মকে কখনও অশুভ নিয়ম বলা যায় না। পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তির প্রয়োজন অবগত হইয়া তদনুযায়ি ব্যবহার না করিলে বিপদ উপস্থিত হয়, একারণ তাহাকে অকল্যাণকরী শক্তি বলা কদাপি উচিত নহে। যদি পরমেশ্বর এই শুভকরী আকর্ষণী শক্তিকে নষ্ট করেন, তবে মহোচ্চ অট্টালিকাদি কম্পমান হয়, বৃক্ষ সমুদায় শিথিল হয়, মানব-

দেহ অত্যল্প কারণেই আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং সংসারের এইরূপ অন্যান্য সহস্র সহস্র প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠে। কার্য্য-কারণ-প্রণালী ক্রমে যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই হয়, এই যে পরম সুন্দর নিয়ম অবধারিত আছে, ইহারও অন্যথা হইয়া সমুদায় বিপর্য্যয় হইয়া উঠে। অতএব, যদি পরমেশ্বর কোন প্রিয় উপাসকের উপস্থিত বিপদ্ নিবারণার্থে সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, তবে পৃথিবীর অমঙ্গলের আর সীমা থাকিত না। ইহা হইলে আমারদের কোন কর্ম্মেরই নিয়ম থাকিত না। অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট আনন্দও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত, এবং অনুমিতি প্রভৃতি কত কত মনোবৃত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইত। যদি কার্য্য-কারণের নিয়মই না থাকিত, তবে তন্নিরূপণোপযোগি মনোবৃত্তি থাকাতেই বা কি ফল দর্শিত? এক্ষণে তাহার চালনা দ্বারা যে বিপুল সুখের সম্ভাবনা আছে তাহা এককালে রহিত হইত। এইরূপ আশা ও অপরাপর অনেক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হইবার প্রতিও সম্যক্ বিঘ্ন ঘটিত, এবং তদ্দ্বারা এক্ষণে

যে প্রকার সুখ লাভ করা যাইতেছে, তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হইত।

আকর্ষণী শক্তির ন্যায় অপরাপর প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয়েও বিচার করিলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। তৎসমুদায়ও প্রতিপালন করিলে সুখ লাভ হয়, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। কাহারও প্রতি পরমেশ্বরের কোন নিয়মের অব্যাপ্তি নাই, কাহারও প্রতি তাঁহার পক্ষপাত নাই। সকলেই সেই এক পরম পিতার সন্তান, সকলেই সেই এক বিশ্বাধিপের প্রজা। তিনি সকলকেই সমান স্নেহ করেন ও সকলকে সমান নিয়মে পালন করেন।

## শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে শরীরী বস্তু শরীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন গ্রহণ দ্বারা সজীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, হ্রাস ও ভঙ্গ হয়। পরমেশ্বর কি অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়ে জীব সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু তাহারদের সুখে কাল যাপন করা যে তাঁহার অভিপ্রেত, ইহাতে সং-

শয় নাই। তাঁহার এই অভিপ্রায় স্বীকার করিলে ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে তিনি তাহারদের সমুদায় শরীর পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সাধনের সম্যক্ উপযোগি করিয়াছেন। কোন শরীরি বস্তুর উত্তমতা সম্পাদন করিতে হইলে এই পরম শুভকর নিয়মত্রয় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য ; প্রথমতঃ যে বীজ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ থাকা উচিত, দ্বিতীয়তঃ আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত যথোচিত জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, অন্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনোপযোগি দ্রব্য সমুদায় সেবন করা আবশ্যক, তৃতীয়তঃ সমুদায় শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি যথা নিয়মে চালনা করা কর্ত্তব্য। যে সকল তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির পরমেশ্বরকে পরমমঙ্গলালয় বলিয়া জ্ঞান আছে, তাঁহারদিগকে সুতরাং ইহাও বিশ্বাস করিতে হয়, যে তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করিলে সমস্ত জীবের নিজ নিজ প্রকৃতি গুণেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম রাখিতে হয়, যে সমস্ত জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইতে পারে তিনি তাহারদের

প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদুপযোগি সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন। এই পরম কল্যাণকর বিষয়ের ভূরি ভূরি উদাহরণস্থলও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। জন্মাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও সুস্থকায় থাকে এমত অনেকানেক মনুষ্য দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে, এবং তদনুসারে মনুষ্যের আজন্ম মরণ পর্য্যন্ত সবল ও সুস্থ থাকিবার যে সম্যক্ সম্ভাবনা আছে, ইহা নিশ্চিত বোধ হইতেছে। নব-জীলণ্ড-দ্বীপস্থ লোকের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক্ সাহেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারি সমুদায় ব্যক্তি নব-জীলণ্ড দ্বীপে যত বার অবতরণ করিয়াছিলেন, তত বারই আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাবতীয় লোক তাঁহারদের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রান্ত দেখেন নাই। যাহারদের সর্ব্ব শরীর দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল, তাহারদের কোন অঙ্গে ক্ষত মাত্র ছিল না, এবং পূর্ব্বেও যে কখন কোন ক্ষত হইয়াছিল তাহারও কোন নিদর্শন দৃষ্ট হয় নাই। তাহারদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ

আহত হইলে বিনা ঔষধ প্রয়োগে তাহার আশু প্রতীকার হয়; ইহাও তাহারদের শারীরিক সুস্থতার প্রমাণ। উক্ত দ্বীপে ভূরি ভূরি কেশ-হীন ও দন্ত-হীন বৃদ্ধ লোক দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ বল-হীন ও জরাগ্রস্ত ছিল না। তাহারা বল ও পরাক্রমে তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহারদের ন্যায় স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। জল মাত্র তাহারদের পানীয়। তৎকাল পর্য্যন্তও সুরা রূপ বিষম বিষ পানে তাহারদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।

প্রায় সমস্ত দেশেই এরূপ অনেকানেক লোক দেখা যায় যে তাহারা দীর্ঘ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করে*। এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দেশীয় লোকেরা যেমন দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়াছে, এমত আর কুত্রাপি নাই। কোন মহাপাপ এদেশে প্রবেশ করি-

---

* জ, ক, প্রিচার্ড সাহেব তাঁহার "মানব বর্গের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তানুসন্ধান" বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতক গুলি দীর্ঘজীবি স্ত্রীপুরুষের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১০ বর্ষের অধিক পরমায়ু বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির বিষয় লেখা যাইতেছে।

য়াছে—পরমেশ্বরের কোন প্রবল আজ্ঞা ল-ঙ্ঘন হইতেছে—আমারদের কোন দারুণ দুরদৃষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার সংশয় নাই! অ-

---

ইউরোপীয় লোক

| বয়ঃক্রম | | ব্যক্তি সংখ্যা |
|---|---|---|
| বর্ষের অধিক | বর্ষের অনধিক | |
| ১১০ | ১২০ | ২৭৯ |
| ১২০ | ১৩০ | ৮৭ |
| ১৩০ | ১৪০ | ২৭ |
| ১৪০ | ১৫০ | ৯ |
| ১৫০ | ১৬০ | ৫ |
| ১৬০ | ১৭০ | ৪ |
| ১৭০ | ১৮০ | ৪ |
| তদ্ভিন্ন | | |
| ১৮৫ বৎসর বয়স্ক | | ২ |

ইউরোপ-জাত বা ইউরোপীয় বংশ-জাত আমেরিকাবাসি লোক

| | | |
|---|---|---|
| ১১০ | ১৩০ | ৭ |
| ১৩০ | ১৫০ | ২ |
| তদ্ভিন্ন | | |
| ১৫১ বৎসর বয়স্ক | | ১ |

আফ্রিকা খণ্ডের লোক

| | | |
|---|---|---|
| ১১০ | ১৩০ | ৬ |
| ১৩০ | ১৫০ | ৪ |
| ১৫০ | ১৭০ | ২ |
| তদ্ভিন্ন | | |
| ১৮০ | | ১ |

শ্চাৎ এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা যাইবেক, এক্ষণে যে প্রকরণ আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহার বিবরণ করা আবশ্যক।

মনুষ্য যে যাবজ্জীবন সুস্থ থাকিতে পারে তাহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মের কোন স্থলে অব্যাপ্তি নাই; এরূপ স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করা যদি আমারদের স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, তবে কোন ব্যক্তির ভাগ্যেই তাহা ঘটিত না। যদি এক ব্যক্তিকেও নীরোগ ও দীর্ঘজীবি দেখা যায়, তবে ইহা নিশ্চিত জানিতে হইবে, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে সকলেই তাদৃশ পরম সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

অনেকে স্ত্রীলোকের প্রসব-বেদনার উদাহরণ দিয়া কহেন, যে এ সংসারে মনুষ্য যে বিনা ক্লেশে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে; যেহেতু তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় হইলে প্রসব-কালে বেদনা ও তৎপরে দৌর্ব্বল্য ও পীড়া উপস্থিত হইত না। কিন্তু এ বিষয়েরও যত দূর জানা গিয়াছে, তদনু-

সারে বোধ হয়, যে এ যাতনাও পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা ও পর্য্যাটকেরা দেশ বিশেষের ইতর জাতীয় স্ত্রীদিগের প্রসব-বেদনা ও আনন্তরিক ক্লেশের বিস্তর লাঘব দেখিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। এলিসন্ সাহেব যে কয়েক উদাহরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। “১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্লণ্ডের অন্তঃপাতি এবর্ডিন নামক স্থানের এক স্ত্রী সন্তান প্রসবের ২।৩ দিবস পরে সেই শিশুকে পৃষ্ঠ দেশে লইয়া এক দিবসে প্রায় চতুর্দ্দশ ক্রোশ গমন করিয়াছিল। ফলতঃ প্রতি দিনই এ প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে। সচরাচর এ প্রকারও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে স্ত্রীলোকেরা শস্যক্ষেত্রে শস্যচ্ছেদন করিতে করিতে সহসা তথা হইতে অপসৃত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে, এবং কাহারও সহকার ব্যতিরেকে সন্তান প্রসব করিয়া কর্ম্ম-স্থানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দিবাবসান পর্য্যন্ত তথায় কর্ম্ম করে। কিঞ্চিৎ কৃশতা ও বিবর্ণতা ব্যতিরেকে তাহাদের মুখশ্রীতে আর কোন যাতনার চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকানেক স্ত্রী প্রসবান্তে

তদ্দিবসেই ৩।৪ ক্রোশ পথ চলিয়াছে, এমত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিয়মাতিচারি ধনাঢ্য লোকদিগের পরিবারে এ প্রকার বিষয় দুর্ঘট বটে, কিন্তু দুঃখি লোকদিগের মধ্যে এ সকল ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে। যখন এরূপ অনায়াস-সাধ্য প্রসবের ভূরি ভূরি স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন যে আমেরিকা খণ্ডের পূর্ব্বতন জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সমভিব্যাহারে বন পর্য্যটন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিবার এবং তাহাকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক অবিলম্বে স্বামির সমভিব্যাহারিণী হইয়া ভ্রমণ করিবার বিষয়ে যে সকল বৃত্তান্ত আছে, তাহা অবশ্য বিশ্বাস করা যাইতে পারে।”

লারেন্স সাহেব কহেন “পর্য্যাটকেরা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন, যে আমেরিকার আদিম লোক, নিগ্রো ও অন্যান্য অসভ্য জাতীয় স্ত্রীদিগের অত্যল্প প্রসব-বেদনা হয়। সামান্য ও লঘু আহার ও ক্রমাগত পরিশ্রম দ্বারা তাহারদের শরীর দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, এ প্রযুক্ত তাহারা সাতিশয় ভোগশালি অলস মনুষ্যদিগের ভোগ্য ভূরি ভূরি

এক্ষণে তাহার অজ্ঞাতসারে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। ইহাতে সর্ব্ব-দুঃখ-নিবারক ও সর্ব্ব-সুখ-দায়ক পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ভক্তিতে কাহার চিত্ত আর্দ্র না হইবে? অতএব, ইহা সম্যক্ সম্ভাবিত, যে মনুষ্য নিজ প্রকৃতি গুণে যাবজ্জীবন বল, স্বাস্থ্য, ও শারীরিক ও মানসিক সুখ প্রাপ্ত হইতে পারেন। তথাপি কি কারণে এই সমস্ত শুভ সাধন না হইতেছে, তাহার অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে বীজ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষ বা প্রাণী সুন্দররূপ সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় না। ক্ষত, বা নিস্তেজ, বা জীর্ণ বীজ বপন করিলে তদুৎপন্ন বৃক্ষও তেজোহীন হয়, ও অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণির বিষয়েও এনিয়মের কিছু ইতর বিশেষ নাই। মনুষ্যেরা কি এ নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন? পালন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত তাহার সত্তাও স্পষ্ট রূপে নিরূপিত করিতে পারেন নাই। যদিও অস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত হইয়াই

না করিলে কিরূপে তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়? শারীরস্থান ও শারীরবিধান যথা নিয়মে শিক্ষা না করিলেই বা কি প্রকারে শারীরিক প্রকৃতি জানিতে পারা যায়? আর বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত শরীরের কি রূপ সম্বন্ধ তাহা অবগত হওয়া উচিত, এবং তৎ সাধনার্থে ঐ সকল বস্তুর সত্তা ও গুণ সমুদায় জ্ঞাত হওয়া, ও পরীক্ষা দ্বারা মানব দেহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। আমরা এই সমুদায় বিষয় যত সম্পন্ন করিতে পারিব, ততই, পরমেশ্বর আমারদের শারীরিক কার্য্য সাধন ও সুখ বিধান নিমিত্ত যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব, এবং ততই তাঁহার পরাৎপর মঙ্গলকর পরম-সুখ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইব।

যথা নিয়মে শারীরিক শক্তি সমুদায় চালনা করা তৃতীয় শারীরিক নিয়ম। মনুষ্য অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এনিয়মেও অবহেলা করিয়া তাহার প্রতিফল রূপ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। দেখ, কত শত ব্যক্তি ব্যায়াম বা প্রকারান্তরে অঙ্গ চালনা

ক্রমে ক্রমে দৃঢ়িষ্ঠ ও পুষ্ট হইয়া কার্য্য-তৎপর হয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে, মস্তিষ্ক চালনা করিলে তাহার রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়*, এবং তৎসম্বন্ধ ধমনী সমুদায় সবল ও সতেজ হইয়া আর আর অঙ্গের সুস্থতা বিধান করে, কারণ স্বস্ব ধমনীর প্রচুর প্রভাব ব্যতিরেকে কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিলাভ হয় না। অতএব কায়িক কুশলের নিমিত্তেও মনোবৃত্তি সমুদায় চালনা করা আবশ্যক। বিদ্যা চর্চ্চা, শিল্প কর্ম্ম, বিষয় কার্য্য, এবং লৌকিক ও সাত্ত্বিক যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলে আমারদের সমুদায় মনোবৃত্তি সব্যাপার হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের চালনা ও স্বাস্থ্য

* ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাশীশ স্ত্রীর কপালের অর্দ্ধভাগ উদ্ঘাটিত হওয়াতে তাহার মস্তিষ্ক দৃষ্টি-গোচর হইত; পিয়র্কুইন্ নামক এক ডাক্তর তাহার চিকিৎসা করেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে যৎকালে ঐ স্ত্রী অকাতরে নিদ্রা যাইত, তখন তাহার মস্তিষ্কও স্পন্দহীন হইত; যখন নিদ্রিত থাকিয়া স্বপ্ন দর্শন করিত, তখন চঞ্চল ও স্ফীত হইত এবং যখন সম্যক্ জাগ্রৎ থাকিত ও বিশেষতঃ যখন বিষয় বিশেষে প্রগাঢ়রূপ উৎসাহ পূর্ব্বক কথোপকথন করিত, তখন তদপেক্ষায় অধিক উচ্চ হইয়া উঠিত। কূপর ও ব্লুমেন্‌বেক্ নামক ডাক্তরেরাও অনেক স্থলে এইরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন।

বিধান হয়। তদ্বিষয় সাধনার্থে মনুষ্যের বাল্যাবস্থাতে তাঁহাকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তি সমুদায়ের যথোচিত বর্দ্ধন ও শাসন করা উচিত; এবং যাহাতে গুরুতর কল্যাণকর কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে হয় এপ্রকার অবস্থায় তাঁহাকে স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ শিক্ষাতেই বালকের যথার্থ উপকার হয়, এবং এই প্রকার সম্পাত্তিতেই তাহার যথার্থ সুখ সঞ্চয় হয়।

এই মস্তিষ্ক রূপ মানস যন্ত্র সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিলে আর এক উপকার আছে। মনোবৃত্তি চালনার প্রকারানুসারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তৎপাঠেই প্রতীতি হইবে। বিপদ্ ও অপমান উপস্থিত হইলে আমারদের সাবধানতা, আত্মাদর, ও লোকানুরাগপ্রিয়তা এই সকল বৃত্তি যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া মহা ক্লেশানুভব হয়, এবং তদ্দারা হৃদয়, পাকস্থলী ও তদনুষঙ্গে অন্যান্য অঙ্গও অসুস্থ হয়, ক্ষুধা-মান্দ্য হয়, এবং সর্ব্ব শরীর ক্ষয় পাইতে থাকে। কিন্তু

যখন মনোবৃত্তি চালনায় ক্লেশানুভব না হইয়া মনস্তুষ্টি জন্মে, তখন সর্ব্ব শরীরের স্ফূর্ত্তি ও সুখানুভব হইয়া সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, এবং তখন যে সকল মনোবৃত্তির যুগপৎ চালনা করা যায়, তাহার সংখ্যা ও প্রাবল্যানুসারে দেহের স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য বিধান হয়। যদি কোন দিবস অলস ও অবসন্ন শরীরে উপবিষ্ট বা নির্জীব-প্রায় শয়ান হইয়া থাকি, আর তখন যদি প্রবাসী পুত্র বহু দিবসের পর গৃহে প্রত্যাগমন করে, অথবা যদি অকস্মাৎ এরূপ সংবাদ পাই, যে কোন পরম মিত্র মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার উদ্ধারার্থে আমার আশু উদ্‌যোগী হওয়া আবশ্যক, তবে তৎক্ষণাৎ আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে থাকি। আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি, উপচিকীর্ষা, অপত্যস্নেহ বা আসঙ্গলিপ্সা, লোকানুরাগপ্রিয়তা ইত্যাদি যে সকল বৃত্তি পূর্ব্বে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহারা সচেষ্ট হইয়া মনেতে উৎসাহ দান ও শরীরে বলাধান করে। যৎকালে কেহ প্রফুল্ল চিত্তে মহোৎসাহ

সহকারে আমোদ-পরায়ণ থাকেন, অথবা কোন বৈষয়িক বা উৎসব-ঘটিত ব্যাপারে সাতিশয় নিবিষ্ট থাকেন, আর যদি অকস্মাৎ পুত্রশোকের সমাচার বা প্রাণাধিক প্রিয় পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল আনন্দ ও সমুদায় উৎসাহ নষ্ট হয়; তিনি শোকে পীড়িত, বিবর্ণ ও নিতান্ত বল-হীন হইয়া ভূতলে পতিত হয়েন, এবং ক্রমে ক্রমে অবসাদ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকেন। এবিষয়ের আর এক সুন্দর উদাহরণ দিতেছি। স্পার্মান্ নামক এক ব্যক্তি পোতারূঢ় হইয়া দেশান্তর গমন করিতেছিলেন; পথমধ্যে মাংসাভাব হওয়াতে তাঁহার লোকেরা অতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহারদিগের প্রার্থনা ক্রমে তিনি লোক সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ার্থে এক বনাকীর্ণ দুর্গম পর্ব্বতে গমন করিলেন। কিন্তু তাহারা আরোহণ-ক্লেশ ও প্রখর রৌদ্র ভোগে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে গতি-শক্তি-রহিত-প্রায় হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এমত কালে দূর হইতে

এক মৃগ দর্শন করিবা মাত্রে তাহারদের নিঃশেষে আলস্য ত্যাগ ও শরীরে বলাধান হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সকলে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া মৃগ পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও সেই মৃগকে লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি বন্দুক করিতে লাগিল।

যদি কোন পৈতৃক-ধনাধিকারী ব্যক্তি ভোগাসক্ত ও আলস্য-পরবশ হইয়া বিদ্যা বিষয়ে ও সাংসারিক হিতার্থে কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত না থাকেন, এবং ব্যায়াম ও শাস্ত্র চিন্তাদি কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম না করেন, তবে তিনি পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের সম্যক্ প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন। শরীর সঞ্চালন না করাতে তাঁহার ক্ষুধা-মান্দ্যাদি নানা প্রকার শারীরিক রোগ উপস্থিত হয়, এবং মানসিক চেষ্টা না করাতে শরীরের উপর মনের প্রভাব ব্যাপ্ত না হইয়া সেই সকল রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে কায়িক ও মানসিক শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হয়; কার্য্য-দ্বেষ, অস্বাস্থ্য, অস্থৈর্য্য, অবসাদ ও অন্যান্য শত শত প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়, এবং অবশেষে তাঁহার

জীবন ধারণ করা কেবল ক্লেশের বিষয় হইয়া উঠে। একারণ অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই বৈদ্য সংসর্গ ও ঔষধ সেবন করিতে দৃষ্টি করা যায়। ইহা লিখিতে লিখিতে স্বদেশীয় কোন কোন ধনি সন্তানের অত্যন্ত অবিহিত চরিত্র অন্তঃকরণে স্পষ্ট রূপে অবভাসিত হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করা তাঁহারদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। সূর্য্য যখন গগণ মণ্ডল আরোহণ পূর্ব্বক প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক্ আলোকপূর্ণ করেন, তখন তাঁহারদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান হয়; পরে অতি মৃদুভাবে অল্পে অল্পে অবশ্য-কর্ত্তব্য নিত্য ক্রিয়া সমস্ত সমাপন করিতে করিতেই সূর্য্য মস্তকোপরি প্রখর কর বর্ষণ করিতে থাকে; তদনন্তর যৎকিঞ্চিৎ অনায়াস-সাধ্য কর্ম্ম ও স্নান ভোজন করিয়া শয্যায় গাত্রপাত পূর্ব্বক আলস্য ত্যাগ করিতেই দিবাবসান হয়। আহা! ভোজনে তাঁহারদের তৃপ্তি জন্মে না, ও শরীরে স্বচ্ছন্দতা বোধ হয় না। প্রায়ই ক্ষুধা-মান্দ্য আছে —অতি সুস্বাদ দ্রব্যও তাঁহারদের বিস্বাদ জ্ঞান হয়। এইরূপ কোন ক্রমে কাল হরণ করা

তাঁহারদের নিত্য-ব্রত হইয়া উঠে। তাঁহারা দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্য বিস্তর অহিতাচরণ করেন। হা! তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেই এইরূপ অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন। ইহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে আমারদের দেশের সমুদায় লোকই কোন না কোন বিষয়ে পরমেশ্বরের নিকট অত্যন্ত সাপরাধ আছেন, নতুবা আমারদের এমত দুর্দ্দশা কেন ঘটিবেক?

যত প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনা করা যায়, ততই নির্ম্মল ও প্রগাঢ় সুখের উদয় হয়; অতএব উত্তমোত্তম বিষয়ে উৎসাহ সহকারে যথা নিয়মে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের চালনা রাখিলে মানসিক বীর্য্য ও শারীরিক স্বাস্থ্য সাধন পক্ষে বিস্তর উপকার হয়।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের যেরূপ বিচার করা গেল, তাহাতে যাঁহার বুদ্ধির লেশ মাত্রও আছে, তিনি আর কখনই আলস্যকে সুখকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না এবং নিয়মানুযায়ি শরীর ও মনোবৃত্তি চাল-

মাকে জগদীশ্বরের প্রসাদ-লব্ধ পরম সুখ-ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই কহিতে সমর্থ হয়েন না। নিয়মাতিক্রম পূর্ব্বক শরীর ও মন চালনা করিলে ক্লেশ হয় বলিয়া নিয়মিত পরিশ্রম ও চিন্তাকে গর্হিত কহা কখনই উচিত নহে। নিয়মিত পরিশ্রমকে দুঃখ-জনক মনে করা কেবল মূর্খতার কর্ম্ম।

আমরা চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি লোকের রোগ, শোক,জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি, যদি তাহার প্রত্যেকের কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তবে তৎ সমুদায় যে সেই সেই লোকের অপরাধের ফল,—পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদের কল্যাণার্থে যে সকল হিত-জনক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবার ফল, ইহার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অবধারিত জানা উচিত, যে পরমেশ্বর কোন অনির্দ্দেশ্য অলৌকিক কারণে দুঃখ প্রদান করেন না, এবং লৌকিক কার্য্য কারণ বিবেচনা না করিয়া কোন বোধাতীত মনঃ-কল্পিত ব্যাপারকে ক্লেশ নিবারণের উপায় মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলেও উপস্থিত দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, ও শক্ত

বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার স্তুতি করিলেও তিনি কদাপি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া ভক্তের অনুচিত প্রার্থনা পূর্ণ করেন না। এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের অনেকানেক নগরে অত্যন্ত মরক হইত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় চার্ল্‌স নামক রাজার রাজত্ব কালে লণ্ডন নগরে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালের লোকে মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনায় বা ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্বের বিবরণ করা গিয়াছে, তদনুসারে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন ইহার মুখ্য কারণ। তখন, লণ্ডন নগরের পথ সকল প্রশস্ত ছিল না, লোকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও অভ্যাস ছিল না, দুর্গন্ধ দূরীকরণের ও যথেষ্ট জল প্রাপ্তির উপায় ছিল না, এবং তাহারা পুষ্টিকর অন্নও প্রাপ্ত হইত না। ঐ মরকের কিছু দিন পরেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া তথাকার বিস্তর গৃহ দগ্ধ হওয়াতে পথ সকল পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত করিবার সুযোগ হইল,

তদ্ভিন্ন তত্রত্য লোকেরাও ক্রমে ক্রমে বস্ত্র গৃহা-দি পরিষ্কৃত রাখিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে, পূর্ব্বে যেরূপ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া আসিতেছিল, তাহার অনেক নিবারণ হওয়াতে তদবধি লণ্ডন নগরে আর তদ্রূপ মারী ঘটনা হয় নাই।

পূর্ব্বে এডিন্‌বরা নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে কতক স্থান এ প্রকার অস্বাস্থ্যকর ছিল, যে প্রতি বৎসর বসন্ত কালে তথাকার কৃষকদিগের কম্পজ্বর হইত। তাহারা মনে করিত, পরমেশ্বরের বিড়ম্বনাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। পরে, যখন তথাকার প্রবাহ-শূন্য পীড়াদায়ক জলাশয় সকল শোধিত হইল, সুনিয়মানুসারে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমুদায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হইল, এবং দ্বার সন্নিধানে যে সকল দুর্গন্ধময় রাশীকৃত আবর্জ্জনা থাকিত তাহা দূরীকৃত হইল, তখন পূর্ব্বকার সমুদায় রোগ তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া সে স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল।

ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কত দুঃখ হয়, তাহা এদেশ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই

সম্যক্ রূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। পল্লী-গ্রামের অপেক্ষা কলিকাতার লোক যে অধিক দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম দুঃখদায়ক দুরবস্থা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাহার যথার্থ কারণ অবধারণ করা যায়। পূতিগন্ধিক জল-প্রণালী, স্থানে স্থানে রাশীকৃত জঞ্জাল, সংকীর্ণ স্থানে বাস, অস্বাস্থ্য-দায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি ভূরি ভূরি কারণে কলিকাতার লোক রুগ্ন ও জীর্ণ-শরীর হয়। এই রাজধানীর যে অংশে এদেশীয় লোকের বসতি, তাহার জল-প্রণালী সকল ইষ্টক-বদ্ধ ও সমতল নহে; তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত্ত হইয়া তাহাতে যে সমস্ত দু-র্গন্ধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কথনই সম্যক্ রূপে নির্গত হয় না। ঐ সকল মল-পূর্ণ দুরা-ঘ্রেয় জল-প্রণালী কদাপি পরিষ্কৃত হয় না, একারণ তাহা হইতে অনবরতই বিষ-তুল্য বাষ্পোদ্গম হইয়া লোকের নানা প্রকার রোগোৎপত্তি করে। তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে যে সকল অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাও বিষম অনিষ্টদায়ক। তৎ সমুদায় বর্ষা কালে জল-পূর্ণ হয়, তটস্থ তৃণ ও গলিত ক্ষুদ্র পত্র

ও নানাবিধ মৃত জন্তু তাহাতে মগ্ন হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং অনন্তর তাহার জল যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণ-ঘাতক বাষ্প নির্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে মরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে নগর মধ্যে সুনির্ম্মল স্বাস্থ্যকর জলাভাবে যৎপরোনাস্তি অকল্যাণ ঘটিতেছে। সর্ব্ব সাধারণের পানীয় যে গঙ্গাজল তাহা সামান্যতই অস্বচ্ছ ও পীড়াদায়ক দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ ৩।৪ মাস যেরূপ কর্দ্দমান্বিত লবণাম্বু হয়, তাহা পান করিলে সদ্য মৃত্যুর সম্ভাবনা। বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এ প্রযুক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়া রাখেন; দুঃখি ও মধ্যবর্ত্তি লোকদিগকে সুতরাং গঙ্গাজল ও নিকটবর্ত্তি অপকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে যে কলিকাতার অধিক লোককে সর্ব্বদা পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষ পানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে?

যাহারা কলিকাতা রূপ কারাগারে রুদ্ধ আছে, তাহারদের জীবন স্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন দুষ্কর, যথেষ্ট নির্ম্মল বায়ু লাভ তদ-

বলা যায়? শক্তি সত্ত্বে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা না করা, আর স্বহস্তে খড়্গ প্রহারে কাহারও মুণ্ডচ্ছেদ করা উভয়ই তুল্য। রাজ-পুরুষেরা এ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণার্থ কতিপয় কমিস্যনর নিয়োগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল হইল। কমিস্যনরেরা স্বকীয় পদ গ্রহণ করিয়া কেবল সর্ব্বসাধারণের হাস্যা-স্পদ হইয়াছেন। গতানুশোচনা করা বৃথা। এক্ষণে রাজপুরুষদিগের এ বিষয়ে সম্যক্ রূপ মনোযোগি হইয়া প্রতি বর্ষে সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু ও লক্ষ লক্ষ লোকের ক্লেশ ঘটনা নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেবল আত্ম-শরীর বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘ-ন করাতে ভূমণ্ডল যে প্রকার দুঃসহ দুঃখা-নলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ করা গেল। এক্ষণে তদনুরূপ অন্য প্রকার দুঃখ রাশির কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে প-রম সুখোদ্দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাত-নার মূল হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব, অসম-বুদ্ধি ও বিপরীত-মতাবলম্বি স্ত্রীপুরু-

কুসংস্কারাবিষ্টা পত্নী তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্য রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উভয়ের অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় পদার্থও অন্যের উপেক্ষা ও অনাদরের আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এ দেশীয় বিদ্যাবান্ যুবক মণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও দুষ্প্রবৃত্তিরও কারণ হইয়াছে।

এইরূপে, সর্ব্ব বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহারদের পণ, কোন বিষয়েই তাহারদের ঐক্য থাকে না!—তাহারদের অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল ও অন্তরিক্ষেও তত অন্তর নহে! কোন অপরিচিত ব্যক্তির—কোন অজ্ঞাত-কুল-শীল মনুষ্যের—কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ—একাত্ম স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার নিকটে সে সকল কথার প্রসঙ্গও করিবার সম্ভাবনা নাই! কি আক্ষেপের বিষয়! যৎ সামান্য সাংসারিক কথা এবং কোন ইতর সুখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎ সন্নিধানে আর কোন

বিষয়েরই উত্থাপন করিবার উপায় নাই! বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখ-জনক কোন নূতন প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয়-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে সুলভ-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিবাদ রূপ বিষম বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এই সকল কারণে স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা বলা যায় না; তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব, এ বিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখি হইয়া

বিষয়েরই উত্থাপন করিবার উপায় নাই! বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব, সংসারের সুখ-জনক কোন নূতন প্রথা সংস্থাপন ইত্যাদি হৃদয়-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন সকল তাহার নিকটে প্রকাশ করা যায় না। ইহাতে এমন যে সুলভ-সুখ সংসার ধাম, তাহাও বিবাদ রূপ বিষম বিষ-দূষিত হইয়া সর্ব্বদাই দুঃখ রূপ দারুণ রোগের উৎপত্তি করে।

এই সকল কারণে স্ত্রী লোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্য্যন্ত আবশ্যক, তাহা বলা যায় না; তৎপক্ষে যে শত শত যুক্তি আছে, তন্মধ্যে ইহাকেও এক অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব, এ বিষয়ে পিতা মাতার উপর কি গুরুতর ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র বিবেচনা না করিয়া সন্তানের বিবাহ দেন, তাঁহারা পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তদ্দ্বারা সংসার রূপ অপার সাগরের দুঃখ-প্রবাহ প্রবল করিতেছেন, এবং আপনারাও সন্তানের দুঃখে দুঃখি হইয়া

নিকটে ক্রন্দন করি ? কেবা আমারদের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে? চৈতন্য-শূন্য বৃক্ষ বা নির্জীব পর্ব্বত সন্নিধানে রোদন করিলে কি হইবে ? জন্মান্ধের নিকটে পরম মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলোদয় হইবে? কত কালে আমারদের দেশস্থ লোক এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন!

অবৈধ পাণিগ্রহণের ফল কেবল দম্পতীর দুঃখ ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলও তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে।

ইহা এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, যে পিতা মাতার শরীর সুস্থ ও সবল হইলে সন্তানও তদনুরূপ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্বিপরীত হইলে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয়। সর্ব্ব সাধারণেই অবগত আছেন, যে শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আইসে, এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে কোন কোন পরিবারে অন্ধতা রোগ

ও অঙ্গ-বৃদ্ধিও পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদিক্রমে অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে। এই বাঙ্গলা দেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হওয়াতে তাহারদিগের সন্তান-পরম্পরারও সেইরূপ অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। অতএব, সন্তানেরা পিতা মাতার বিষয় সহকারে তাঁহারদের শারীরিক রোগেরও অধিকারি হয়। ফলতঃ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ না হউক, পিতা মাতার এরূপ রোগার্হ দুর্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, যে শারীরিক নিয়মের অত্যল্প ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া জন্মে। কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিরা পুরুষানুক্রমে দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টামস্ পার্ নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার এক পুত্র ১০৯, এক পৌত্র ১১৩, এবং এক প্রপৌত্র ১২৪ বৎসর জীবিত ছিল। স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতি গ্লাস্গো নগরের এক স্ত্রী ১৩০ বৎসর বয়ঃক্রমেও সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছিল। তাহার পিতা ১২০ এবং পিতামহ ১২৯ বৎসরে পরলোক প্রাপ্ত হয়।

শরীরের অপরাপর অঙ্গের ন্যায় কপালস্থ মস্তিষ্ক-রাশি এবং তদনুসারে মনোবৃত্তি সমুদায়ও পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইয়া আইসে। এইরূপে, জনক জননীর জ্ঞান-জ্যোতিঃ স্বকীয় সন্তানে অবভাসিত হয়, এবং এই রূপেই তদীয় পুণ্যবল সন্তানেতে প্রকাশ পায়। যদি পিতা মাতা উভয়েই অতি দুঃশীল ও বুদ্ধি অংশে অত্যন্ত হীন হয়েন, তবে তাঁহারদের সন্তানদিগকে কখনই পরম ধার্ম্মিক ও বিশিষ্টরূপ বুদ্ধিমান্ হইতে দেখা যায় না। কোন কোন পরিবারের প্রায় সমস্ত ব্যক্তিকেই চৌর্য্য-ক্রিয়া, প্রতারণা, মিথ্যা কথন, মদমত্ততা আত্ম হত্যা বা অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হইতে দেখা যায়। ডাক্তর গাল্ সাহেব আত্ম হত্যার বিষয়ে এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। পারিস্-নগর-নিবাসী এক বণিক্ সাত পুত্র ও তাহারদের ভরণ পোষণোপযোগি বিষয় রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। তাহারদের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, শরীর সুস্থ ছিল, কোন উদ্বেগের বিষয় ছিল না। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে কেমন দুর্দ্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সক-

বৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, দীর্ঘতা, হ্রস্বতা, কৃশতা প্রভৃতির ন্যায় মনেরও সকল প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে পুরুষানুক্রমে এক রূপ হইয়া আইসে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সকল দেশেই দৃষ্টি করা যায়। এমন কি, এই অখণ্ডনীয় নিয়ম বশতঃ জাতি বিশেষের বিশেষ বিশেষ গুণ বা দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালিদের অনৈক্য ও ভীরু স্বভাব, শিখদিগের বীর্য্য ও সাহস, ইংরাজদিগের দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, কাফ্রিদের বুদ্ধিহীনতা ইত্যাকার এক এক জাতির এক এক প্রকার স্বভাব কাহার না বিদিত আছে? মনুষ্যদিগের স্বজাতীয় স্বভাব প্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় করা দূরে থাকুক, তাহা এ প্রকার স্থায়ী যে পরিবর্ত্তিত হওয়া সুকঠিন। সকল জাতীয় লোকের পুরাবৃত্তই এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশেষতঃ য়িহুদিরা ইহার যেমন দৃষ্টান্ত-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা বহু কালাবধি ভূমণ্ডলের নানা ভাগে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্ব স্থানেই তাহারদের আকৃতি প্রকৃতি ও ভাব ভক্তি এক প্রকার দেখা যায়। তিন শত বৎসর

ও তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার য়িহুদিদিগের চিত্রময় প্রতিরূপ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,তাহার সহিত এক্ষণকার য়িহুদিদিগের মুখশ্রীর কিছু মাত্র বিভিন্নতা নাই। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের এক মিশর দেশীয় রাজার সমাধি-স্থানে তাহারদের যেরূপ চিত্রময় প্রতিরূপ ছিল, তাহা দেখিয়া ডাক্তর এডোয়ার্ড সাহেব কহিয়াছিলেন, “ কল্য আমি লণ্ডন নগরে যে সকল য়িহুদিকে দৃষ্টি করিয়াছি,বোধ হইল এক্ষণে তাহারদেরই প্রতিরূপ দর্শন করিতেছি। তাহারদের শরীরের ন্যায় মনের ভাবও সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব স্থানে একরূপ হইয়া আসিতেছে। তাহারদিগের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে অতি পূর্ব্বকালীন য়িহুদিদিগের অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল, এক্ষণেও যে তাহারদিগের এই দুই বৃত্তি অতি বলবতী তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তাহারা কি ইউরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা যে খণ্ডে যে স্থানে বাস করুক, অর্থোপার্জ্জনকেই প্রধান পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া যাবজ্জীবন তদনুযায়ি কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে। যদি জনক জননীর পৈতৃক বা স্বো-

পার্জ্জিত সম্পত্তির ন্যায় তাঁহারদের শারীরিক ও মানসিক গুণাগুণও সন্তানে না বর্ত্তিত, তবে এক এক দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের এক এক প্রকার প্রকৃতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত হইত না। বস্তুতঃ, লোকের স্বভাব বাস্তু ভূমির গুণ এবং সন্তানোৎপাদনের নিয়মের উপর সম্যক্ নির্ভর করে। আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা নিরুপদ্রব ভীরু-স্বভাব ছিলেন, আমরাও তদনুরূপ বা তদপেক্ষায় অপকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমারদিগের সন্তানেরাও আমারদের স্বভাব ও চরিত্রের উত্তরাধিকারি হইবেক। যাবৎ পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়া তৎ প্রতিপালন দ্বারা এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা না করা যাইবে, তাবৎ আমারদের এ স্বভাব এবং এইরূপ অন্যান্য ভূরি ভূরি কুস্বভাব নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা নাই।

পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে এরূপ স্থির করা উচিত নহে, যে সন্তান অবাধে জনক জননী উভয়েরই মিলিত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারদের দোষ ত্যাগ ও গুণ

ভাগের অধিকারি হয়, ফলতঃ ইহাই প্রামাণিক বোধ হয়,যে পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক গুণ এবং অপত্যোৎপাদন কালে তাঁহারদের যে সকল মনোবৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, তাহাই অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়। এই নিয়মের শেষার্দ্ধ সংস্থাপন পক্ষে ৩।৪ টি বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কারণ বিশেষ দ্বারা শারীরিক প্রকৃতির অন্যথাভাব ঘটিলে তাহাও সন্তানেতে বর্ত্তিতে পারে। পিতা মাতার হস্ত পাদে অধিকাঙ্গুলি ও লিপ্তাঙ্গুলি হইলে সন্তানও যে তদনুরূপ অধিকাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ হয়, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তির প্রথম পুত্র যথাবৎ ধীর ও সুস্থমনা হইয়াছিল; তদনন্তর অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া তিনি শিরোদেশে আহত ও বিচলিত-চিত্ত হন, তদবস্থায় তাঁহার যে দুই সন্তান জন্মে দুটিই জড় হয়; অবশেষে চিকিৎসা দ্বারা প্রতীকার হইলে তাঁহার আর দুই সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারদের কাহারও চিত্ত-বৈকল্য ও বুদ্ধি-ভ্রংশ হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। অভ্যাস বশতঃ যেমন আশ

কুক্কুরাদির ভোজন গমন মৃগয়াদি বিষয়ে প্রকৃতি-সিদ্ধ ব্যবহারের অন্যথা হইলে তাহারদের শাবকেরাও তত্তৎ বিষয়ে স্বস্বপিতা মাতার অনুবর্ত্তি হইয়া চলে। তদনুসারে ইহাও সম্ভাবিত বোধ হয়, যে মনুষ্যেরাও পিতা মাতার অভ্যাস-কৃত গুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ।—স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সসত্ত্বা থাকে, তাহারদের তৎকালীন মানসিক ভাবানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ, যখন জরায়ু শয্যায় থাকিয়া জীবের অবয়ব সংস্থান হইতে থাকে, তৎকালে মাতার মনোমধ্যে কোন প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইলে, তদ্দ্বারা সন্তানের স্বভাবেরও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবার সম্ভাবনা। স্কট্‌লণ্ড দেশীয় এক চর্ম্মকারের পত্নী সসত্ত্বাবস্থায় আপন আলয়ে এক জড়কে দেখিয়া অতিশয় চমকিত হইয়াছিলেন; তিনি কহিতেন "ঐ জড়ের মূর্ত্তি আমার এ প্রকার প্রগাঢ়রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল, যে আমি তাহাকে বিস্মৃত হইয়া অন্য-মনস্কা হইতে পারিলাম না।" পরে সেই গর্ভে তাঁহার যে সন্তান জন্মিল, সেও

তদ্ভিন্ন ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে, যে পরিবার মধ্যে দৈবাৎ এক জন মূক ও বধির হইলে তৎপরে অন্য অন্য যাহারা জন্মে, তাহারাও সেইরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়। কিছু কাল পূর্ব্বে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত হইয়াছিল, যে তৎকালে আয়র্লণ্ডদ্বীপে অনেকানেক পরিবারেই দুই, তিন, বা চারি করিয়া মূক ও বধির ছিল। কোন কোন পরিবারে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাঁচ, সাত, ও দশ জনও ছিল, এবং এক যুদ্ধ-ব্যবসায়ি দরিদ্র ব্যক্তির বংশে উপর্য্যুপরি মূক ও বধির দশ সন্তান জন্মে। তদ্ব্যতীত ইংলণ্ড ও স্কট্লণ্ড প্রভৃতি অপরাপর অনেক দেশে এইরূপ বিষম যন্ত্রণা জনক ভূরি ভূরি ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

স্কট্লণ্ড দেশে অন্ধের বিষয়েও এই প্রকার সমূহ স্থল উপস্থিত হইয়াছে। তথাকার কোন ব্যক্তির ছয় সন্তান জন্মে; দুই পুত্র, চারি কন্যা। পিতা মাতার নেত্র রোগ মাত্র ছিল না, এবং পুত্র দুইটিও চক্ষুষ্মান্ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যা গুলি সমুদায়েরই অন্ধ হয়। এক পরিবারস্থ চারি সন্তানের তিনটি একরূপ চক্ষুঃ পীড়ায় পীড়িত হয়।

গ্রন্থকর্ত্তারা এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, এবং যদিও তদনুসারে এই অনুভব করেন, যে গুর্ব্বিণী স্ত্রী অন্ধ বধিরাদি দৃষ্টি করিলে তদ্দ্বারা তাঁহার মানসিক ভাব বিশেষের প্রগাঢ়তা হইয়া সেই বারের সন্তানও তদনুরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়, কিন্তু বোধ হয়, এবিষয়ের চরম সিদ্ধান্ত করিবার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। তবে স্ত্রীলোকের অন্তঃসত্ত্বা কালীন শরীর ও মনঃ সম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে সন্তানের শুভাশুভ প্রকৃতি হওয়া অবশ্যই সম্ভবে। অতএব, এদেশীয় লোকেরা যে সগর্ভা স্ত্রীদিগের আতঙ্ক প্রাপ্তি ও অন্য কোন বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কায় তাহারদিগকে কোন স্থানে এবং বিশেষতঃ বন্ধুর ভূমিতে একাকী গমন করিতে দেন না, এ ব্যবহার প্রামাণিক ও প্রশংসনীয় বটে।

চতুর্থতঃ সন্তান পিতা মাতার শারীরিক ও মানসিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদায়ও প্রাপ্ত হন। অপত্যোৎপাদন কালে পিতা মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার শরীর ও মনের যাদৃশ ভাব থাকে, সন্তানের স্বভাবও কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। ইহা কাহার অবিদিত আছে,

যে পাঁচ সহোদরের মধ্যে কেহ নম্র, কেহ উগ্র, কেহ লোভি, কেহ ভোগাসক্ত, কেহ বা পরম ধার্ম্মিক শান্ত-স্বভাব হয়। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে সন্তানোৎপত্তি কালে পিতা মাতার মানসিক অবস্থা বিশেষই সন্তানদিগের এরূপ প্রকৃতি ভেদের প্রধান কারণ। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়া যত গুলি কন্যা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই পানাসক্ত, এবং সেই দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিলে পরে তাঁহারদের যত সন্তান জন্মিয়াছে, সকলেই এবিষয়ে নিতান্ত নিষ্পৃহ। কলিকাতার কোন কোন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিই যে মদ্যপায়ি হয়,পৈতৃক দোষ ও কুদৃষ্টান্ত উভয়ই তাহার প্রধান কারণ। ফরাশিশ দেশস্থ ভুবন-বিখ্যাত মহাবীর বোনাপার্টির পিতা ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে ভার্য্যাপরিগ্রহ করেন। ঐ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীর্য্যবতী ছিলেন, স্বামির সহিত ঐ সকল উৎপাত ও কলহ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এবং এ প্রকার প্রবাদ আছে, যে তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি-

মান্ পুত্র প্রসবের অত্যল্প কাল পূর্ব্বেও অশ্বারোহণ করিয়া স্বামি সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রায় গিয়াছিলেন। তৎকাল-জাত মহাবল পরাক্রান্ত বোনাপার্টির অদ্বিতীয় শূরত্ব ভূমণ্ডলের সর্ব্বাংশে বিশিষ্ট রূপে বিখ্যাত আছে। ফরাশিশ দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভয়ানক রাজবিপ্লবের অত্যল্প কাল পরে দুর্ব্বল, ক্রুদ্ধ-স্বভাব ও অব্যবস্থিত-চিত্ত অনেকানেক ব্যক্তির জন্ম হয়; ক্রোধ ও উৎসাহজনক কোন সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই তাহারা এককালে উন্মত্ত হইত। এইরূপ, সন্তান উৎপাদন কালে যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ, উৎসাহ ও চর্চ্চা থাকে, তাঁহার সন্তানেরা যে তদ্বিষয়ে রত ও কৃতকর্ম্মা হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

এই সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হইতেছে, যে পিতা মাতার প্রাকৃতিক ও উপার্জ্জিত গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তর নির্ভর করে। ইহা কি পরম মঙ্গলকর মনোহর নিয়ম! ইহা দ্বারা ভূমণ্ডলের সুখ সৌভাগ্য সমুন্নতির কত আশা ও কত সম্ভাবনা রহিয়াছে! এই নিয়-

মের অনুবর্ত্তি হইয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা করিলে মানব বর্গের ক্রমাগতই শ্রীবৃদ্ধি হইবেক। পুরুষে পুরুষে জ্ঞান, শক্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দতার আধিক্যই হইতে থাকিবে।

কিন্তু কর্ত্তব্যের শতাংশের একাংশও কে অনুষ্ঠান করে? মনুষ্যেরা গো, অশ্ব, মেষাদি পশুগণের উৎকর্ষ সাধনার্থে যাদৃশ যত্ন ও কৌশল করিয়া থাকেন, আপনার কুলোন্নতি নিমিত্তে তদনুরূপ কিছুই করেন না। পালিত পশুর কুলোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে পশুপালকেরা কখন তাহাকে হীন জাতি সমাগম করিতে দেয় না, এবং কৃষাণেরাও কখন সাধ্য পক্ষে স্বীয় ক্ষেত্রে অপকৃষ্ট বীজ বপন করে না। কিন্তু মনুষ্য সর্ব্ব বিষয়ে এইরূপ স্বার্থপর হইয়াও কেবল অজ্ঞান দোষে স্বজাতির উত্তমতা সম্পাদনে তৎপর নহেন।

উদ্বাহ ক্রিয়া যে কি পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার তাহা কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কার্য্যের উপর প্রায় ৫।৬ ভাবি জীবের মরণ, জীবন, রোগ, আরোগ্য, দুঃখ, সুখ সম্যক্ রূপে নির্ভর করে। ইহা অতি শুভ কর্ম্ম বটে,

কিন্তু যাহাতে পরিণামে অশুভজনক না হয়, —পুত্র-পীড়ক, সন্তান ঘাতক, ও ভ্রূণঘাতী না হইতে হয় এ বিবেচনা করিয়া কয় ব্যক্তি পাণিগ্রহণ করে? সহস্র সহস্র ব্যক্তি অযোগ্য কন্যা পাত্রের সহিত পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া এক কালে স্ববংশ ও দৌহিত্র বংশের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিতেছেন, বা তাহার উচ্ছেদ-দশা সাধনের অমোঘ সূত্র সঞ্চার করিতেছেন। এখনও সচেতন হওয়া উচিত, এবং উদ্বাহ বিষয়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিক্ষা করিয়া সম্যক্ রূপে পালন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ পশ্চাল্লিখিত নিয়মত্রয় সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পালন করা আবশ্যক, এবং ইহা নিশ্চিত জানা উচিত, যে যত দিন আমারদের তদ্বিষয়ে ত্রুটি থাকিবে, তত দিন পরমেশ্বর সন্নিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

১—ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অল্প বয়সে ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা উচিত নহে, এবং যক্ষ্মা, শ্বাস, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি উৎকট রোগগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তি-, দিগের কখনই পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়।

প্রাচীন হিন্দুরা এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না*। তাঁহারা এবিষয়ে আমারদের অপেক্ষায় বিচক্ষণ ছিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্বাহ সংস্কার সমাধান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন হইয়া স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়া সুখে কাল যাপন করিতেন। আমরা তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি।

জর্ম্মেণি দেশে উদ্বাহ বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম প্রচলিত আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় না, এবং যিনি বিবাহ করিবার মানস করেন তাঁহার স্ত্রীপরিবার প্রতিপালনে সামর্থ্য ও আশা ভরসা আছে কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্ম্মযাজকের নিকট তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। এই নিয়ম যে তত্রত্য লোকের শ্রীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই।

---

* মনু সংহিতায় আছে ক্ষয়, আময়, অপস্মার, শ্বিত্র, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এবং অধিকাঙ্গী, রোগিণী, অতিলোমিকা প্রভৃতি দোষান্বিত কন্যাকে বিবাহ করিবেক না।

২—স্বকুল-সন্নিহিত কোন বংশের কন্যা গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একরূপ শস্য বপন করিলে সুচারুরূপ শস্যোৎপত্তি হয় না, সেইরূপ সমকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের পরস্পর পাণিগ্রহণ হইলে সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। তদীয় সন্তান সকল সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নিবীর্য্য হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়। স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বিবাহ করিয়া অতি হীন হইয়াছেন, এবং এই গুরুতর দোষে তত্রত্য ও পোর্ত্তুগিশ ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়েরও উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজদিগেরও এই প্রকার নিকট-সম্পর্কীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু আমারদের পরম সৌভাগ্য, যে স্মৃতিশাস্ত্র-প্রয়োজক মহানুভাব পণ্ডিত গণ এই অতুল মঙ্গলদায়ক ঐশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন, এবং অদ্যাপি আমরা তাঁহারদের সুখাবহ ব্যবস্থানুসারে এই উদ্বাহ বিষয়ক নিয়ম প্রতি-

জাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণের প্রথা প্রচলিত না হইলে আমারদিগের বিশিষ্টরূপ বংশোন্নতি হওয়া সম্ভাবিত নহে। হিন্দুস্থানিদিগের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে সংযুক্ত হইলে অবশ্যই আমারদিগের বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়। শিখদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে আমারদিগের কি উপকার না দর্শে? আমারদিগের প্রখর বুদ্ধির সহিত তাহারদিগের বল ও বীর্য্যের সংযোগ হইলে আমরা এক প্রধান জাতি রূপে গণ্য হইতে পারি। কিন্তু ইউরোপীয় লোকের সহিত আমারদিগের উদ্বাহ-সম্বন্ধ থাকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়। আমারদিগের মানস ক্ষেত্রে তাহারদিগের বল, বীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায় ও তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর রোপিত হইলে, আমরা ভূমণ্ডলে অতি বিখ্যাত, বহু-ক্ষমতাপন্ন, মহামান্য হইতে পারি। এ সমুদায় কল্পিত কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে প্রতিপন্ন। যত দিন আমরা বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের এই শুভকর নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক এই পরম কল্যাণকর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে না পারিব, তত দিন আমার-

দিগের সম্যক্ রূপে শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উদ্বাহ বিষয়ে এপ্রকার কঠিন নিয়ম ছিল না। তখন, যদিও বর্ষান্তরীয় লোকের সহিত আমারদিগের বিবাহের রীতি ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্তঃপাতি বিভিন্ন দেশীয় লোকের পরস্পর বিবাহের প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইহার আর অন্য প্রমাণ কি? রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদায়ই ইহার সাক্ষি আছে। প্রাচীন সম্প্রদায়ি ব্যক্তিরা এ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কহিবেন, যদিও ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ব্যবহার-বিরুদ্ধ বটে। এ কথাতে যন্ত্রণানল চতুর্গুণ—চতুঃসহস্র গুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্বদেশ-হিতৈষি দয়ার্দ্র মহাত্মারা পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, স্বদেশের অহিতকারি—আপনার অশুভকারি—আত্মঘাতি নিদারুণ লোকেরা কেবল ব্যবহার ব্যপদেশ করিয়া সমুদায় অগ্রাহ্য করে। স্বদেশের শুভানুরাগী ব্যক্তি স্বপরিবার স্বরূপ দেশস্থ লোকের হীনতা ও দারিদ্র্য দশা দেখিয়া

যে রূপ মর্ম্ম-বেদনা প্রাপ্ত হন, তাহারা তাহা কিছুই অনুভব করে না। যে দিন জন্মভূমির দারুণ দুরবস্থা মনে হয়, কত অসুখেই সে দিন যাপন হয়! এমন দুঃখের দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়! তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কত দুঃসহ যাতনাই দিতে থাকে! সর্ব্ব দেশীয় দয়ালু-দিগেরই এই যন্ত্রণা আছে, কিন্তু বাঙ্গলা দেশের হিতৈষি ব্যক্তির দুঃখের আর পরি-সীমা নাই; তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের উদয় দ্বারা নয়ন যুগলে অবিরল অশ্রু জল বিগলিত হইতে দেখিলেও অন্য লোকে ভ্রূক্ষেপ করে না! তাহারদের পাষাণময় চিত্ত কিছু-তেই আর্দ্র হয় না! তাহারা কুব্যবহার সমীপে দয়াধর্ম্ম সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়াছে! তাহারা ব্যবহার-বিরুদ্ধ বলিয়া ঈশ্বরের সা-ক্ষাৎ আজ্ঞাও তুচ্ছ করে! হায়! কুব্যব-হার রূপ দুর্ভেদ্য লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া আমরা অচল-প্রায়—জীবন-শূন্য-প্রায় হই-য়াছি! আমারদের জড়ীভূত হইবার উপ-ক্রম হইয়াছে! মনুষ্যের আত্মা—সচেতন পদার্থ যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমার-দের বিষয়ে তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট

নাই। স্বকপোল-কল্পিত কদাচারের অনুরোধে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা অপেক্ষা হতজ্ঞান হইবার স্পষ্টতর চিহ্ন আর কি আছে! হে স্বদেশস্থ ব্যক্তি সকল! একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ; কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বিবেচনা করিলে এই সকল পরম মঙ্গলকর নিয়ম কখনই যুক্তি-বিরুদ্ধ বোধ হইবে না।

যেরূপ, উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে কন্যা পাত্রের গুণাগুণ বিচার করা কর্ত্তব্য, সেই রূপ ভৃত্য মিত্রাদি অন্যান্য যত লোকের সহিত সংস্রব রাখিতে হয়, সকলেরই দোষাদোষ বিবেচনা করা আবশ্যক।

যাহার অর্জ্জনস্পৃহা ও জুগোপিষা বৃত্তি অতি প্রবল, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে যদি ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে কখন না কখন আপনার চৌর্য্য স্বভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করে, এবং তখন প্রভুকে আপনার অদূরদর্শিত্ব দোষ বশতঃ অনুতাপে তাপিত হইতে হয়।

এ নিয়মের ভূরি ভূরি উদাহরণ-স্থল সর্ব্বদাই উপস্থিত হয়। অনেকে কথা প্রসঙ্গে

ভৃত্যের চৌর্য্য-স্বভাব ও কার্য্যালয় বিশেষের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারির অন্যায় আচরণের বিষয় উত্থাপন করেন। কর্ম্মচারিদিগের কুব্যবহারে অনেকানেক বণিকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে ; এক জন কর্ম্মচারী বহুধন হরণ করিয়া আমেরিকা খণ্ডে পলায়ন করাতে, লণ্ডন নগরস্থ কোন বহু-সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সম্ভ্রান্ত বাণিজ্যাগারের অসম্ভ্রম ও কর্ম্ম বন্ধ হয়। এইরূপ, যে কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ধৈর্য্য, দার্ঢ্য, ও স্থির বুদ্ধি আবশ্যক, কোন অধ্যবসায়-হীন নির্ব্বোধ ব্যক্তির উপর তাহার ভার অর্পণ করিলে সে কর্ম্ম কোন ক্রমেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। এইরূপ, মিত্র হউক, অন্য স্বজন হউক, ভৃত্য হউক, কোন বিষয় ব্যাপারের অংশিই বা হউক, অপাত্রে বিশ্বাস বিন্যস্ত করিলে বা তাহার উপর কোন গুরুতর কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে অনিষ্ট ঘটনার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া এই সমস্ত সামান্য বিষয়ের অনুসন্ধান করাও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের নিয়মাধীন। তত্ত্বান্বেষণ দ্বারা ও হৃত্তত্ত্ববিবেক-ব্যবসায়িদিগের মতে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণ

দ্বারা এ বিষয় সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইতে পারে।

আঘাত-ক্লেশ, শারীরিক পীড়া, অবৈধ বিবাহ দ্বারা সাংসারিক দুঃখের উৎপত্তি, ও ভৃত্যাদির দোষে নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা এই সমুদায় বিষয়ের বিবরণ করিয়া এক্ষণে আর এক ভয়ানক ব্যাপারের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ইহার নাম শ্রবণ মাত্রে সকলেই কম্পমান হয়,—ইন্দ্রিয় সকল অবশ হয়,—লোকের আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার নাম মৃত্যু।

এই গ্রন্থের অনুক্রমণিকায় প্রতিপন্ন করা গিয়াছে, যে ভূমণ্ডল মনুষ্যের নিবাস-ভূমি হইবার পূর্ব্বেও মৃত্যুর অধিকার-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ এক্ষণকার ন্যায় যথাক্রমে বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইত। জগদীশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংহারের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। কি কারণে এপ্রকার ব্যবস্থা করিলেন, তাহা সম্যক্ অনুধাবন করা আমারদের সাধ্য নহে ; যে পরাৎপর পরমপুরুষ অনন্ত কাল, অনন্ত বিশ্ব ও অনন্ত জীবের মঙ্গলামঙ্গল একেবারেই অব-

লোকন করিতেছেন, তিনিই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত আছেন, এবং জীবের কল্যাণার্থেই তাহার বিধান করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

মৃত্যু-ঘটনা সমস্ত শারীরিক বস্তুর প্রকৃতি-সিদ্ধ। ইউরোপস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা একবাক্য হইয়া স্বীকার করেন, যে মৃত্যুর বীজ শরীর মাত্রেরই অন্তর্ভূত আছে; শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কিছু কাল সম্পূর্ণ থাকিয়া পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, এবং পরিণামে নিঃশেষ হইয়া দেহ-ভঙ্গ সমাধান করে। ফলতঃ যখন শারীরিক বস্তুর অবস্থানার্থে স্থানের আবশ্যকতা আছে, তখন জন্ম ও বৃদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাকা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হয় না। সৃষ্টি-কালাবধি যত প্রাণী ও যত উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুদায়ই যদি বর্দ্ধিত ও পূর্ণাবস্থ হইয়া এ পর্য্যন্ত সজীব থাকিত, তবে ভূমণ্ডলে তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও স্থান হইত না।

যদিও আমারদের স্বার্থপরতা ও দুর্জ্জয় জিজীবিষা বশতঃ আপাততঃ এ নিয়মকে অতিশয় অশুভদায়ক বোধ হয়,—মৃত্যুকে আপনার সর্ব্ব-সুখ-সংহারক বলিয়া জ্ঞান হয়, এবং যদিও আমারদের বুদ্ধি যোগে তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্ব্বচন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এ নিয়ম যে ভূমণ্ডলের পরম শোভা বৃদ্ধি ও লোক রক্ষার উপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জ সকল এ নিয়মের অধীন থাকাতে, নীরস পুরাতন প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমুদায়ের পরিবর্ত্তে অভিনব সুকুমার মনোহর তরু সকল উৎপন্ন হইতেছে, সরস বসন্ত সময়ে নব পল্লব ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে, এবং সুগন্ধি সুবর্ণ রমণীয় কুসুম সমুদায় প্রসব করিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে। বিশেষতঃ আমারদের আশ্চর্য্য ও শোভানুভাবকতা বৃত্তির সহিত এই সমুদায় বিষয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে; কারণ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুর নাশ-স্বভাব বশতঃ যে সকল অভিনব ও শোভাকর ব্যাপারের ঘটনা হয়, সমুদায়ই এই দুই পরম সুখাবহ বৃত্তির উপভোগ্য বিষয়। প্রাণি গণের

পক্ষেও এইরূপ। মৃত্যু এই ধরণী রূপ রঙ্গভূমি হইতে অস্থি-চর্ম্ম-সার, জীর্ণ, শ্রীহীন লোক-দিগকে এবং গলিতাঙ্গ, লোলচর্ম্ম,কদাকার,কম্পিত-কলেবর,প্রাচীন সম্প্রদায়কে ক্রমে ক্রমে নিষ্ক্রান্ত করিতেছে, এবং মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি তৎপরিবর্ত্তে হৃষ্ট পুষ্ট সুন্দর নবতনু সকলকে প্রবেশিত করিয়া পৃথিবীর পরম শোভা সাধন করিতেছে। অতএব,নাশ ও ক্লেশ মাত্রই এ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে,ইহা সুখ-দায়কও বটে।

আমারদের নিবাস-ভূমি পৃথিবী কিছু অসীমা নহে, সুতরাং তাহাতে নিরূপিত সংখ্যাতিরিক্ত অধিক প্রাণির স্থান ও অন্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ইতর প্রাণিদিগের অপত্যোৎপাদিকা শক্তি এত প্রবল, যে নিয়মানুযায়ি দেহ ভঙ্গ দ্বারা যত জন্তুর মৃত্যু হয়, তদপেক্ষা ভূরি গুণ প্রাণির উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহারদের এমত বুদ্ধি নাই, যে সেই শক্তিকে সংযম করিয়া রাখিবে। অতএব,জগদীশ্বর কতক গুলি মাংসাশি জন্তুর সৃজন করিয়াছেন, তাহারা উৎসাহ সহকারে অন্যের মাংস ভোজন করিয়া

দিগের স্বকীয় নিষ্ঠুর স্বভাব প্রচারের সীমা নিরূপিত আছে। তাহারা বহু সংখ্যক হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনারদের সংহার-শক্তি চালনায় প্রবৃত্ত হইলে তদ্দণ্ডেই তাহারদের অন্ন হ্রাস এবং তৎফল স্বরূপ অ-নাহার-মৃত্যু ঘটনা আরম্ভ হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে ন্যূন হই-য়া ভূমণ্ডলের সর্ব্ব-সামঞ্জস্য-ভাব রক্ষা পায়। কোন জীবের অনশনে প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহা কখনই জীবন-দাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে, অতএব তিনি সংসারের সকল নিয়ম দ্বারাই তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। ই-হাও সর্ব্বতোভাবে যুক্তি-সিদ্ধ বলিতে হয়, যে মাংসাশি জন্তুদিগের নৃশংস-শক্তি সঞ্চারের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক তৃণাহারি জীব অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, কারণ শেষোক্ত জাতীয় বহু জীবের দেহ পাত না হইলে প্রথমোক্ত জা-তীয় একটি জন্তুরও চির জীবন উদর পূর্ত্তি হ-ইতে পারে না! যদি প্রথমে একটি মেষ ও এক মাত্র ব্যাঘ্র একত্র স্থাপিত হইত, তবে ব্যাঘ্র অবিলম্বেই সেই মেষটিকে আহার করি-য়া ফেলিত, পরে অন্নাভাবে তাহার আপ-

নারও প্রাণ বিয়োগ হইত। অতএব মৃত্যু-বিধান ভূমণ্ডলের মূলীভূত নিয়ম, এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের যাদৃশ ব্যবস্থা আছে, তাহাতে মরণ-ধর্ম্মকে এক প্রকার আবশ্যকই বোধ হয়। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহার সহিত সকল বস্তুকে পরস্পর সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

মৃত্যু-কালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাহাও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। নির্জীব জড় পদার্থ আহত বা ভগ্ন হইলে তাহার আর স্বতঃ প্রতীকারের উপায় নাই। যদি শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে পতিত হইয়া ভগ্ন হয়, তবে তাহা চিরকালই ভগ্নাবস্থায় থাকে, তাহার আর আপনা হইতে কখন প্রতীকার হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণি ও উদ্ভিজ্জের স্বভাব সেরূপ নহে, তাহারদের ভগ্ন-প্রতীকার ও ক্ষতি পূরণের সুন্দর উপায় আছে। কোন সতেজ বৃক্ষ প্রবল বায়ু বেগে পতিত হইলে তাহার ভূমিস্থিত সমুদায় মূল তাহার জীবন রক্ষার্থে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। কোন শাখাচ্ছেদ করিলে তৎ স্থানে নব পল্লব সকল উৎপন্ন হয়। কোন জন্তুর

জঙ্ঘা ভঙ্গ হইলে সে স্থানের অস্থি ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইয়া যায়। কোন রক্তবহা নাড়ী নষ্ট হইলে তাহার সমীপবর্ত্তি অন্য অন্য নাড়ী পূর্ব্বাপেক্ষায় স্থূলতর হইয়া পূর্ব্বোক্ত নাড়ীর কার্য্য সমাধা করে। এই প্রকার শরীরের কত কত স্থান আহত ও ক্ষত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইতেছে। জগদীশ্বর কৃপা করিয়া এই পরম শুভদায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আমরা এই করুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার না করি এই বিবেচনায় যাবতীয় কায়িক নিয়ম লঙ্ঘনে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। এইহেতু,কোন ক্ষত বা আহত অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের অনুভব হয়; সেই ক্লেশকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়া তাহা হইতে সম্যক্ সাবধান হওয়া উচিত।

মৃত্যু কালে যে যাতনা হয় তাহারও এই কারণ। আকস্মিক মৃত্যুর ক্লেশ অত্যল্প কাল স্থায়ী। প্রথম বয়সে বা প্রৌঢ়াবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকেই দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে

হয়, কারণ তৎকালে মৃত্যু ঘটনা হওয়া ঐশ্বরিক বিধানের উদ্দিষ্ট নহে, প্রত্যুত তাহা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল। কিন্তু প্রথমে যাঁহার দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ শরীর থাকে, ও যিনি যাবজ্জীবন শারীরিক নিয়ম সমুদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন, তিনি বহুকাল জীবিত থাকিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অনতিক্লেশে কলেবর পরিত্যাগ করেন; তাঁহার অধিক মৃত্যু-যাতনা হয় না। অতএব, যখন মানববর্গ পরম কারুণিক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় শারীরিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া যথা বিধানে পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন মৃত্যু-যাতনারও লাঘব হইয়া আসিবে।

অশিক্ষিত অল্প-বুদ্ধি লোকেরা রোগ ও মৃত্যু কোন দৈব বিড়ম্বনা বা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফল বলিয়া অঙ্গীকার করেন; তাঁহারা নিয়মানিয়মের বিষয় কিছুই বিবেচনা করেন না। কিন্তু এক্ষণকার মহানুভাব বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করেন, যে এই চরাচর অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কোন কার্য্য নিয়মাতীত নহে; তাহার এক মাত্র অণুও কোন নিয়ম অবলম্বন না

করিয়া স্থানান্তর হয় না। গোমুখী-নিঃসৃত অতি সূক্ষ্ম বারি-বিন্দুও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অ-তীত নহে ; তাহা বাস্প-বিন্দু হইয়া গগণ মণ্ডল আরোহণ পূর্ব্বক বায়ু-বেগে পরিচা-লিত হইয়া কোন দূরদেশীয় সুচারু শস্য-ক্ষেত্রে বর্ষিত হউক, কি কোন সন্নিহিত তরু-শাখায় শোষিত হইয়া তাহার সুদৃশ্য কুসুম দলেই বা পুনঃ প্রকাশিত হউক, অথবা কোন তৃষ্ণাতুর জীব কর্ত্তৃক পীত হইয়া তাহার পরমাশ্চর্য্য দেহ-যন্ত্রের রক্ত-প্রণালীর মধ্যে ভ্রমণ করুক, ইহার সমুদায় গতি ও সমুদায় ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ডনীয় নিয়ম ক্রমেই ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্যোতিঃশাস্ত্র অবগত নহে, সে ব্যক্তি সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদিকে কতকগুলি পরস্পর অ-সম্বদ্ধ পদার্থ মাত্র জ্ঞান করে, এবং তৎসম্ব-ন্ধীয় কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিলে তা-হাকে দৈব বিড়ম্বনা বা অন্য কোন কুলক্ষণ বলিয়া প্রত্যয় যায়। কিন্তু জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-পারদর্শী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর বি-ষয় আলোচনা করিয়া তাহারদের প্রকাণ্ড আকৃতি, পারিপাটী রচনা, গতি বিধির সুপ্রণালী,

আমরা সর্ব্বস্থলে পীড়ার সূত্র নিশ্চয় নিরূপণ করিতে পারি বা না পারি, সামান্যতঃ শারীরিক নিয়ম ভঞ্জনই যে প্রত্যেক রোগের কারণ তাহার সংশয় নাই। কাহারও কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে অনেকে অনেক প্রকার কারণ কল্পনা করেন ; কেহ পূর্ব্ব দুরদৃষ্ট, কেহ দৈব বিড়ম্বনা, কেহ বা কুযাত্রার ফল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু যিনি কহেন, পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভদায়ক নিয়ম লঙ্ঘনই যৌবন ও প্রৌঢ় কালের সমস্ত রোগের অদ্বিতীয় হেতু, তাঁহারই কথা যথার্থ, এবং তাঁহারই উপদেশ আদরণীয় ও গ্রাহ্য। অতএব, অনভিজ্ঞ লোকে শারীরিক রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ করিতে পারে না বলিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়মের যাথার্থ্য ও অমোঘত্ব বিষয়ে সংশয় করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তিই সমস্ত শারীরিক নিয়মের উদ্দেশ্য ; তবে যে বাল্য ও প্রৌঢ়াবস্থায় রোগ ও মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহা সেই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। আর ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত বোধ হয়, যে আমরা তদ্বি-

ষয়ে অত্যাচার না করি এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর অকাল-মৃত্যুকে এ প্রকার ক্লেশ-দায়ক করিয়াছেন।

কিন্তু এই অকাল মৃত্যুর বিধানেও করুণার্ণব বিশ্বকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার জীবগণ জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন কালেও তাঁহার অসীম মহিমা প্রদর্শন করিয়া যায়। শরীর বিষয়ে অত্যাচার হইলে তাহার স্বতঃ প্রতীকার হইতে পারে, এবং তন্নিমিত্ত তিনি সহস্র সহস্র প্রকার ঔষধ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে স্থলে মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, হৃদয়াদি প্রাণাশ্রয় অঙ্গের অতিশয় ব্যতিক্রম ঘটিয়া প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মহৌষধ, এবং তন্নিমিত্তই অকাল মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে। যদি অস্ত্রাঘাত দ্বারা কাহারও মস্তকের মস্তিষ্ক রাশি নির্গত হয়, তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায় বিহীন হইয়া জীবিত থাকিতে হইলে তাহা কত দুঃখেরই বিষয় হইত! যদি প্রজ্বলিত দাবানলে বেষ্টিত হইয়া পশু, পক্ষি বা অন্য কোন প্রাণির সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হয়, এবং তৎপ্রতীকারের আর

সম্ভাবনা না থাকে, তবে সে অবস্থায় ক্রমাগত দাহজ্বালা সহ্য করা ও পরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যে প্রকার যাতনা-দায়ক, তাহা মনে করিলেও যন্ত্রণা বোধ হয়। নৌকারূঢ় ব্যক্তিকে নদী বা সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হইয়া তথায় চিরজীবন অবস্থিতি করিতে হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই হইত! এ সকল স্থলে মৃত্যুই পরম মঙ্গল, এবং সে সময়ে যিনি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন তিনি পরম বন্ধু।

অকাল মৃত্যু দ্বারা মানব বর্গের আর এক মহোপকার সাধিত হয়। তাঁহারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া সন্তান উৎপাদন করিতেন, তবে তাঁহারদের সন্তানদিগকে পিতা মাতার বিকৃত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন বিজাতীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অতএব, এরূপ স্থলে যে মৃত্যু উপস্থিত হইয়া তাঁহারদের সম্ভাবিত সন্তান সন্ততির অশেষ ক্লেশ নিবারণ করে, ইহা মঙ্গলের কারণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এই বিবেচনানুসারে অসাধ্য-রোগাক্রান্ত ক্ষীণজীবি পীড়িত বালকের মৃত্যুও কল্যাণদায়ক বলিতে হয়;

কারণ তদ্দ্বারা তাহার উত্তর-কালিক সমুদায় নিষ্প্রয়োজন যাতনা নিবারিত হয়, এবং তাহার সন্তানদিগের ভগ্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকে তাহাও নিরাকৃত হয়।

অতএব রোগ, ক্লেশ, ও অকাল মৃত্যু কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, এবং তাহাও ভূমণ্ডলের শুভাভিপ্রায়ে সঙ্কল্পিত। এই সমস্ত স্বীকার করিলে ইহাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে মানব জাতির সম্পূর্ণ বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত; শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন দ্বারা তাহার অন্যথা হইলেই ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যখন ইন্দ্রিয় সমুদায় নিস্তেজ হয়, ও সুখ ভোগের সামর্থ্য এক কালে নষ্ট হয়, তখন যদি কেহ আপনার অজ্ঞাতসারে অনায়াসে পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহার উত্তরাধিকারী আসিয়া সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করে, তাহা হইলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার কারুণ্য-স্বভাবের কিছু ত্রুটি বোধ হয় না। এক্ষণে আমরা শারীরিক নিয়ম সমুদায় বিহিত বিধানে প্রতিপালন

করিতে পারি না, অতএব বোধ হয়, এক্ষণে যৌবনাবস্থা দূরে থাকুক, প্রাচীনাবস্থায় মৃত্যু ঘটনা হইলেও অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণকার অপেক্ষায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইলে মৃত্যু-যাতনার বিস্তর লাঘব হইতে পারে; তবে কত দূর হ্রাস হওয়া সম্ভব তাহা নিরূপণ করিবার কাল অদ্যাপি উপস্থিত হয় নাই। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভাবিত বোধ হয়, যে যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ শরীর গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং পরমেশ্বরের নিয়মানুগত থাকিয়া সমুদায় জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যু কালে তাহার উৎকট যন্ত্রণা ঘটিবেক না; সে ব্যক্তি অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইয়া এবং বিশেষ ক্লেশানুভব না করিয়া ইহ লোক হইতে অবসৃত হইবে।

ইহা সুখের বিষয় বলিতে হয়, যে ইতিমধ্যেই এবিষয়ের কিছু কিছু প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ন্যূনাধিক শতবৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশস্থ লোকদিগের পরমায়ু পরিমাণ হইয়া গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ বৎসর

নির্দ্দিষ্ট হয়*, কিন্তু সম্প্রতি এ বিষয়ের যত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই শতবর্ষ মধ্যে ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি অনেকানেক স্থানের লোকের পরমায়ু তদপেক্ষায় বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতি কোন কোন নগরে* যত লোকের পরলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে এই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা গিয়াছে। যথা

| কোন্ শ্রেণীর লোক | গড়ে পরমায়ুর সংখ্যা |
| --- | --- |
| প্রধান শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ ধনাঢ্য ও শ্রেষ্ঠ-ব্যবসায়ি মনুষ্য ..... | ..... ৪৩৷৷ বৎসর |
| দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ বণিক্ ও লিপি-ব্যবসায়ী প্রভৃতি..... | ..... ৩৬৷৷ বৎসর |

* অর্থাৎ তৎকালের ১০০০ মনুষ্যের পরমায়ুর সমষ্টি করিয়া এবং তাহা ১০০০ দিয়া হরণ করিয়া ২৮ বৎসর হইয়াছিল।

* এডিন্‌বরা ও লীথ।

তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক, অর্থাৎ শিল্পকার, শ্রমোপজীবী ও ভৃত্য প্রভৃতি .............. } ..... ২৭।। বৎসর

ইউরোপের অন্তঃপাতি জিনেবা দেশীয় লোকের যেরূপ আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

| সময় | | | | গড় পরমায়ু | |
|---|---|---|---|---|---|
| খ্রীষ্টাব্দ | | | | বৎসর | মাস |
| ১৫৬০ | অবধি | ১৬০০ | পর্য্যন্ত | ১৮ | ৫ |
| ১৬০৪ | ” | ১৭০০ | ” | ২৩ | ৫ |
| ১৭০১ | ” | ১৭৬০ | ” | ৩২ | |
| ১৭৬১ | ” | ১৮০০ | ” | ৩৩ | ৭ |
| ১৮০১ | ” | ১৮১৪ | ” | ৩৮ | ৬ |
| ১৮১৫ | ” | ১৮২৬ | ” | ৩৮ | ১০ |

জিনেবা দেশীয় লোকের সভ্যতা ও সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি সহকারে যে আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, তাহা এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

বিশেষতঃ ইউরোপখণ্ডে গোমসূর্য্যাধানের * আরম্ভ দ্বারা এবিষয়ে মহোপকার

দর্শিয়াছে; বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটনা নিবারিত হইয়াছে। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে গণনা হয় তদ্দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিল, সে বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপ সমুদায়ে ৩৬০০০ লোক বসন্তরোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে বর্ষে তত্রস্থ যত মনুষ্যের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার শতাংশের একাদশ অংশ বসন্ত রোগে প্রাণ পরিত্যাগ করে; কিন্তু এক্ষণে ১ বা ১।। অংশের অধিক মরে না। অতএব ইহা অবধারিত বলিতে হয়, যে গোমসূর্য্যাধান দ্বারা বৎসর বৎসর ভূরি ভূরি লোকের জীবন রক্ষা পাইতেছে।

পৃথিবীতে এত অত্যাচার ও এত দুঃখ সত্ত্বেও যে স্থান বিশেষে লোকের আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, এই বিস্তর। পূর্ব্বে যে স্কট্‌লণ্ড-বাসিদিগের অবস্থার তারতম্যানুসারে পরমায়ুর ন্যূনাধিক্য হইবার বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন বা প্রতিপালনের ইতর বিশেষই তাহার কারণ। জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম সংস্থাপন করেন নাই; তিনি ধনি নির্দ্ধন, অজ্ঞ বিজ্ঞ, বাল বৃদ্ধ সকলকেই

সমান নিয়মে শাসন করেন। মনুষ্য মাত্রেরই অঙ্গ-সংস্থান ও ইন্দ্রিয়-স্বভাব এক প্রকার, এবং জল, বায়ু, জ্যোতিঃ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থ সর্ব্বত্রই সমান গুণ প্রকাশ করে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তে যাবতীয় লোকের বিবরণ আছে, তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় শারীরিক নিয়মের অনুগামি হইয়া কার্য্য করিয়াছিল, তাহারদের পরমায়ু গড়ে ৪৩॥ বৎসর হয়, এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় তাহা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারদের ২৭॥ বৎসর মাত্র হয়। অতএব এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্যই এ প্রকার নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, যে যৎ পরিমাণে আমরা শারীরিক নিয়ম অবগত ও অবগত হইয়া তৎ প্রতিপালনে সমর্থ হইব,—যৎপরিমাণে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিব, তৎপরিমাণে সুখ স্বচ্ছন্দতা সহকারে দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইব।

মৃত্যু বিষয়ে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহার করা যাইতেছে। যথা

প্রথমতঃ।—প্রাচীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে

স্নেহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি সুখদায়ক বৃত্তি যথোচিত চরিতার্থ হইয়া প্রচুর আনন্দ প্রদান করে, এবং ক্রমে ক্রমে মানব বর্গের শারীরিক ও মানসিক গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে* ।

চতুর্থতঃ।—এই মৃত্যু-বিষয়ক-নিয়মের সহিত আমারদের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সর্ব্ব সাধারণের কল্যাণার্থে ভূমণ্ডলস্থ জীবগণের মরণ-ধর্ম্ম অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমারদের বুদ্ধি-বৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ হয়। যে শুভকর বিধান বশতঃ জরাগ্রস্ত অশক্ত ব্যক্তি সকল পৃথিবী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভোগ-সমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক-সম্প্রদায়কে সুখ সম্ভোগার্থে স্থান দান করে, এবং তাহারা ধরণী রূপ রঙ্গ-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত শুভ কৌশল সম্পাদনের পথ পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর পরিষ্কৃত করিতে পারে, তাহাতে আমারদের পরহিতৈষিণী উপচিকীর্ষা বৃত্তির অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি

* কারণ পিতা মাতা নিয়ম প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবেন, তাঁহারদের সন্তানদিগের তত উৎকৃষ্ট প্রকৃতি হইবেক। এইরূপে মানব জাতির ক্রমাগত উন্নতি হইতে পারে।

ভূরি ভোজন দ্বারা গ্লানিযুক্ত বা জীর্ণেন্দ্রিয় হইয়া অন্ন পান গ্রহণে অশক্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থানান্তর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন সবলেন্দ্রিয় ক্ষুধাতুর পথিককে আহ্বান করা কখনই অন্যায় নহে। অতএব, ন্যায়-পরতা বৃত্তি তাহাতে কোন ক্রমে ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। আর সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর পৃথিবীর হিতার্থে যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ভক্তি অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিনীতভাবে তাহা অঙ্গীকার করিবেক। যদি কোন ব্যক্তির এই সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি যথোচিত তেজস্বিনী হয়, এবং অপরাপর সমুদায় বৃত্তি তাহারদের আয়ত্ত থাকে, এবং তিনি শৈশব কালাবধি এই সমস্ত শুভ তত্ত্বে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বোধ হইবে না; তিনি জগদীশ্বরের অন্যান্য নিয়মের ন্যায় এ নিয়ম-কেও প্রশস্ত মনে স্বীকার করিয়া লইবেন।

পঞ্চমতঃ।—এস্থলে মৃত্যু কর্ত্তৃক ঐহিক শুভাশুভ ঘটনার বিষয়ই বিচার করা গেল; পারত্রিক ফলাফল বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উ-

হয়, যে জগদীশ্বর আমারদিগের যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, এবং বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমারদের আহারার্থে জীবহিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। তিনি আমারদিগকে উপচিকীর্ষা বৃত্তি প্রদান করিয়া সঙ্কেতে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যে যে কর্ম্ম দ্বারা জীবের যন্ত্রণা হয়, তাহা কোন ক্রমেই বিহিত নহে। প্রাণিগণ হত হইবার সময়ে যে প্রকার আর্ত্তনাদ, অঙ্গ-বৈকল্য ও অশ্রু বিসর্জ্জন দ্বারা অন্তরের যাতনা প্রকাশ করে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া কাহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার না হয়? আর, যিনি জীবনদাতা, তিনিই সংহর্ত্তা। জীবগণ তাহার নিয়মানুসারে জন্ম গ্রহণ করে, এবং তাঁহারই নিয়মানুসারে নষ্ট হয়। অতএব, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে জীবের জীবন নাশ করা ন্যায়যুক্ত নহে, একারণ প্রাণিহিংসা আমারদের ন্যায়পরতা বৃত্তিরও বিরুদ্ধ। জীবহিংসা, সুতরাং আমিষ ভোজন যেমন আমারদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভিমত নহে, তদ্রূপ, বাহ্য বিষয়েও তাহার উপযোগিতা

নাই, কারণ মৎস্য মাংস আহার করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রভৃতি নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়। যে কার্য্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ঘটনা হয়, তাহা কিপ্রকারে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া স্বীকার করা যায়? যাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

এবিষয়ের এপ্রকার মীমাংসা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইলেও, অনেকানেক বিচক্ষণ ব্যক্তি তৎ প্রতিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

প্রথমতঃ।— তাঁহারা কহেন, যদি আহারার্থে জীবহিংসা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে মাংসাশি করিতেন না। যখন তাহারা পরমেশ্বরের প্রদত্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশবর্ত্তি হইয়া প্রাণি বধ করে, তখন মনুষ্যেরও ভক্ষণার্থে জীবহিংসা করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই।

ইতর জন্তুরা মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া, মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করা

অতিশয় অদূরদর্শিতার কার্য্য। সকল বিষয়ে পশু,পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণির অনুগামি হইয়া চলিলে, অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হয়। কোন কোন জন্তু স্বীয় শাবকদিগকে ভক্ষণ করে, অনেকানেক জন্তু ভগিনী ও গর্ভধারিণীর সহযোগে সন্তান উৎপাদন করে, প্রায় সকল জন্তুই আহার পাইলে স্বত্বাস্বত্ব বিবেচনা না করিয়া ভোজন করে। ইতর জন্তুদিগের ইত্যাকার ব্যবহার দৃষ্টে তদনুরূপ আচরণ করিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার একেবারে উঠিয়া যায়। অতএব, ইতর প্রাণিতে আহারার্থে জীবহিংসা করে বলিয়া, মনুষ্যের পক্ষেও তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত জ্ঞান করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। এক্ষণে, মৎস্য মাংস ভোজনের গুরুতর প্রতিফল যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে; তাহা পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে, যে আমিষ ভোজন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর পক্ষে যেমন সঙ্গত, মনুষ্যের পক্ষে তেমনি অসঙ্গত।

আমিষ ভোজন করিলে যে জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ও তৃণ, পত্র, শস্যা-

দি ঔদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিলে যে ঐ সকল প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, ইহা যাবতীয় প্রাণির ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিয়া দেখিলেই বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়। সমুদায় মাংসাশি পশুরই অত্যন্ত উগ্র স্বভাব, কারণ মাংসাহার ও তদর্থে প্রাণিবধ উভয় কারণেই তাহারদের জিঘাংসাদি প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা অনায়াসে পরীক্ষা করিয়াও দেখা যাইতে পারে। কোন কুক্কুরকে ক্রমাগত কিয়ৎকাল নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করাইলে,তাহার উগ্র স্বভাব হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধ স্বভাব বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ, যদি ক্রমাগত মাংস ভক্ষণ করান যায়, তবে তাহার ক্রোধ ও হিংস্রতা প্রবল হইতে থাকে। পশু বধ পূর্ব্বক মাংস বিক্রয় করা যাহারদের উপজীবিকা, তাহারদের কুক্কুর যে অত্যন্ত হিংস্র ও নৃশংস হয়, তাহার এই কারণ। শবভোজি কুক্কুরদিগের অসামান্য উগ্রতা ও হিংস্রতা প্রসিদ্ধই আছে। ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র স্বভাব প্রায় অন্য কোন জন্তুরই দৃষ্টি করা যায় না, কিন্তু শস্য ফলাদি ভক্ষণ করাইলে, তাহারও হিংস্রতা হ্রাস হইয়া স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি

হয়। কোন ব্যক্তি একটা ব্যাঘ্র-শাবক ধৃত করিয়া কিয়ৎকাল শস্য ভক্ষণ করাইয়া রাখিয়াছিল। তাহাতে সেই ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রবৃত্তির এপ্রকার দমন হইল, যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলে গৃহের পার্শ্বে ইতস্তত গমনাগমন করিত, এবং হস্তে করিয়া খাদ্য-দ্রব্য দিলে আহার করিত, তাহাতে কাহারও হিংসা করিত না। নিরবচ্ছিন্ন মাংস ভক্ষণ দ্বারা কুক্কুরের উগ্রতা ও নৃশংসতা বৃদ্ধি এবং শস্য ভোজন দ্বারা ব্যাঘ্রের স্নিগ্ধতা বর্দ্ধন ও হিংস্রতা দমন হওয়া অপেক্ষায়, মাংস ভক্ষণের দোষ গুণ পরীক্ষার উত্তম উপায় আর কি আছে* ?

মনুষ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেও এইরূপ দেখা যায়। মাংসাশি লোকদিগের দুর্নিবার্য্য ক্রোধ ও হিংসা এবং ফল-মূল-শস্যভোজিদিগের নম্রতা ও শিষ্টতা একপ্রকার প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণকার যাবতীয় জাতির স্বভাব ও চরিত্রই ইহার প্রমাণ। যে সকল পর্ব্বত ও বনবাসি লোকে পশু হিংসা

*Fowler's Physiology. Chapter 11. Section 1.

করিয়া উদর পূর্ত্তি করে, তাহারদের নৃশংস স্বভাব, এবং যাহারা ফল, মুল, শস্যাদি ভক্ষণ করিয়া দিন যাপন করে, তাহারদের অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ব্যবহার অনেকেরই বিদিত আছে। নবজীলণ্ড-বাসি ও আমেরিকার আদিম নিবাসি ঘোরতর মাংসাশি মনুষ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার সহিত অল্প-আমিষ-ভোজি চীন ও হিন্দুদিগের অপেক্ষাকৃত শিষ্টতা ও সুশীলতার তুলনা করিয়া দেখিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই প্রকার, মাংসাশি পশুদিগের ন্যায় মাংসাশি মনুষ্যদিগের জিঘাংসা প্রবৃত্তি যে প্রবল হয়, এবং শস্যাদি-ভোজি প্রাণিদিগের ন্যায় শস্যাদি-ভোজি মনুষ্যদিগের ঐ প্রবৃত্তি যে দুর্ব্বল থাকে, সর্ব্বত্রই তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আমিষ ভোজন যে জিঘাংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইবার এক প্রধান কারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার নিকট পরাভূত থাকিবার সম্ভাবনা। যাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার লেশ মাত্র আছে, তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতির বধ দশা দৃষ্টি

করিয়া অবশ্যই কাতর হন, তাহার সন্দেহ নাই। আর, যাহারা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ করিয়া এপ্রকার নির্দ্দয় হইয়া উঠে,যে জন্তুদিগের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়া যন্ত্রণা বোধ হয় না, দয়া-শূন্য হিংস্র জন্তুর সহিত তাহারদের আর কি বিশেষ থাকে? মাংসবিক্রয়োপজীবি লোকে পুনঃ পুনঃ প্রাণি বধ করাতে, এরূপ করুণা-শূন্য হয়, যে তাহারা এই অতি নিদারুণ বিষম কর্ম্ম করিতে আর কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। তাহারদের প্রচণ্ড ও নির্দ্দয় স্বভাব সর্ব্বসাধারণেরই বিদিত আছে। একারণ কোন কোন দেশে এপ্রকার রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, যে কোন বিচারালয়ে মরণ জীবন বিষয়ক বিচার উপস্থিত হইলে, তাহারা জুরি হইতে পারিবে না। অতএব, মাংসাশি মহাশয়েরা মাংস ভোজন করিয়া কেবল আপনারদের অনিষ্ট করিতেছেন এমত নহে, পূর্ব্বোক্ত প্রাণিঘাতক-দিগকে পশুর সমান করিতেছেন।

এক্ষণে, আমিষ ভক্ষণ করিয়া মনুষ্যের ক্রোধ হিংসাদি প্রবল ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা বিবে-

যে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি প্রদান করিয়া বাহ্য বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ উপযোগিতা রাখিয়াছেন। তিনি যে জন্তুর যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, তাহার তদুপযোগি খাদ্য নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। পশুহিংসা করাতে সিংহ ব্যাঘ্রাদির জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, অথচ তাঁহারদের অন্য কোন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয় না; অতএব, তাহারদের পক্ষে প্রাণিবধ অকর্ত্তব্য নহে। যদি মনুষ্যদিগেরও কেবল জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকিত, তবে আহারার্থ জীবহিংসা করা তাঁহারদের পক্ষেও অসঙ্গত হইত না। কিন্তু জগদীশ্বর মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; তন্মধ্যে, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমিষ ভোজনের সমূহ দোষ নিরূপিত হইতেছে, এবং আহারার্থে জীব হিংসা ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। অতএব, যে কর্ম্ম করিতে গেলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে হয় ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হয়,

সমুদায় মানসিক বৃত্তির অভিমত, তাহাই কর্ত্তব্য; যে স্থলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি ব্যবহার করাই বিধেয়* ।

দ্বিতীয়তঃ ।—কেহ কেহ কহেন, ইতর জন্তু সমুদায় মনুষ্যের হিতার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যে প্রকারে তাহারা মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, তাহাই কর্ত্তব্য। এ কথা কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক হইতে পারে না। যদিও মনুষ্যের পক্ষে কতকগুলি পশুকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করা ন্যায়যুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তথাপি তাহারদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও তাহারদের প্রাণসংহার করা যে অতি গর্হিত, ইহা আমারদের সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি একমত হইয়া অঙ্গীকার করিতেছে। আমারদের প্রাণিবধ করিবার সামর্থ্য আছে বলিয়াই যদি তাহারদিগকে বধ করা বিধেয় হয়, তবে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার আর প্রয়োজন কি? যে কার্য্য আমারদের পরমোৎকৃষ্ট উপচিকীর্ষা

*Fowler's Physiology, Chapter 11, Section 1.

ও ন্যায়পরতা বৃত্তির বিরুদ্ধ, তাহা সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরূপ অভিমত হইলেও কর্ত্তব্য নহে।

আর যাঁহারা কহেন, সমস্ত ইতর জন্তু কেবল মনুষ্যের উপকারার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারদের এ অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক, তাহার সন্দেহ নাই। ভূতত্ত্ব-বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে মনুষ্য উৎপন্ন হইবার কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীতে অপরাপর অশেষ প্রকার জীবের বসতি ছিল, এবং তৎ পূর্ব্বেই তাহার অনেক জাতি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণেও, ভূচর, খেচর ও জলচর যত ইতর জন্তু আছে, তাহারই বা কয় প্রকার প্রাণি মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়া থাকে?

তৃতীয়তঃ।—মাংসাশি মহাশয়েরা স্বপক্ষ রক্ষার্থে কহিয়া থাকেন, আমিষ ভক্ষণ করিলে শরীরের বল ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয়, ঔদ্ভিদ বস্তু ভোজন করিলে সেরূপ হয় না। কিন্তু তাঁহারদের এ কথা কত দূর প্রামাণিক, তাহা

বিচার করিয়া দেখা উচিত। মাংসাশি প্রাণি সকল অত্যন্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া অন্যের উপর অত্যাচার করে ও অন্যের প্রাণ নাশ করে, ইহা দৃষ্টি করিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে মাংস আহার করিলে বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকানেক তৃণ-পত্র-শস্যাহারি পশুকেও প্রভূত-বল-বিশিষ্ট দেখা যায়। যে বৃষ ও অশ্ব উভয়ই অত্যন্ত বলবান্ ও মনুষ্যের বিশিষ্টরূপ উপকারি, তাহারা তৃণ, পত্রাদি ঔদ্ভিদ বস্তুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। তৃণ-পত্র-ভোজি গণ্ডার ও হস্তী মাংসাশি সিংহ ও ব্যাঘ্র অপেক্ষায় বলবান্। তৃণাহারী হরিণ সমস্ত মাংসাশি পশু অপেক্ষায় দ্রুতগামী। বানরের বল ও পরাক্রম অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। অতএব, মাংসাশি পশুদিগের অপেক্ষায় ঔদ্ভিদ-ভোজি পশুদিগের বল অল্প নহে। বরং মাংসাশি অপেক্ষায় ঔদ্ভিদ-ভোজি প্রাণিদিগের মধ্যেই অধিক বলবান্ জন্তু দৃষ্টি করা যায়।

এক্ষণে, মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। শারীরবিধান বিদ্যার পারদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উ, লারেন্স সা-

হেব এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলে যে বল ও সাহস বৃদ্ধি হয়, ইউ-রোপ ও আসিয়া খণ্ডের উত্তর-প্রদেশ-নিবাসি কতিপয় জাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, একথা নিতান্ত অপ্রামাণিক বোধ হয়। সেমোইড্, অস্টিয়াক্, বুরাট্, তঙ্গুসি, কেম্শাডেল্, লাপ্লাণ্ড-নিবাসি লোক, আমেরিকা খণ্ডের উত্তর-প্রান্ত-নিবাসি এস্কুইমাক্স জাতি, ও দক্ষিণ-প্রান্ত-সন্নিহিত-টেরা-ডেল ফিউগো-দ্বীপ-নিবাসি লোক, এই সমুদায় জাতি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন মাংস, বরং আম মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি তাহারদের ন্যায় খর্ব্ব, দুর্ব্বল ও সাহসহীন নহে। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যে কি উষ্ণ কি শীতল সকল দেশেই যে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন দ্বারা শরীরের সম্পূর্ণরূপ পুষ্টি বর্দ্ধন এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের সম্যক্ প্রকার উন্নতি হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়*। বস্তুতঃ,

* Lectures on Comparative Anatomy &ca by W. Lawrence. Lecture IV. Chapr. VI.

স্পার্টা দেশীয় যে সকল ব্যক্তি থর্ম্মাপলি নামক স্থানে অসামান্য বল, বীর্য্য, পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা অবিনশ্বর কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহারা নিরামিষ-ভোজি ছিল। আর এক্ষণেও ইউরোপের অন্তঃপাতি অনেক প্রদেশের ইতর লোকেরা প্রায় শস্য, ফল, মূলাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, অথচ তত্তৎ প্রদেশের মধ্যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আয়র্লণ্ড দ্বীপের শ্রমোপজীবি লোকেরা কেবল গোল আলু আহার করিয়া থাকে, অথচ তাহারা যেরূপ বলবান্ ও পরিশ্রমি, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। নারোয়ে নামক অতিশয় শীতল দেশীয় সামান্য লোকেরা সচরাচর রাই¶, দুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ করে, বিশেষতঃ তদন্তঃপাতি কোন কোন প্রদেশের লোকে অবাধে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করে, অথচ তাহারা শ্রীমান্, বলবান্, দীর্ঘাকার ও দীর্ঘজীবি হয়। রুষ দেশীয় সৈন্য ও অন্যান্য সামান্য লোকেরা প্রায়ই নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে, অথচ তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বহুপরিশ্রমি। ম, ডুপাঁ সাহেব লিখিয়াছেন, ফরা-

---

¶ এক প্রকার শস্যের ইংরেজি নাম রাই।

শিশদিগের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক কেবল আলু,জনার প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য আহার করিয়া থাকে। পোলণ্ড, হঙ্গেরি, সুইজর্লণ্ড, স্পেইন্,ইটালি,গ্রীশ প্রভৃতি অন্যান্য দেশেরও অনেকানেক স্থানের সামান্য লোকেরা শস্য, ফলাদি ভক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ হৃষ্ট,পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমি হয়। আমেরিকার অন্তঃপাতি মেক্সিকো, ব্রেজিল প্রভৃতি অনেক স্থানের ইতর লোকে ফল, মূল, শস্য ভক্ষণ করিয়া শ্রীমান্, বলবান্, পরিশ্রমি ও সুস্থ-শরীর হয়। আফ্রিকা খণ্ডের মধ্য-ভাগ-নিবাসি অনেকানেক জাতি নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়াও অসঙ্গত বলবিশিষ্ট হয়। তদন্তঃপাতি জেন্না দেশীয় লোকে কেবল শস্য মূলাদি আহার করিয়া থাকে, অথচ অন্য কোন স্থানে তাহারদের ন্যায় বলবান্ পরিশ্রমি মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। নিগ্রো-জাতীয় লোক যে সমস্ত বস্তু আহার করে, তাহার অধিকাংশই নিরামিষ, অথচ তাহারদের যেরূপ শারীরিক শক্তি তাহা প্রসিদ্ধই আছে। দক্ষিণসমুদ্রস্থ অনেকানেক-দ্বীপ-নিবাসি লোকেও ঐরূপ আহার করিয়া

থাকে, অথচ তাহারদের এপ্রকার প্রভূত বল, যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ইংলণ্ডীয় মাল্লারাও মল্লযুদ্ধে তাহারদের নিকট এপ্রকার পরাজিত হইয়াছিল, যে তাহাতে কোন ক্রমেই তাহারদিগের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকার অন্তঃপাতি ফিলেডেলফিয়া নগরে বাইবেল্ খ্রীষ্টান্ নামে এক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় আছে, তাহারা আমিষ ভোজন ও সুরাপান করে না; অথচ এপ্রকার অবগত হওয়া গিয়াছে, যে তৎসম্প্রদায়ি লোকে পরিশ্রম বিষয়ে তত্তৎপ্রদেশীয় মাংসাশি ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় কোন ক্রমেই হীন নহে। তৎসম্প্রদায়ি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, যে পরীক্ষা করিয়া আমারদের নিশ্চিত প্রতীতি হইয়াছে, যে বলবান্ ও শ্রমক্ষম হইবার নিমিত্তে সুরাপান ও মাংস ভোজন আবশ্যক করে না*।

অতএব, মৎস্য মাংস ভোজন করিলেই যে বল বৃদ্ধি হয়, নতুবা হয় না, অনেক স্থলেই এ ক-

---

* Fruits and Farinacea the proper food of man, by John Smith. Part III. Chap. IV. Lectures on Comparative Anatomy &-ca. by W. Lawrence. Lecture IV. Ch. VI.

থার অন্যথা দেখা যাইতেছে। ফলতঃ, বলিষ্ঠ হইবার প্রতি বাসস্থানের গুণ, পিতা মাতার বলাধিক্য,ব্যায়াম ও যুদ্ধ শিক্ষা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। আর যদি মাংস ভক্ষণ করিলে যথার্থই অপেক্ষাকৃত বলাধিক্য হইত, তাহাতেই বা কি? সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক কার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আমারদের যত শক্তি আবশ্যক করে, আমিষ ভক্ষণ না করিয়াও যদি তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে মৎস্য মাংস আহার করিয়া রিপু প্রবল ও তদর্থে প্রাণি নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ধন হরণ করিয়া ধনী হওয়া যদি ন্যায়-বিরুদ্ধ হয়,তবে যখন জগদীশ্বর আমারদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ ও যথেষ্ট বল প্রাপ্তির অন্যান্য উপায় করিয়া দিয়াছেন, তখন আহারার্থে প্রাণি বধ রূপ দোষাকর কার্য্য করা কি অন্যায় নহে?

যদিও এ স্থলে অনুষঙ্গাধীন শারীরিক সুস্থতার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; তথাপি আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের ফলাফল বিবেচনার্থে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা অসঙ্গত নহে। সিল্‌বেস্‌টর্‌ গ্রেহাম্‌, ও, স, ফৌলর,

জ, ফ, নিউটন্, জ, স্মিথ্, ডাক্তর উ, অ, আলকট্, হিউফলণ্ড, চীন্, লেম্ব্, বকান, ক্রেজি, আ, লার্স, পেম্বটন্ হুইট্লা প্রভৃতি অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিত ও বহুদর্শি চিকিৎসক প্রচুর প্রমাণ দিয়া কহিয়াছেন, আমিষ ভোজন করিলে শরীর অসুস্থ হইয়া যক্কৎ, যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, পাদশোথ, বাত, অপস্মর,বহুবিধ অঙ্গ-ক্ষত ইত্যাদি নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়,এবং অনেক উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন,যে মাংসাহার পরিত্যাগ করিলে অনেকানেক অত্যুৎকট প্রগাঢ় রোগ নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয়। স, গ্রেহাম্, ও স ফৌলর্, ডাক্তর পার্মলি, লেম্ব্, ব্যানিস্টর্, টেলর্, জ, পোর্টর্, ন,জ, নাইট্, জ,স্মিথ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা স্বয়ং মাংসাহার পরিত্যাগ করাতে যক্ষ্মা, ক্ষত, অজীর্ণতা, অতিসার, অপস্মর প্রভৃতি অনেকানেক গাঢ় রোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও শ্রমক্ষম হইয়াছেন, এবং নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজনের বিধি দিয়া কত কত চিররোগির দুঃসাধ্য রোগের শান্তি করিয়া তাহার-

দের ভগ্ন শরীর সুস্থ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত লেম্ব্ ও নিউটন্ সাহেবেরা সপরিবারে আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করেন, ইহাতে তাঁহারা ও তাঁহারদের পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি রোগ শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তর এবর্ক্রম্বি স্বপ্রণীত পাকস্থলীর রোগ বিষয়ক গ্রন্থে লেখেন, আমার এক রোগী নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়া উৎকট উদরাময় ও শিরোরোগ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্মিথ্ সাহেব নিরামিষ ভোজন অবলম্বন করাতে বহু কাল-ব্যাপি দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, "তদনন্তর যত বার আমি পুনর্ব্বার আমিষ ভক্ষণ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তত বার, শারীরিক অসুস্থতা বোধ হওয়াতে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি।" সুবিখ্যাত শেলি সাহেব কহেন, যত ব্যক্তি আমিষ ভক্ষণ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারদের কাহারও কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই, বরং অনে-

কিন্তু তাহা হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব, আর দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হইতেছি।

আমেরিকার অন্যান্য চিকিৎসকেরা নিরামিষ ভোজনের বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহা জানিবার নিমিত্তে ডাক্তর নার্থ নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে, তৎপ্রদেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ি যত ব্যক্তি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, সকলেই প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এই প্রকার লেখেন, যে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরামিষ ভোজন করিলে যে কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটনা হয়, ইহা কোন স্থলে দৃষ্ট হয় নাই; প্রত্যুত, তদ্দ্বারা যে শরীরের সুস্থতা ও বল বৃদ্ধি হয়, এবং অবিশ্রান্ত অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিলেও যে ক্লান্তি বোধ হয় না, ইহাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছে*।

এতদ্দেশীয় হিন্দুদিগের অপেক্ষায় মোসল-

---

* Fruits & Farinacea &ca. Part III. Chap. VIII.

মানদিগের মধ্যে যে অধিক অন্ধ ও কুষ্ঠরোগি দেখা যায়, তাহারদের মাংস ভক্ষণ তাহার এক প্রধান কারণ বোধ হয়।

আর ডাক্তর রিজ্, এল্ডর্সন্, টেপান্, উ, ডেবিড্সন্, এ,পোলার্ড,পূর্ব্বোক্ত স, গ্রে-হাম্.জ,ষ্ট্রেটল্স সাহেব প্রভৃতি অনেকে বিস্তর উদাহরণ সম্বলিত লিখিয়াছেন, যে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তত্রস্থ মাংসাশি লোকেরা তদ্দারা অধিক আক্রান্ত হয়। মহা খ্যাত্যাপন্ন করুণাময় হৌয়ার্ড সাহেব যখন ভূরি ভূরি ঘোরতর-মরকাক্রান্ত স্থানে গমন ও অবস্থিতি করিয়াছিলেন, বহুতর অস্বাস্থ্যকর কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অনেকানেক রোগির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি মদ্য মাংস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ ও জল মাত্র পান করিতেন। ইহাতে, রোগিদিগের সহিত এত সংস্রৃত হইলেও, তিনি সর্ব্ব স্থানে সুস্থ-শরীর থাকিয়া মারীভয় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নিরামিষ ভোজনের গুণ তাঁহার এপ্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও মরকের সময়ে নিঃশেষে মৎস্য

মাংস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি পরলোক প্রাপ্তির অত্যল্প কাল পূর্ব্বে এই প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, যে ফল ও শস্য ভক্ষণ করিলে, মনুষ্যের শরীর সর্ব্বতোভাবে যেরূপ সুস্থ থাকে, মাংস আহার করিলে সেরূপ কখনই থাকে না*।

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যেরূপ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারেন, সেইরূপ যে দীর্ঘজীবীও হইতে পারেন, তাহারও প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রীশ দেশীয় সক্রেটিজ্, প্লেটো, জিনো, এপিকিউরস্ প্রভৃতি নিরামিষ-ভোজি প্রাচীন পণ্ডিতেরা সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত ছিলেন। য়িহুদিজাতীয় জোজেফস্ নামক পুরাবৃত্তবেত্তা লিখিয়াছেন, এসেনি নামক সম্প্রদায়ি লোকে নিরামিষ ভক্ষণ করে, এবং এরূপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহারদের মধ্যে অনেকে শতবর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকে। ইউরোপের অন্তঃপাতি নারোয়ে দেশীয় যে সকল ফল মূল-শস্য-ভোজি সামান্য লোকের

* Fruits & Farinacea &ca. Part III. Chap. IX.

বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহারদের মধ্যে গড়ে যত দীর্ঘজীবি লোক পাওয়া যায়, প্রায় অন্য কোন দেশে তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি রুষ দেশীয় সামান্য লোকেরা যে প্রায় নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জান্ স্মিথ্ সাহেব স্বপ্রণীত ফল ও শস্য ভোজন বিষয়ক গ্রন্থে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, যে ইতঃপূর্ব্বে রুষ দেশীয় গ্রীক চর্চ্চ নামক খ্রীষ্টান-সম্প্রদায়-ভুক্ত যে সকল ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সহস্রাধিক ব্যক্তির বয়ঃক্রম শতবর্ষের অধিক, অনেকের আয়ু ১০০ বৎসর অপেক্ষায় অধিক ও ১৪০ বৎসরের অনধিক, আর চারি জনের আয়ু ১৪০ বৎসরের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক। মেক্সিকোর ফল-মূল-শস্য-ভোজি আদিম নিবাসি লোকের মধ্যে অনেকেই শতায়ু প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহারদের কেশ পক্ব ও শরীর জরাগ্রস্ত হয় না। আমেরিকা-খণ্ড-সংক্রান্ত পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামক দ্বীপ-স্থিত নিরামিষ-ভোজি দাসেরা এরূপ দীর্ঘ-

জীবি হয়, যে তাহারদের মধ্যে ১৩০ বর্ষের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক কাল জীবিত থাকে এপ্রকার অনেক ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে* ।

ইংলণ্ড-নিবাসী বৃদ্ধ পার্ নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি সামান্য প্রকার রুটি, পনির, দুগ্ধ প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ১৫২ বৎসর জীবিত ছিল। আমেরিকার শটেস্‌বেরি নগরে ই; প্রাট্ নামে এক ব্যক্তি ক্রমাগত ৪০ বৎসর মৎস্য মাংস আহার করেন নাই, অথচ তিনি ১১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর স্ববশ ও সবল ছিল। জ, এফিঙ্ঘাম্ নামে এক দুঃখি ইংরেজ সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিত না; ফল শস্যাদি আহার করিয়া থাকিত, অথচ ১৪৪ বৎসর জীবিত ছিল। সে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান্ ও পরিশ্রমী, এবং কিয়ৎকাল যুদ্ধ-ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। শত বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে একবারও পীড়িত হইয়াছিল কি না, সন্দেহ

---

* Fruits & Farinacea &ca. Part III. Chap. XV.

স্থল, এবং মৃত্যুর অষ্টাহ পূর্ব্বে ১।। ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিল। সে সচরাচর ফল, মূল, শস্যই ভক্ষণ করিয়া থাকিত, তবে কদাচিৎ কখনও মাংসাহার করিত। নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া, জান্ বেন্স ১২৮, পাল নামক বানপ্রস্থ ১১৫, এবং সেণ্ট এণ্টনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভুবন-বিখ্যাত লার্ড বেকান্ সাহেব এই প্রকার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বপ্রণীত মরণ জীবন বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন, যে যে প্রকার আহার করা পিথাগোরস্ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমত, তদনুরূপ ভোজন দীর্ঘজীবন প্রাপ্তি পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ডাক্তর হিউফ্লণ্ড কহিয়াছেন, যে সকল লোক যৌবনের প্রারম্ভাবধি আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারদের মধ্যেই অধিক দীর্ঘ জীবি ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়*।

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিতে

* Fruits &. Farinacea &ca. Part III. Chap. XV.

পারা যায়। এতদ্দেশীয় বিধবারা সামান্যতঃ দীর্ঘজীবি হয়, কোন কোন পতিহীনা স্ত্রীকে শত বর্ষেরও অধিক আয়ু প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

ফলতঃ, রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত জ, লীবিগ্ এবং ডাক্তর লেমান্ প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যাবান্ ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছেন, যে মাংস ভক্ষণ করিলে, শরীর শীঘ্র ক্ষয় হইতে থাকে, একারণ, তাহা পূরণ করিবার নিমিত্তে মাংসাশিদিগকে পুনঃ পুনঃ আহার করিতে হয়। মার্সেট্, ওলিবর্ প্রভৃতি শারীরবিধানবেত্তা পণ্ডিত লিখিয়াছেন, যে নিরামিষ ভোজি ব্যক্তিদিগের রক্ত মাংসাশিদিগের অপেক্ষায় নির্ম্মল হয়, এবং তাহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেখা গিয়াছে, মাংসাশিদিগের রক্তের ন্যায় শীঘ্র পচিয়া যায় না। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া, গ্রেহাম্ ও স্মিথ সাহেব কহিয়াছেন, নিরামিষ ভোজন করিলে যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবি হওয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই*।

* Fruits & Farinacea &ca. Part III. Chap. XV.

চতুর্থতঃ।—অনেকে কহেন, সুপ্রসিদ্ধ মাংসাশি পশুদিগের দন্ত ও মনুষ্যের দন্ত এক প্রকার; অতএব দন্তের আকার বিবেচনা করিয়া দেখিলেও মনুষ্যকে মাংসাশি জীবের মধ্যে গণিত করা উচিত। কিন্তু মাংসাশি-দিগের এ যুক্তি নিতান্ত অমূলক। একথা যথার্থ বটে, যে মাংস-ভোজি ও ঔদ্ভিদ-ভোজি জন্তুদিগের দন্তে পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা আছে; এমন কি, শারীরস্থানবেত্তা পণ্ডি-তেরা দন্তের আকার মাত্র দৃষ্টি করিয়া কোন্ পশু মাংসাশী ও কোন্ পশু ঔদ্ভিদ-ভোজী, এবং কোন্ পশু কিরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূ-পণ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীরবিধান-বেত্তা পণ্ডিতেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে দন্তের আকার ও অন্যান্য অনেক বিষয় পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, যে মাংসাহার করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ নহে, ফল, মূল, শস্যই তাঁহার উপযুক্ত খাদ্য। মনুষ্যের দন্ত বানর ও বনমানুষের দন্তের সদৃশ, বরং এবিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষায় বানর,

বনমানুষ, অশ্ব,উষ্ট্র ও হরিণের সহিত মাংসাশি পশুদিগের অধিক সাদৃশ্য আছে। ইহাতে, যখন মৎস্য মাংস বানরাদির খাদ্য নহে, তখন তাহা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ খাদ্য বলিয়া স্থির করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না। শূকর কখন কখন আমিষ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার দন্তের আকার প্রকারও তদনুরূপ। তাহার কষের দাঁত ঔদ্ভিদ-ভোজি পশুর ন্যায়, ও অন্যান্য কতক গুলি দন্ত মাংসাশি পশুর ন্যায়। যদি আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার বস্তু ভোজন করা মনুষ্যেরও স্বভাব-সিদ্ধ হইত, তবে দন্তের গঠন বিষয়ে তাঁহারও ঐ প্রকার ইতর বিশেষ থাকিত, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ কেবল দন্ত কেন? লিনিয়স্, গ্যাসেণ্ডি, ডৌবেল্‌টন্, লারেন্স, লার্ড মন্‌বোডো, কুবিয়র, টামস্ বেল্, সর্ এবেরার্ড হোম্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শারীরস্থানবেত্তা ও শারীরবিধানবেত্তা পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন,যে দন্তের আকার,হনুর গঠন, হনু-সম্বদ্ধ মাংসপেশীর আয়তন, ভক্ষ্য চর্ব্বণ কালীন হনু সঞ্চালনের প্রকার, অন্ত্রের দীর্ঘতা, যকৃতের আয়তন,এবং অন্যান্য অনেকানেক বিষ-

য়ে ঔদ্ভিদ-ভোজি পশুদিগের সহিত মনুষ্যের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু মাংসাশি পশুদিগের সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ঔদ্ভিদ-ভোজি পশুদিগের ভক্ষ্য চর্ব্বণ ও পরিপাকার্থে অধিক লালা আবশ্যক করে, এ কারণ তাহারদের মুখ হইতে অধিক লালা নিঃসৃত হয়, এবং তাহারদের শারীরিক সুস্থতা বিধানার্থে অধিক স্বেদ নিঃসরণ আবশ্যক করে, একারণ তাহারদের লোমকূপ হইতে অধিক ঘর্ম্ম নির্গত হয়। মনুষ্যেরও তদনুরূপ অধিক লালা ও অধিক স্বেদ নিঃসৃত হইয়া থাকে*।

* In the absence of claws and other offensive weapons; in the form of the incisor, cuspid, and molar teeth; in the articulation of the lower jaw; in the form of the Zygomatic arch; in the size of the temporal and masseter muscles and salivary glands; in the length of the alimentary canal; in the size & internal structure of the colon and cæcum; in the size of the liver; and in the number of perspiratory glands: in all these respects, man closely resembles herbivorous class of animals.—Fruits and Farinacea &ca. by John. Smith. Part II. Chapter. I.

বিশেষতঃ বানর, বনমানুষ, মানুষ এ ত্রিবিধ প্রাণির এই সমুদায় বিষয় অবিকল এক প্রকার* । অতএব, পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা কহিয়া গিয়াছেন, সমুদায় শারীরিক ব্যবস্থা বিবেচনায় মনুষ্যকে কোনক্রমে মাংসাশি বোধ হয় না, ফল-মূল-শস্য-ভোজি বলিয়া স্থির করাই কর্ত্তব্য ‡ ।

পঞ্চমতঃ ।—মাংসাশি মহাশয়দিগের আর এক যুক্তি এই, যে তৃণ, পত্র, শস্যাদি-ভোজি জন্তু সকল মৎস্য মাংস পরিপাক করিতে পারে না, এবং মাংসাশি জন্তুরা ফল, মূল, শস্য, তৃণাদি পরিপাক করিতে পারে না, কিন্তু মনুষ্য উভয় প্রকার খাদ্যই পরিপাক

* Thus we find, whether we consider the teeth and jaws, or the immediate instruments of digestion, the human structure closely resembles that of the Simiæ; all of which, in their natural state, are completely herbivorous.—Lectures on Comparative Anatomy, Physiology &ca. by W. Lawrence. Lecture IV. Chapter VI.

‡ Fruits & Farinacea &ca. Part II. Chap. I. II.

করিতে পারেন, অতএব তাঁহার পক্ষে উভয় প্রকার দ্রব্য আহার করা বিধেয়। কিন্তু তাঁহারদের প্রতিপক্ষীয় পণ্ডিতেরা যে প্রকারে এ যুক্তি খণ্ডন করেন, তাহা লিখিত হইতেছে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে অভ্যাস দ্বারা বস্তু বিশেষ পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যাঘ্র স্বভাবতঃ মাংসাশী হইলেও যে নিরামিষ বস্তু পরিপাক করিতে পারে,তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কলিকাতা-নিবাসি কোন ভদ্র কুলোদ্ভব গৃহস্থের এক টা বিড়ালের এ প্রকার অভ্যাস হইয়াছিল, যে মাংস দিলেও আহার করিত না। এইরূপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়ালাদি মাংসাশি পশুরা যে নিরামিষ বস্তু ভোজন করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেষ, বৃষ ও অশ্ব স্বভাবতঃ নিরামিষ-ভোজি, কিন্তু, অভ্যাস করাইলে তাহারাও মাংস ভক্ষণ করিয়া সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে। আরব দেশের অন্তঃপাতি কোন কোন স্থানে যথেষ্ট তৃণ, পত্রাদি না থাকাতে, তথাকার লোকে অশ্বদিগকে মৎস্য ভক্ষণ করায়। পূ-

দায় পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং মৎস্য মাংস ভোজন অভ্যাস করিলে তত্তৎ দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তিই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সকল জাতীয় লোকেই প্রথমাবস্থায় অতিশয় অসভ্য থাকে, এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক পশু পক্ষ্যাদি বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করে; তখন তাহারদের জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অধিক প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল থাকে, এ কারণ প্রাণি বধ করিতে দয়ার সঞ্চার হয় না। তদবধি তাহারদের আমিষ ভোজন করা অভ্যাস পাইয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা এ প্রকার প্রগাঢ় সংস্কার জন্মে, যে মৎস্য মাংস ভোজন করা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। যখন অভ্যাস ও ভোজ্য বস্তুর গুণ দ্বারা জন্তুর পরিপাক-শক্তির স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন যাহারা ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে আমিষ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারদের যে মৎস্য মাংস পরিপাক হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাতে যদি আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি ইতর জন্তুরও প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

দায় পরিপাক করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং মৎস্য মাংস ভোজন অভ্যাস করিলে তত্তৎ দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তিই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সকল জাতীয় লোকেই প্রথমাবস্থায় অতিশয় অসভ্য থাকে, এবং জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ পূর্ব্বক পশু পক্ষ্যাদি বধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করে; তখন তাহারদের জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অধিক প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল দুর্ব্বল থাকে, এ কারণ প্রাণি বধ করিতে দয়ার সঞ্চার হয় না। তদবধি তাহারদের আমিষ ভোজন করা অভ্যাস পাইয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা এ প্রকার প্রগাঢ় সংস্কার জন্মে, যে মৎস্য মাংস ভোজন করা মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। যখন অভ্যাস ও ভোজ্য বস্তুর গুণ দ্বারা জন্তুর পরিপাক-শক্তির স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তখন যাহারা ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে আমিষ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহারদের যে মৎস্য মাংস পরিপাক হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহাতে যদি আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি ইতর জন্তুরও প্রকৃতি-সিদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

বৃত্তি প্রবল হয়, যখন দন্ত, হনু, পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতির আকার প্রকারাদি বিবেচনায় নিরামিষ ভোজনই মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ বোধ হয়, এবং যখন তদ্দ্বারা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ-জীবী হওয়া যায়, তখন জীর্ণ হয় বলিয়া মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠতঃ।—কেহ কেহ কহেন, মাংসাহার করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রখর হয়। কিন্তু তাঁহারদের এ কথা কত দূর প্রামাণিক, ঘোরতর মাংসাশি তঙ্গুসি, এস্কুইমাক্স, বুরাট্ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতিদিগের সহিত হিন্দু, চীন প্রভৃতি নিরামিষ-ভোজি ও অল্পামিষ-ভোজি লোকের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। তবে ইংরেজ, ফরাশিশ প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকদিগকে যে বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন দেখা যায়, তাহারদের স্বাভাবিক শক্তি, স্বদেশের গুণ, শিক্ষার সুপ্রণালী ইত্যাদি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। তত্তৎ প্রদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্বয়ং এবিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। থিয়োফ্রাসট্টস ও ডায়োজি-

বৃত্তি প্রবল হয়, যখন দন্ত, হনু, পাকস্থলী ও অন্ত্র প্রভৃতির আকার প্রকারাদি বিবেচনায় নিরামিষ ভোজনই মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ বোধ হয়, এবং যখন তদ্দ্বারা সুস্থ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ-জীবী হওয়া যায়, তখন জীর্ণ হয় বলিয়া মৎস্য মাংস ভক্ষণ করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠতঃ।—কেহ কেহ কহেন, মাংসাহার করিলে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রখর হয়। কিন্তু তাঁহারদের এ কথা কত দূর প্রামাণিক, ঘোরতর মাংসাশি তঙ্গুসি, এস্কুইমাক্স, বুরাট্ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অসভ্য জাতিদিগের সহিত হিন্দু, চীন প্রভৃতি নিরামিষ-ভোজি ও অল্পামিষ-ভোজি লোকের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে অবগত হওয়া যায়। তবে ইংরেজ, ফরাশিশ প্রভৃতি ইউরোপীয় লোকদিগকে যে বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাপন্ন দেখা যায়, তাহারদের স্বাভাবিক শক্তি, স্বদেশের গুণ, শিক্ষার সুপ্রণালী ইত্যাদি অন্যান্য অনেক কারণ আছে। তত্তৎ প্রদেশীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্বয়ং এবিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। থিয়োফ্রাস্টস ও ডায়োজিনি-

নিস্ নামক প্রাচীন পণ্ডিত এবং অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন ফ্রাঙ্কলিন্ ও সর্ জান্ সিঙ্কেয়র্ সাহেবেরা স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, যে মাংস ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি মলিন ও মন্দীভূত হয়, আর ফল,মূল, শস্যাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিলে বুদ্ধি সতেজ হয়, বিবেচনা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি পরিষ্কৃত হয়* ।

পূর্ব্বতন জিনো, এপিকিউরস্, মেনিডিমস্, পিথাগোরস্ ও তাঁহার মতানুগামি বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল, ইত্যাদি প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতেরা, এবং মহাকবি শেলি ও বায়্রন্ প্রভৃতি ইদানীন্তন অনেকানেক বিদ্যাবান্ ব্যক্তি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । আমিষ ভক্ষণ করিলে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তি হয় না বলিয়া, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত সর্ আইজাক্ নিউটন্ সাহেব তাঁহার দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার সময়ে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করিতেন¶ ।

---

* Fruits & Farinacea &ca. Part III. Chap. XIII.

¶ Fruits & Farinacea &ca. Part III.

পূর্ব্বোক্ত আল্‌বেনি নগরস্থ অনাথ-নিবাসের বালকেরা নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করিবার তিন বৎসর পরে, তথাকার অধ্যাপক কহিয়াছিলেন, যে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ করাতে, এখানকার বালকদিগের যে অত্যন্ত উপকার হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তদ্দ্বারা তাহারদের বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি-শক্তি যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি তাহারদিগকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাহাই তাহারা শিখিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে ও অনায়াসে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সিঙ্ক্লেয়র্ সাহেব আয়র্লণ্ড-নিবাসি কতক গুলি বালকের বিষয়ে এই প্রকার লিখিয়াছেন, যে তাহারা যত দিন নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিত, তত দিন বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মঠ ছিল, পরে মাংস ভক্ষণ আরম্ভ করিয়া অলস, অকর্ম্মণ্য ও বুদ্ধি বিষয়ে হীন হইল*।

সপ্তমতঃ।—কেহ কেহ কহেন, যে সকল শীতল প্রদেশে শস্যাদি জন্মে না, এবং বৃক্ষা-

* Fruits

দি ফলবান্ হয় না,তথায় আমিষ ভক্ষণ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই চলে না। বিবেচনা করিলে, ইহার উত্তর আপনা হইতেই উপস্থিত হইতে পারে। যে সকল দেশে শস্যাদি কিছুই জন্মে না. শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় যথোচিত উন্নত হয় না, সুতরাং যেখানে লোকের জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতা বৃদ্ধির অশেষ প্রকার দুর্নিবার্য্য প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, কৃষি-শক্তি-সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মনুষ্যদিগের সে স্থানে অবস্থিতি করাই বা কোন্ যুক্তিসিদ্ধ? তবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া সে সকল স্থানও বৈধান্ন-ভোজি ব্যক্তিদিগের বাসযোগ্য হওয়া সম্ভাবিত বটে। এক্ষণেও লাপ্লাণ্ড নামক অতিশয় শীতল দেশের অনেকানেক প্রদেশে যব,রাই,ওট এই ত্রিবিধ শস্য এবংগোল আলু যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং তথায় এক প্রকার হরিণ জন্মে, তাহার দুগ্ধও পান করা যায়*।

আর নারোয়ে, রুষ প্রভৃতি অত্যন্ত শীত-প্রধান দেশের লোকে যে নিরামিষ ভোজন করিয়া সবল ও সুস্থ-শরীরে থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে;

---

* Penny Cyclopædia, Article on Lap-

এবং তদ্দারা ইহাও দর্শিত হইয়াছে, যে মাংসাহার না করিলে যে শীতল দেশে বাস করা যায় না, এ কথা প্রামাণিক নহে। বস্তুতঃ, রসায়ন বিদ্যা দ্বারা ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, যে শরীরের উষ্ণতা সাধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক করে, ঘৃতে এবং শর্করা, তৈল, আলু, তণ্ডুল প্রভৃতি ঔদ্ভিদ বস্তুতে তাহা যথেষ্ট আছে; মাংসে তত নাই। অতএব, শীতল দেশে এই সমস্ত বস্তু আহার করা আবশ্যক। মেদ ভক্ষণ করিলে, শরীর সম্যক্‌রূপে উষ্ণ থাকিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যখন ঘৃত, শর্করা, তৈলাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন দ্বারা সে বিষয় অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তখন প্রাণি বধ করিয়া মেদ ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত গ্রেহাম সাহেব কহিয়াছেন, নিরামিষ-ভোজি ব্যক্তিরা মাংসাশিদিগের অপেক্ষায় অধিক শীত সহিতে পারে*।

এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যে আমারদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে যে মৎস্য

মাংস ভক্ষণ আবশ্যক করে না, ইহা প্রায় সর্ব্ব-বাদি-সম্মত।

অষ্টমতঃ।—নিরামিষ-ভোজি পণ্ডিতেরা স্বপক্ষ সংস্থাপনার্থ আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে অল্প দ্রব্যে বা অল্প পরিশ্রমে অধিক কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য। ভূমণ্ডলে লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব যাহাতে অল্প ভূমিতে অধিক লোকের আহার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। যে সকল সভ্য জাতির মধ্যে প্রচুর মাংস ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহারা পশু পালনার্থে ক্ষেত্রে তৃণাদি বপন করে, এবং পশুদিগকে সেই সকল তৃণাদি আহার করাইয়া আপনারা তাহারদের মাংস ভোজন করে। ইহাতে, যে ভূমির উৎপন্নে যত লোকের আহারোপযুক্ত পশু পালিত হয়, সে ভূমিতে তাহার ২০।৩০ গুণ লোকের খাদ্যোপযুক্ত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। আর যে সমস্ত অসভ্য জাতি কেবল মৃগয়া করিয়া উদর পূরণ করে, তাহারদের এক এক জনের আহার আহরণার্থে যত ভূমি

সহস্র লোকের অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব, যদি আমারদের আমিষ ভোজন করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি পৃথিবীর এপ্রকার ব্যবস্থা করিতেন না, বরং যাহাতে নিরামিষ-ভোজি অপেক্ষায় অধিক সংখ্যক আমিষ-ভোজির খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে, এই প্রকার বিধান করিয়া দিতেন।

নবমতঃ।—কোন কোন মহাশয় কহেন, আমরা স্বহস্তে প্রাণিবধ করি না, অন্য কর্ত্তৃক নিহত জীবের মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকি, তবে আমারদিগকে হিংসা দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু তাঁহারদের ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে তাঁহারা ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন বলিয়াই ধীবর প্রভৃতি মৎস্য, পশু, পক্ষ্যাদি নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহারা আমিষ ভোজন না করিলে, লোকের মৎস্য মাংস বিক্রয় করা যে এক উপজীবিকা আছে, তাহা মূলেই থাকিত না। যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ধন লোভ দর্শাইয়া নরহত্যা করিতে প্রবৃত্ত করে, তবে তাহাতে কি সেই প্রবর্ত্তকের অপরাধ হয় না? অতএব, তাঁহারা আমিষ ভোজন করাতে, ধীবর ও মাংস-বিক্রয়োপজীবিদিগকে প্রাণি বধ করিতে এক প্রকার অনুমতি

দেওয়াই হয়, এবং যদি তাহাতে পাপ থাকে, তবে তাঁহারদিগকে অবশ্যই সে পাপের ফল-ভাগি হইতে হয়, তাহার সংশয় নাই। তাহারা যে নানা প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার পূর্ব্বক জন্তুর জীবন অপহরণ করিয়া দয়া, স্নেহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়, এবং আমিষ-ভোজি মহাশয়েরা যে মৎস্য মাংস উদরস্থ করিয়া আপনাদের নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রবল করেন, ঐ সকল আমিষাশি ব্যক্তিই এ উভয়ের মূল কারণ। অতএব, মৎস্য মাংস ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া সংসারের যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাঁহারাই ইহার নিদানভূত, তাহার সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর আমারদের নিমিত্তে নানাবিধ সুখাদ্য সামগ্রীতে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অশেষ প্রকার ফল, মূল, শস্যের বীজ সৃজন করিয়াছেন, ভূমিতেও এ প্রকার উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যে এক গুণ বীজ বপন করিলে ভূরি গুণ উৎপন্ন হয়, এবং আমারদিগকেও এরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ও শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন করিয়া-

ছেন, যে আমরা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকারে করিলেই প্রচুর ভক্ষ্য প্রস্তুত করিতে পারি। উত্তমরূপ শরীর রক্ষা ও পুষ্টি বর্দ্ধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক, ফল, মূল, শস্যে তাহা যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত সুলভ সামগ্রী সত্ত্বেও আমরা প্রাণি সংহার করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু মধ্যে কেন গণিত হই? দয়া, স্নেহ প্রভৃতি যে সকল প্রধান বৃত্তি থাকাতে, মনুষ্য নামের এত গৌরব হইয়াছে, যে কর্ম্ম দ্বারা তৎসমুদায় নিস্তেজ হয় এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয়, তাহার অনুষ্ঠান করিয়া কি নিমিত্ত পশুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হই? পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমারদিগকে যে প্রকার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগি অশেষ প্রকার শস্য, ফলাদি সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, তাঁহার প্রদত্ত এই সমস্ত সুরস সামগ্রী লাভে পরিতুষ্ট না হইয়া হিংস্র জন্তুবৎ আহারার্থে পশু পক্ষ্যাদি নষ্ট করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে*।

---

* কিন্তু আহারার্থে জীব হিংসা করা অবিধেয় বলিয়া এপ্রকার অবধারণ করা কর্ত্তব্য নহে, যে কোন স্থলেই প্রাণি বধ করা উচিত নয়, প্রত্যুত, স্থল বিশেষে

## সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইংরেজি অর্থ

অধ্যবসায় .... Firmness.
অনাথনিবাস .. Orphan-asylum.
অনুচিকীর্ষা .... Imitation.
অনুমিতি .... Causality.
অন্ত্র .... Intestine.
অপত্যস্নেহ .... Philoprogenitiveness.
আকারানুভাবকতা Faculty of Form.
আত্মাদর .... Self-esteem.
আশ্চর্য্য .... Faculty of Wonder.
আসঙ্গলিপ্সা .. Adhesiveness.
ইতর জন্তু .... Lower animals.
উপচিকীর্ষা ..... Benevolence.
উপমিতি .... Faculty of Comparison.
কম্পাস .... Compass.
কার্য্যকারণভাব .. Causation.
কালানুভাবকতা .. Faculty of Time.
কুসংস্কার .... Prejudice.
গুরুত্বানুভাবকতা Faculty of Weight.
গোমসূর্য্যাধান .. Vaccination.
ঘটনানুভাবকতা .. Eventuality.
জড় ..... .... Idiot.
জলপ্রপাত .... Cataract.
জিঘাংসা .... Destructiveness.
জিজীবিষা .... Love of life.
জীবনী শক্তি .... Vital power.